

তিরমিয়া শরিফ

ইমাম আবু ইসা আত তিরমিযীর

দ্বিতীয় খণ্ড



বাংলা হাদিস

তিরমিযী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

সংকলক

ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযী (র)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলা হাদিস

তিরমিযী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)

সংকলক : ইমাম আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবন ইসা আত-তিরমিযী (র)

অনুবাদক : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১১৮

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৪৭/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৪

ISBN : 984-06-0108-3

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ১৯৯৩

দ্বিতীয় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪

জুন ২০০৭

জমাদিউল আউয়াল ১৪২৮

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮১২৮০৬৮

গ্রন্থ সংশোধন

ফতেহ আলী আযাদ

বর্ণবিন্যাস

নবনী কম্পিউটার্স

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য: ৩০৫.০০ টাকা (তিনশত পাঁচ টাকা মাত্র)।

TIRMIDHI SHARIF (2nd Part) : Arabic Compilation by Imam Abu Esha Muhammad Ibn Esha at-Tirmidhi (R) translated by Moulana Fariduddin Masuod into Bangla, Edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2007

Website : www.islamicfoundationorg.bd

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

বাংলা হাদিস

http://www.hadithbd.com

সূচীপত্র

সালাত অধ্যায়

তাশাহুদ প্রসঙ্গ	১৫
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ	১৬
নিঃশব্দে তাশাহুদ পড়া	১৭
তাশাহুদের সময় কিভাবে বসতে হবে	১৮
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ	১৮
তাশাহুদে ইশারা প্রসঙ্গে	১৯
সালাতে সালাম ফিরানো	২০
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ	২১
সালাম ছোট করা সুন্নাত	২২
সালামের পর কি বলবে	২৩
ডান ও বামদিকে ফিরা	২৫
সালাতের বিবরণ	২৬
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ	২৯
ফজরের সালাতের কিরাআত	৩১
যোহর ও আসরের কিরাআত	৩২
মাগরিবের কিরাআত	৩৩
এশার কিরাআত	৩৫
ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত পাঠ	৩৬
ইমাম যখন জোরে কিরাআত করেন তখন তার পিছনে মুকতাদীর কিরাআত না করা	৩৭
মসজিদে প্রবেশের দু'আ	৩৯
তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দুই রাকআত সালাত আদায় করে	৪২
কবরস্থান এবং গোসলখানা ব্যতীত সারা যমীনই মসজিদ	৪৩
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত	৪৫
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ মাকরুহ	৪৬
মসজিদে নিদ্রা যাওয়া	৪৬
মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, হারান বস্তু তালাশ করা এবং কবিতা পাঠ অপসন্দনীয় কাজ	৪৭
তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ প্রসঙ্গে	৪৮
কুবা মসজিদে সালাত আদায়ের ফযীলত	৪৯
কোন মসজিদটি শ্রেষ্ঠ	৫০
মসজিদে হেঁটে আসা	৫১
মসজিদে বসে থাকা এবং সালাতের অপেক্ষা করার ফযীলত	৫২
চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করা	৫৩

[চার]

দীর বা বড় চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করা	৫৪
ছানার উপর সালাত আদায় করা	৫৪
গানে সালাত আদায় করা	৫৫
সল্লীর সুতরা গ্রহণ	৫৬
সল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা নিন্দনীয়	৫৭
কান বিষয়ই মুসল্লীর সালাত বিনষ্ট করতে পারে না	৫৮
কুর, গাধা ও মহিলা ছাড়া আর কেউ সালাত বিনষ্ট করতে পারে না	৫৯
এক কাপড়ে সালাত আদায় করা	৬০
কিবলার শুরু	৬০
পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিবলা	৬২
মেঘের কারণে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা	৬৩
কোথায় কোথায় এবং কিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা নিষেধ	৬৪
উট ও ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করা	৬৫
সওয়ারীর উপরে যেদিকে তা ফিরে, সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করা	৬৭
সওয়ারী সামনে রেখে সালাত আদায় করা	৬৮
যদি রাতের খানা হাযির হয়ে পড়ে আর এদিকে সালাতের ইকামাত	
হয়ে যায় তবে আগে খানা খেয়ে নিবে	৬৮
তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করা	৬৯
কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তাদের সালাতে যেন ইমামতি না করে	৭০
কেবলমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা ইমামের জন্য মাকরুহ	৭১
মুসল্লীদের অসত্ত্বষ্টিতে যদি কেউ ইমামতি করে	৭২
ইমাম যদি বসে সালাত আদায় করে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে	৭৪
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ	৭৫
ইমাম দুই রাকআতের পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে	৭৬
প্রথম দু'রাকআতের পর বসার পরিমাণ	৭৮
সালাতে ইশারা করা	৭৯
পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হয় হাততালি	৮০
সালাতে হাই তোলা মাকরুহ	৮১
বসে সালাত আদায় করার সওয়ার দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের অর্ধেক	৮১
কেউ যদি নফল সালাত বসে আদায় করে	৮৩
রাসূল ﷺ বলেন, আমি সালাতে শিশুর কান্না শুনতে পেলে সালাত সংক্ষিপ্ত করি	৮৫
যে মেয়ের ঋতুবতী হওয়ার বয়স হয়েছে, উড়নী ব্যবহার ছাড়া তার সালাত কবুল হয় না	৮৫
সালাতে সাদল অর্থাৎ কাঁধের উপর কাপড় লটকে রাখা মাকরুহ	৮৬
সালাতে কাঁকর সরানো মাকরুহ	৮৬

[পাঁচ]

সালাতে ফুঁ দেওয়া মাকরুহ	৮৮
সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ	৮৯
সালাতে চুল বাঁধা মাকরুহ	৯০
সালাতে খুশু-খুযু অবলম্বন করা	৯০
সালাতে হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল প্রবেশ করান মাকরুহ	৯২
সালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা	৯২
বেশি বেশি রুকু-সিজদা করা এবং এর ফযীলত	৯৩
সালাতে সাপ-বিষু হত্যা করা	৯৪
সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করা	৯৫
সালাম ও কথাবার্তার পর সিজদা সাহুউ করা	৯৭
সিজদা সাহুউ-এর পর তাশাহুদ পড়া	৯৯
সালাতে বেশি হল না কম এই বিষয়ে যদি সন্দেহ হয়	১০০
যোহর বা আসরের দুই রাকআতে সালাম করে ফেললে	১০২
পাদুকা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করা	১০৪
ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা	১০৫
দু'আ কুনূত পাঠ না করা	১০৬
সালাতে হাঁচি আসলে	১০৭
সালাতে কথা বলার বিধান রহিত হয়ে গেছে	১০৮
তাওবার জন্য সালাত	১০৯
শিশুদের কখন সালাতের নির্দেশ দেওয়া হবে	১১০
তাশাহুদের পর উযু নষ্ট হলে	১১১
বৃষ্টির সময় নিজ নিজ বাসস্থানে সালাত আদায় করা	১১৩
সালাত শেষে তাসবীহ	১১৪
কাদা ও বৃষ্টিতে সওয়ারীর উপর সালাত আদায়	১১৫
সালাত আদায়ে শ্রম স্বীকার করা	১১৬
কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে সালাতের	১১৬
রাত-দিনে বার রাকআত সুন্নাত সালাত আদায়ের ফযীলত	১১৮
ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত)-এর ফযীলত	১১৯
ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) সংক্ষিপ্ত করা এবং তাতে নবী (সা)-এর কিরাআত	১১৯
ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের পর কথা বলা	১২০
সুবহে সাদিকের পর ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন (নফল) সালাত নেই	১২১
ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের পর শয়ন করা	১২২
যখন সালাতের ইকামত হয়ে যাবে তখন ফরয সালাত ছাড়া সালাত নাই	১২২
কারো যদি ফজরের পূর্ব দু'রাকআত সুন্নাত ফওত হয়ে যায় তবে ফজরের ফরযের পর তা আদায় করবে	১২৪

[ছয়]

ফরযের পূর্বে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় না করা গেলে সূর্যোদয়ের পর এই দু'রাকআত আদায় করা	১২৫
যোহরের পূর্বে চার রাকআত	১২৬
যোহরের পর দু'রাকআত	১২৭
এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ	১২৭
আসরের পূর্বে চার রাকআত	১২৯
মাগরিবের দু'রাকআত সুন্নাত এবং এর কিরাআত	১৩০
এ দু'রাকআত ঘরে আদায় করা	১৩১
মাগরিবের পর ছয় রাকআত (নফল) সালাত আদায়ের ফযীলত	১৩২
এশার পর দু'রাকআত	১৩৩
সালাতুল-লায়ল (রাতের নফল) সালাত হল দু'রাকআত দু'রাকআত করে	১৩৩
সালাতুল লায়লের ফযীলত	১৩৪
রাসূল ﷺ-এর সালাতুল-লায়লের বিবরণ	১৩৪
এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ	১৩৫
এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ	১৩৬
রাসূল ﷺ-এর সালাতুল-লায়ল না পড়ে শুয়ে গেলে দিনে আদায় করে নিতেন	১৩৬
প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন	১৩৭
রাতের কিরাআত	১৩৮
নফল সালাত ঘরে আদায় করার ফযীলত	১৩৯

বিত্র অধ্যায়

বিত্রের ফযীলত	১৪১
বিত্র ফরয নয়	১৪২
বিত্রের পূর্বে নিদ্রা গমন পসন্দনীয় নয়	১৪৩
রাতের শুরুভাগ ও শেষভাগে বিত্র আদায় করা	১৪৪
বিত্র সাত রাকআত	১৪৫
বিত্র পাঁচ রাকআত	১৪৬
বিত্র তিন রাকআত	১৪৬
বিত্র এক রাকআত	১৪৬
বিত্রে কি তিলাওয়াত করা হবে	১৪৬
বিত্রে দু'আ কুনূত পাঠ করা	১৫০
কেউ যদি বিত্র আদায় না করে শুয়ে যায় বা তা আদায় করতে ভুলে যায়	১৫০
সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই বিত্র আদায় করা	১৫০
এক রাতে দুইবার বিত্র নেই	১৫০
যানবাহনের উপর বিত্র আদায় করা	১৫০
দ্বিপ্রহরের সালাত	১৫০
সূর্য পশ্চিমে হলে যাওয়ার সময় সালাত আদায় করা	১৫০

[সাত]

সালাতুল হাজাত	১৫৯
সালাতুল ইস্তিখারা	১৬০
সালাতুল তাসবীহ	১৬২
রাসূল ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠের নিয়ম	১৬৫
নবী ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠের ফযীলত	১৬৬

জুমু'আ অধ্যায়

সালাতুল জুমু'আর ফযীলত	১৬৯
ইয়াওমুল জুমু'আর যে মুহূর্তটিতে দু'আ কবুলের আশা করা যায়	১৭০
জুমু'আর দিনে গোসল করা	১৭২
জুমু'আর দিনে গোসলের ফযীলত	১৭৪
জুমু'আর দিনে উযু করা	১৭৫
সকাল সকাল জুমু'আর সালাতে হাযির হওয়া	১৭৭
বিনা ওজরে জুমু'আর সালাত পরিত্যাগ করা	১৭৮
কতটুকু দূর থেকে জুমু'আর জন্য আসা জরুরী	১৭৮
জুমু'আর ওয়াক্ত	১৮০
মিস্বরে উঠে খুতবা প্রদান	১৮১
দুই খুতবার মাঝে বসা	১৮২
খুতবা সংক্ষিপ্ত করা	১৮২
মিস্বরে উঠে কুরআন তিলাওয়াত	১৮৩
খুতবার সময় ইমামের সম্মুখে থাকা	১৮৩
ইমাম খুতবা দিচ্ছেন এই অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে আসে তবে	
ঐ ব্যক্তির জন্য দু'রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ সালাত আদায় করা	১৮৪
ইমামের খুতবা প্রদানের সময় কথা বলা জায়েয নয়	১৮৬
জুমু'আর দিন মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া পসন্দনীয় নয়	১৮৭
ইমামের খুতবা প্রদানের সময় 'ইহতিবা' (দুই-হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর খসে হাত দিয়ে বা কোন	
কাপড় দিয়ে হাঁটুদ্বয় বেঁটন করে বসা) পসন্দনীয় নয়	১৮৮
মিস্বরের উপর দু'আর সময় হাত তোলা পসন্দনীয় নয়	১৮৯
জুমু'আর আযান	১৮৯
মিস্বর থেকে ইমাম নেমে আসার পর কথা বলা	১৯০
জুমু'আর কিরাআত	১৯১
জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কি তিলাওয়াত করা হবে	১৯২
জুমু'আর পূর্বের ও পরের সালাত	১৯৩
কেউ যদি জুমু'আর এক রাক'আত পায়	১৯৬
জুমু'আর দিন দুপুরের বিশ্রাম	১৯৬

[আট]

জুম্মা'আর সময় তন্দ্রা এলে জায়গা পরিবর্তন করে নিবে	১৯৭
জুম্মা'আর দিনে সফর করা	১৯৭
জুম্মা'আর দিন মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা	১৯৮

ঈদ অধ্যায়

ঈদের দিন ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া	২০০
খুতবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করা	২০০
ঈদের সালাতে আযান ও ইকামত নেই	২০১
সালাতুল ঈদের কিরাআত	২০২
দুই ঈদের তাকবীর	২০৪
ঈদের পূর্বে বা পরে কোন সালাত নেই	২০৫
সালাতুল ঈদায়নে শরীক হওয়ার জন্য মহিলাদের বহির্গমন	২০৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাতে এক পথে যেতেন অন্য পথে আসতেন	২০৮
ঈদল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে আহার করা	২০৯

সফর অধ্যায়

সফরকালে কসর করা	২১০
কতদিন কসর সালাত আদায় করা হবে	২১২
সফরে নফল সালাত আদায় করা	২১৫
দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা	২১৫
সালাতুল ইস্তিসকা	২১৬
কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের সালাত	২২১
সালাতুল কুসূফের কিরাআত	২২৪
সালাতুল খাওফ	২২৫
কুরআনের সিজদা-এ তিলাওয়াতসমূহ	২২৬
মহিলাদের মসজিদে গমন	২৩০
মসজিদে থুথু ফেলা মাকরুহ	২৩০
সূরা ইনশিরাগক এবং সূরা আলাক-এর সিজদা	২৩১
সূরা আন-নাজমের সিজদা	২৩১
এতে সিজদা নাই বলে যারা মনে করেন	২৩১
সূরা সোয়াদ (ص)-এ সিজদা	২৩৪
সূরা হাজ্জ-এ সিজদা	২৩৫
সিজদা-এ কুরআনের দু'আ	২৩৫
যদি কারো রাত্রের জন্য নির্ধারিত ইবাদতের কিছু অংশ ফওত হয়ে যায় তবে	
সে দিনের বেলায় তা পূরণ করবে	২৩৫
ইমামের পূর্বে যে মাথা উঠায় তার সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী	২৩৫
নিজে ফরয আদায় করার পর কেউ যদি লোকদের ইমামতি করে	২৩৬

[নয়]

শীত ও গ্রীষ্মে কাপড়ের উপর সিজদা প্রদানের অবকাশ প্রদান	২৩৯
ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা মুস্তাহাব	২৪০
সালাতে চোখ ঘুরিয়ে এদিক বদিক দেখা	২৪১
কেউ যদি ইমামকে সিজদারত পায় তবে কি করবে	২৪২
সালাতের শুরুতে দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরুহ	২৪৩
দুআর পূর্বে আল্লাহর সানা ও গুণকীর্তন করা এবং নবীজী ﷺ-এর জন্য সালাত পাঠ করা	২৪৪
মসজিদে সুগন্ধি লাগান	২৪৪
রাত ও দিনের সালাত হল দুই দুই রাকআত করে	২৪৫
রাসূল ﷺ-এর কেমন করে দিনের নফল সালাত আদায় করতেন	২৪৬
মহিলাদের চাদরে সালাত আদায় করা মাকরুহ	২৪৮
নফর সালাতরত অবস্থায় হাঁটা ও কাজ করা	২৪৮
এক রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা	২৪৯
মসজিদে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত এবং এতে প্রতি কদমে কত সওয়াব লিখা হয়	২৪৯
মাগরিবের পরে (নফল) নামায ঘরে পড়া উত্তম	২৫০
ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা	২৫১
গৌচাগারে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা	২৫১
কিয়ামতের দিন এই উম্মতেব বিশেষ নিদর্শন হবে উযু ও সিজদার চিহ্ন	২৫২
উযুতে ডান দিক অবলম্বন করা মুস্তাহাব	২৫২
কতটুকু পানি উযুর জন্য যথেষ্ট	২৫৩
দুধপোষ্য ছেলের পেশাব (পাক করার জন্য) পানি ছিটিয়ে দেয়া	২৫৪
যার উপর গোসল করা ফরয সে যদি উযু করে নেয় তবে খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রা গমনের অনুমতি রয়েছে	২৫৪
সালাতের ফযীলত	২৫৫
এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ	২৫৬

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা উবায়দুল হক

সভাপতি

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সদস্য

মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ

”

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম

”

ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ

”

মাওলানা রুহুল আমীন খান

”

মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম

”

মুহাম্মদ লুতফুল হক

সদস্য সচিব

মহাপরিচালকের কথা

‘হাদীস’ মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীআতের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদের পরই মহানবী ﷺ-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়ত ও উপদেশাবলির বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী ﷺ-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তিরমিযী শরীফ অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা ইবন সাওরা ইবন শাদাদ আত-তিরমিযী (র) কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি‘আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, “এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা হতে খুবই কম।” তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহগণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু‘আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীস জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক শরীআতের অন্যতম উৎস মহানবী ﷺ-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্র সবগুলো হাদীস গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

আল্লাহ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশত মানব সত্তানের মধ্যে উনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'আত তথা জীবন বিধানের মূল উৎস আল্লাহ তা'আলার কলাম কুরআন মজীদে পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিক-নির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দ্বিধিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ সিত্তাহুর অন্তর্ভুক্ত হাদীস গ্রন্থ জামি' আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা ইবন সাওরা ইবন শাদাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাদ প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহুসহ সব হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ সিত্তাহুসহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ৬ খণ্ডে সমাপ্য তিরমিযী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং দুন্নাতে পাবন্দ হবার ভাওফিক দিন। আমিন।

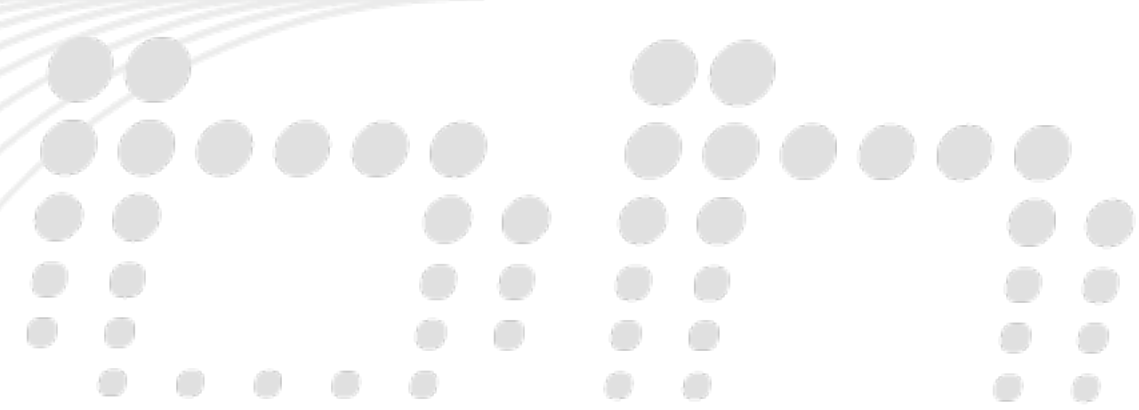


বাংলা হাদিস

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ابواب الصلاة

সালাত অধ্যায়



বাংলা হাদিস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْهَدِ

অনুচ্ছেদ : তাশহুদ প্রসঙ্গ

২৮৭ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

২৮৭. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : দুই রাকআত পর বসার মাঝে আমাদেরকে রাসূল ﷺ এই দু'আ বলতে শিখিয়েছেন :

“সব তায়ীম ভক্তি-শ্রদ্ধা, নামায, সব পবিত্র ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর জন্য, আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হে নবী, আপনার উপর সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ তা‘আলার অসীম রহমত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহর অন্যান্য সব নেক বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ ۝ وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رَوَى عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ۝

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَقَ ۝

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : رَأَيْتُ

النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ

ابْنِ مَسْعُودٍ ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর, জাবির, আবু মুসা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

তাশাহুদ বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এটিই সর্বাধিক সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের তাবিঈ আলামগণ এই হাদীস অনুসারেই আমল করেছেন। ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারাক, আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুসা (র)....খুসায়ফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : একবার আমি নবী ﷺ-এর স্বপ্নে দর্শন লাভ করি। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! লোকেরা তো তাশাহুদের বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই ইবন মাসউদ বর্ণিত তাশাহুদটি অবলম্বন কর।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فَكَانَ يَقُولُ : التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ

الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ۝

২৯০. কুতায়বা (র)...ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শিখিয়েছেন সেভাবে তাশাহুদও শিখিয়েছেন। তিনি (তাশাহুদে) বলতেন :

“সব তায়ীম ভক্তি-শ্রদ্ধা, নামায, সব পবিত্র ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর জন্য, আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হে নবী, আপনার উপর সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ তা‘আলার অসীম রহমত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহর অন্যান্য নেক বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।”

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدَّثَنَا إِبْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ غَرِيبٌ مَحَبِّحٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْثُودٍ الرَّوَّاسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ

بْنِ سَعْدٍ ۝

وَرَوَى أَيُّسُ بْنُ نَابِلٍ الْمَكِّيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ۝

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ إِبْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّشَهُُّ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ-গারীব।

আবদুর রহমান ইবন হুমায়দ আর-রুওয়াসী এই হাদীসটি আবু যুবার (র) থেকে লায়স ইবন সা‘দ-এর অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

আয়মান ইবন নাবিল আল-মাক্কীও এই হাদীসটি আবু যুবার...জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এটি সাহফুয বা সংরক্ষিত নয়।

ইমাম শাফিঈ তাশাহুদে ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفَى التَّشَهُُّ

অনুচ্ছেদ : নিঃশব্দে তাশাহুদ পড়া

২৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُُّ ۝

২৯১. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : তাশাহুদ নিঃশব্দে পাঠ করা হল সূন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدَّثَنَا إِبْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহুদের সময় কিভাবে বসতে হবে?

২৭২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ. قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَغْنِي لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَغْنِي عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَضَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ○

২৯২. আবু কুরায়ব (র)....ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মদীনায়ে এসে আমি মনে মনে ভাবলাম, অবশ্যই রাসূল ﷺ-এর সালাত লক্ষ্য করে দেখব। লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি তাশাহুদের জন্য যখন বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম উরুতে তাঁর বাম হাত রাখলেন আর ডান পা'টি (অর্থাৎ পায়ের পা'টি) খাড়া করে রাখলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبَنِي الْمُبَارَكِ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম (আবু হানীফা), সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক এবং কুফাবাসী আলিমদের অভিমত এ-ই।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

২৭৩- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ : اجْتَمَعَ أَبُو حَمِيدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ يَغْنِي لِلتَّشَهُّدِ - فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ يَغْنِي السَّبَابَةَ ○

২৯৩. বুন্দার মুহাম্মদ ইবন বাকশার (র)....আব্বাস ইবন সাহল আস-সায়িদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, একবার আবু হুমায়দ, আবু উসায়দ, সাহল ইবন সা'দ এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা একত্রিত হয়ে রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন আবু হুমায়দ বললেন : রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছি। রাসূল ﷺ যখন তাশাহুদের জন্য বসেছিলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং ডান পায়ের অগ্রভাগ (অঙ্গুলিসমূহ) কিবলার দিকে স্থাপন করেছিলেন। ডান হাতের তালু ডান হাঁটুতে এবং বাম হাতের তালু বাম হাঁটুতে স্থাপন করেছিলেন আর শাহাদাত আপুলির মাধ্যমে ইশারা করেছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَيَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝ وَهُوَ قَوْلُ الشَّانِعِيِّ، وَاحِمَدَ وَإِسْحَقَ ۝ قَالُوا : يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ عَلَى وَرَكِهِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي حَمِيْدٍ ۝
قَالُوا يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيَمْنَى ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আলিমদের কেউ কেউ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই। তাঁরা বলেন : শেষ সৈঠকে মিতম্বের উপর বসবে। তাঁরা তাদের সপক্ষে আবু হুমায়দ (র)-এর হাদীসটি (২৯৩ নং) পেশ করেন।

তাঁরা আরো বলেন : প্রথম তাশাহুদে (বৈঠকে) বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে ইশারা প্রসঙ্গে

٢٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِأَسْطِهَا عَلَيْهِ ۝

২৯৪. মাহমুদ ইবন গায়লান ও ইয়াহইয়া ইবন মূসা প্রমুখ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাতের মাঝে বসতেন তখন ডান হাত হাঁটুতে রাখতেন এবং বৃদ্ধাপুলির পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলিটি উঠিয়ে ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাতটি (বাম) হাঁটুতে বিছিয়ে রাখতেন।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ، وَثَمِيرِ الْخَزَاعِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حَمِيدٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ: يَخْتَارُونَ الْإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ ○ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ○

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু যুযায়র, নুমাযর খুযাই, আবু হুরায়রা, আবু হুমায়দ, ওয়ায়ল ইবন হুজর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। রাবী উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

মাহাবী ও তাবিঈদের কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন এবং তাশাহুদে ক্ষেত্রে 'ইশারা' পদান পসন্দ করেছেন। আমাদের উস্তাদগণের অভিমতও এ-ই।

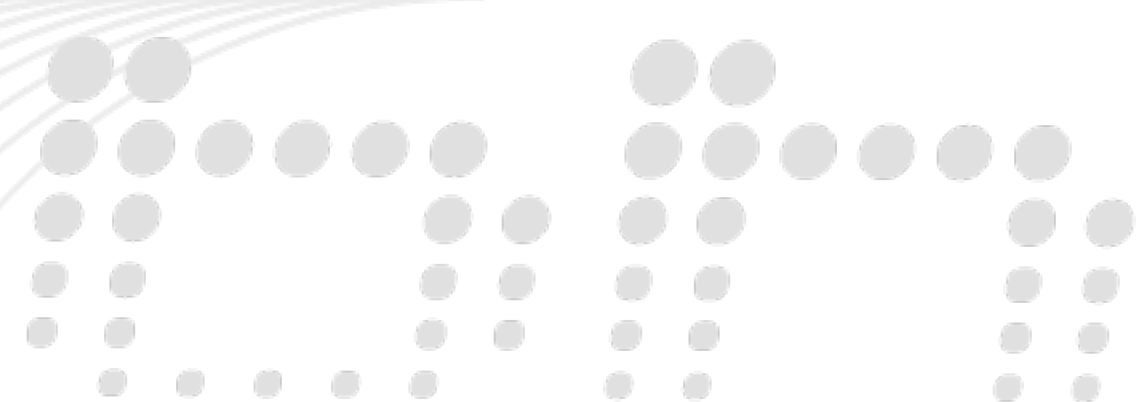
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সালাম ফিরান

٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ○

২৯৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ سُرَّةَ، وَالثَّبْرَاءِ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَمَارٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ○



বাংলা হাদিস

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعِلُّ عَلَيْهِ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ بَعْدِهِمْ ۝ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،
وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ، وَاحْمَدَ، وَاسْحَقَ ۝

এই বিষয়ে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, ইবন উমর, জাবির ইবন সামুরা, বারা, আবু সাঈদ, অস্মার, ওয়ায়ল ইবন হুজর, আদী ইবন আমীরা, জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম [আবু হানীফা], সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِيسِيُّ عَنْ
زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً
وَاحِدَةً تَلْقَاءُ وَجْهَهُ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا ۝

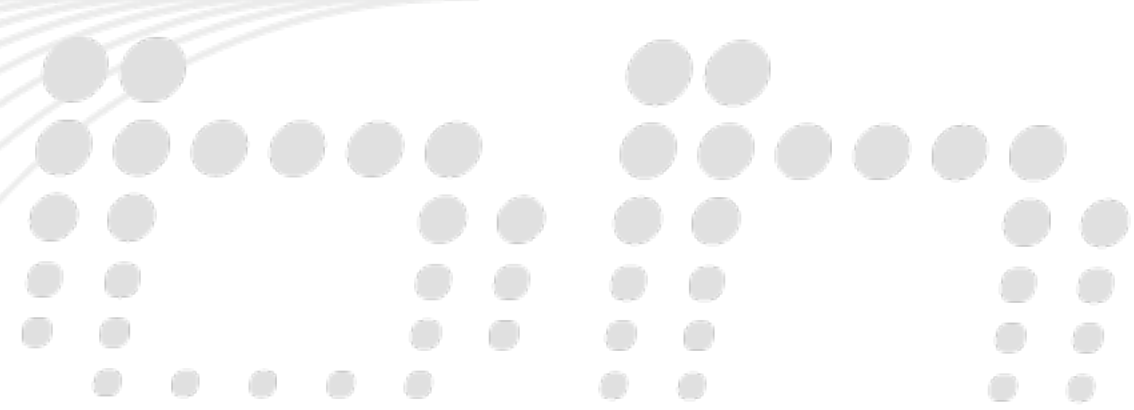
২৯৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া নীসাবুরী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালাত সামনের দিকে একবার মাত্র সালাম দিতেন পরে ডানদিকে সামান্য একটু ফিরতেন।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَهُ عَنْهُ مِنْ كَثِيرٍ، وَرَوَايَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْهُ
أَشْبَهُ وَأَصَحُّ ۝

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَ هَرْمٍ لَيْسَ هُوَ هَذَا
الَّذِي يَرْوَى عَنْهُ بِالْعِرَاقِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرٌ، قَلَّبُوا اسْمَهُ ۝



বাংলা হাদিস

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ ۝
وَأَمَّحَ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيمَتَيْنِ ۝
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ۝
وَرَأَى قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ ۝
قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ ۝

এই বিষয়ে সাহল ইবন সা'দ (র) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সূত্রটি ছাড়া আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি অন্য কোন সূত্রে 'মারফু' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র) বলেন : এই হাদীসটির অন্যতম রাবী যুহায়র ইবন মুহাম্মাদ থেকে শামবাসীরা বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বরাতে ইরাকবাসীদের রিওয়ায়াত সাদৃশ্যপূর্ণ ও সহীহ।

মুহাম্মদ আল-বুখারী (র) বলেন, আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেছেন, যে যুহায়র ইবন মুহাম্মাদ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন, ইনি সেই যুহায়র নন যার বরাতে ইরাকবাসীগণ হাদীস বর্ণনা করেন; বরং তিনি অন্য একজন। তারা তার নাম বদলে ফেলেছে।

আলিমদের কেউ কেউ সালাতে একবার সালাম ফিরানোর অভিমত গ্রহণ করেছেন। রাসূল ﷺ থেকে এই বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ রিওয়ায়াত হল দুই সালামের। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই রিওয়ায়াতটিই গ্রহণ করেছেন।

কতিপয় সাহাবী ও তাবিঈ ফরয সালাতের ক্ষেত্রে এক সালামের অভিমত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : কেউ চাইলে এক সালামও দিতে পারে, আর চাইলে দুই সালামও দিতে পারে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سُنَّةٌ

অনুচ্ছেদ : সালাম ছোট করা সুন্নত

২৭৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ ۝

قَالَ عَلِيُّ بْنُ جُبَيْرٍ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : يَعْنِي أَنَّ لَا يَمْدَهُ مَدًّا ۝

২৯৭. আলী ইবন হুজর (রা).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : সালামে 'হযফ' ছোট করা সুন্নাত।

রাবী আলী ইবন হুজর (র) বলেন, ইবন মুবারক (র) বলেছেন : হযফ করা অর্থ হল অতি দীর্ঘ না করা।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ۝

وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : التَّكْبِيرُ جَزْءٌ، وَالسَّلَامُ جَزْءٌ ۝

وَهَقْلٌ : يُقَالُ : كَانَ كَاتِبَ الْأَوْزَاعِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই বিষয়টিকে পসন্দনীয় বলেছেন।

ইবরাহীম নাখ্ঈ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : তাকবীরের শেষে ‘জযম’ হবে এবং সালামের শেষেও ‘জযম’ হবে।

রাবী হিক্ল সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন ইমাম আওয়াঈ (র)-এর লিপিকার।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালামের পর কি বলবে

২৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ إِلَّا بِقَدَارٍ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ،

تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

২৮৮. আহমদ ইবন মানী (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালামের পর নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে যত্নবশত লাগে এর বেশি বসতেন না :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

“হে আল্লাহ আপনি শান্তিময়, আপনার থেকেই আসে শান্তি, আপনি বরকতময় হে প্রবল পরাক্রমশালী ও মর্যাদাশীল সত্তা।”

২৭৭- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ : نَحْوَهُ، وَقَالَ : تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

২৯৯. হান্নাদ (র)...আসিম আল আহওয়াল (র)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এই কথার উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ سَعِيدٍ، وَابْنِ هُرَيْرَةَ، وَالْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ : نَحْوُ

حَدِيثِ عَاصِمٍ ○

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنِّ مِنْكَ الْجَنُّ ○

وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

এই বিষয়ে সাওবান, ইবন উমর, ইবন আব্বাস, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, সালামের পর তিনি এই দু'আ করতেন :

“আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, সাম্রাজ্য এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি সব কিছুর উপরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা থেকে কেউ বাঁধা দেওয়ার নেই। আপনি যা দেন না, তা দেয়ার মত কেউ নেই এবং নেক আমল ছাড়া কোন ধনবানের ধনই আপনার কাছে উপকারে আসবে না।”

আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন :

“তোমার প্রতিপালক তারা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।”

৩০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

৩০০. আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুসা (র)...রাসূল ﷺ এর আযাদকৃত দাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালাত অস্তে যখন ফিরতেন তখন তিনি তিনবার ইস্তিগফার করতেন ও পরে বলতেন:

“হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আগমন করে। হে আল্লাহ! আপনি মঙ্গলময়, আপনি অতি মহান হে প্রতাপশালী ও করুণার সাগর।”

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَأَبُو عَمَّارٍ إِسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন: এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবু আম্মারের নাম হল শাদাদ ইবন আবদিল্লাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَنْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

অনুচ্ছেদ : ডান ও বামদিকে ফিরা

৩০১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْمِنُ، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

৩০১. কুতায়বা (র)...হলব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন। আর তিনি (সালাত শেষে) ডান ও বাম উভয় দিকেই ফিরতেন।

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيْ جَانِبَيْهِ شَاءَ إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ ۝

তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ৪

وَقَدْ مَحَّ الْأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

وَيُرَوَّى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَاجَّتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَّتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : হুব (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ডানে বা বামে যেকোনো ইচ্ছা একজ্ঞ সালাত থেকে ফিরতে পারে। রাসূল ﷺ থেকে উভয় বিষয়টিই বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে।

আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন : ডানদিকে প্রয়োজন থাকলে সেদিকে আর বামদিকে প্রয়োজন থাকলে সেদিকেই তিনি ফিরতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের বিবরণ

৩০২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ بْنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةُ : وَنَحْنُ مَعَهُ : إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدْوِيِّ فَصَلَّى، فَأَخَفَ صَلَاتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ : وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ : وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَخَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَمِيبٌ وَأَخْطِئُ، فَقَالَ : أَجَلُ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ

فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا تُرّاً اجْلِسْ فَاطْمِئِنَّ جَالِسًا، تُرّاً ثَمَّ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَاتِكَ قَالَ: وَكَانَ هَذَا آمُونًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ: أَنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَزُجْ كُلُّهَا ۝

৩০২. আলী ইবন হুজর (র)....রিফাআ ইবন রাফি (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূল ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় বেদুঈনের মত দেখতে এক ব্যক্তি আসল। সে হালকাভাবে সালাত আদায় করল এবং তা শেষ করে রাসূল ﷺ-কে এসে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ তাকে ওয়া আলাইকা জানিয়ে বললেন : ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তুমি তো সালাত আদায় করনি। লোকটি ফিরে গেল। সালাত আদায় করে আবার এসে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ তাকে ওয়া আলাইকা জানালেন এবং বললেন : ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর। তুমি তো সালাত আদায় করনি। এইরূপ দুই বা তিনবার ঘটল। প্রত্যেকবারই লোকটি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে সালাম জানাচ্ছিল আর তিনি তাকে ওয়া আলাইকা জানিয়ে বলেছিলেন : ফিরে যাও। আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তুমি তো সালাত আদায় করনি।

উপস্থিত লোকেরা বিষয়টিকে খুবই ভীষণ মনে করল। কেউ হালকা সালাত পড়লে তার সালাতই হবে না- এই বিষয়টি তাদের জন্য খুবই মারাত্মক লাগল। যা হোক, শেষে ঐ লোকটি বলল : আমাকে শিখিয়ে দিন, আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি তো একজন মানুষ। অনেক সময় ঠিকও করি, ভুলও করি।

রাসূল ﷺ বললেন : হ্যাঁ, শোন, সালাতের জন্য যখন দাঁড়াবে এর আগে আল্লাহর নির্দেশমত উযু করে নিবে। এরপর আযান দিবে, ইকামতও দিবে। পরে কুরআনের কিছু যদি মুখস্থ থাকে তবে তা পড়বে। তা না থাকলে আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। অতঃপর রুকু করবে এবং খুব ধীর স্থিরভাবে রুকু করবে, পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, পরে সিজদা করবে এবং তাতে ইতিদাল বা মধ্যপত্ন অবলম্বন করবে। পরে ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ যদি করতে পার তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে। এতে যদি কিছু ত্রুটি হয় তবে তোমার সালাতও ততটুকু ত্রুটিপূর্ণ হবে।

রিফাআ বলেন : “এতে যতটুকু ত্রুটি হবে সালাতও ততটুকু ত্রুটিপূর্ণ হবে”—এই কথা উপস্থিত লোকদের নিকট প্রথম কথার তুলনায় অনেকটা সহজ মনে হল। কারণ, এই ক্ষেত্রে তাঁর আগের মত পুরো সালাত ব্যতীল বলে গণ্য হবে না।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ رِفَاعَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ ۝

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা এবং আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : রিফাআ ইবনে রাফি (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

রিফাআ (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

৩০৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ : إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى لَهَا كَانَ صَلَّي، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّارٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ فِيمَا هَذَا فَعَلَّمَنِي فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا ○

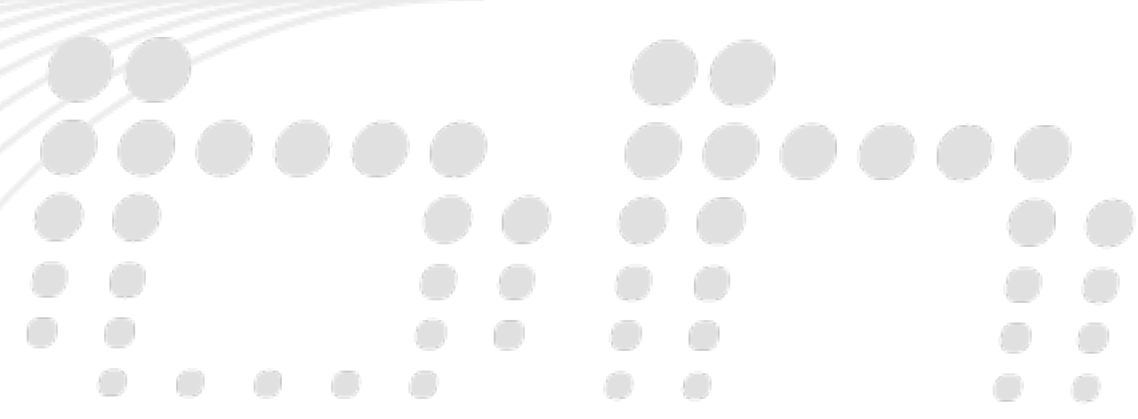
৩০৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদিন মসজিদে এসে প্রবেশ করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এল এবং সালাত আদায় করে রাসূল ﷺ-কে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ সালামের উত্তর দিলেন, বললেন : ফিরে যাও, তুমি পুনরায় সালাত আদায় কর, কারণ তুমি তো সালাত আদায় করনি। লোকটি ফিরে গেল এবং আগে যে ধরনের সালাত পড়েছিল সে ধরনের সালাত পড়ল। পরে রাসূল ﷺ-কে এসে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ সালামের উত্তর দিলেন, বললেন : ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর, কারণ তুমি তো সালাত আদায় করনি। তিনবার এমন ঘটল। শেষে লোকটি বলল : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম, আমি তো এর চেয়ে ভাল জানি না। আমাকে আপনি শিখিয়ে দিন। রাসূল ﷺ বললেন: যখন সালাতে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবীর বলবে। পরে যতটুকু তোমার জন্য সহজ হয় ততটুকু কুরআন পাঠ করবে। পরে রুকুতে যাবে এবং ধীর-স্থিরভাবে রুকু করবে। পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এর পর সিজদার বাবে এবং ধীর-স্থিরভাবে সিজদা করবে। পরে উঠে ধীর-স্থির হয়ে বসবে। তোমার সম্পূর্ণ সালাতেই এইরূপ করবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

قَالَ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ○

وَرَوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَصَحُّ ○ وَسَعِيدُ الْمُقْبَرِيِّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ○



বাংলা হাদিস

وَأَبُو سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ إِسْمُهُ كَيْسَانٌ ۝ وَسَعِيدٌ الْمُقْبَرِيُّ يُكْنَى أَبَا سَعْدٍ ۝ وَكَيْسَانٌ : عَبْدٌ كَانَ مَكَاتِبًا لِبَعْضِهِمْ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইবনে নুমায়র (র) এই হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবন উমর....সাদ্দ আল মাকবুরী....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর সনদে সাদ্দ আল-মাকবুরীর পিতা আবু সাদ্দ-এর বরাত উল্লেখ করেন নি।

ইয়াহইয়া ইবন সাদ্দ....উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (র)-এই সনদটি অধিকতর সহীহ।

সাদ্দ আল-মাকবুরী (র) সরাসরি আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস শুনেছেন। আবার অনেক সময় তাঁর পিতা আবু সাদ্দ-এর বরাতেও তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু সাদ্দ আল-মাকবুরী (র)-এর নাম হল কায়সান। আর সাদ্দ আল-মাকবুরীর উপনাম হল আবু সা'দ। কায়সান ছিলেন দাস। পরে তিনি 'মুকাতাব' বা বিনিময় চুক্তিতে স্বীয় স্বাধীনতা ক্রয় করেন।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

৩০২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْثَى قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشْرَةِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رَبِيعٍ، يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا : مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ مُحَبَّةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَاذًا - قَالَ بَلَى، قَالُوا فَأَعْرَضَ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ إَعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اِعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَقْنَعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اِعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ

هَضَّ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا مَلَائَتُهُ آخِرَ رَجُلِهِ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ ۝

৩০৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আবু কাতাদা ইবন রিব্ঈও ছিলেন যাদের মধ্যে উপস্থিত, সেই ধরনের দশজন সাহাবীর এক সমাবেশে আমি আবু হুমায়দ আস-সায়িদীকে বলতে শুনেছি : রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে আমি অধিক অবহিত। উপস্থিত সাহাবীরা বললেন : আপনি তো ইসলামে আমাদের তুলনায় প্রবীণ নন এবং রাসূল ﷺ-এর দরবারে আমাদের চেয়ে বেশি আসা-যাওয়া করেননি। আবু হুমায়দ (র) বললেন : হ্যাঁ, আমি অধিক পরিজ্ঞাত। সাহাবীরা বললেন : আচ্ছা, এই কথা উপেক্ষা করুন।

আবু হুমায়দ (রা) বললেন : রাসূল ﷺ যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত তুলতেন। পরে যখন রুকুতে যেতে চাইতেন তখন কাঁধ বরাবর তাঁর দুই হাত তুলতেন এবং “আল্লাহু আকবার” বলে রুকু করতেন। পিঠ স্থির ও সোজা করে রাখতেন, মাথা নিচে ঝুকিয়ে রাখতেন না এবং উপরে তুলেও রাখতেন না। রুকুতে দুই হাত রাখতেন দুই হাঁটুর উপর। পরে “সামিআল্লাহু লিমান হামিদা” বলে দুই হাত তুলতেন এবং এমনভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর সিজদার উদ্দেশ্যে ভূমিতে আনত হতেন এবং বলতেন, “আল্লাহু আকবার”। তাঁর দুই বাহু বগল থেকে সরিয়ে রাখতেন। পায়ের আঙ্গুলি (সামনের দিকে) ভাঁজ করে রাখতেন। পরে বাম পা ঘুরিয়ে তার উপর এমনভাবে স্থির হয়ে বসতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসত। পরে আবার সিজদার জন্য ঝুকতেন এবং “আল্লাহু আকবার” বলতেন। এরপর পা ঘুরিয়ে তার উপর এমনভাবে স্থির হয়ে বসতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর উঠে দাঁড়াতেন। পরে দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ আমল করতেন। দুই রাকআত শেষ করে যখন দাঁড়াতেন তখনও কাঁধ বরাবর দুই হাত তুলতেন সালাতের শুরুতে যেমন কাঁধ বরাবর দুই হাত তুলতেন। সব রাকআতে এভাবেই আমল করতেন। পরে তে রাকআতে সালাত শেষ হতো তাতে বাম পাটি বের করে নিতম্বের উপর বসতেন। এরপর সালাম ফিরাতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ يَعْنِي قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ই-এর অর্থ হল দুই রাকআত শেষ করে যখন তিনি উঠতেন.....।

৩০৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْخُلَوَانِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ

تَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا حَمِيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ فَلَمْ يَكُنْ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِعِنَاةٍ ۝

وَزَادَ فِيهِ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا الْحَرْفَ قَالُوا صَدَقْتَ، هَكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ۝

৩০৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার, হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী প্রমুখ রাবী (র)....আবু হুমায়দ আস সাঈদী (রা) থেকে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তবে আবু আসিম....আবদুল হামিদ ইবন জা'ফরের সনদে নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত আছে: উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন: তুমি সত্য বলেছ। রাসূল ﷺ এইরূপ সালাতই আদায় করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতের কীরাত

৩০৬- حَدَّثَنَا مُنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسَفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بِاسْقَاتٍ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى ۝

৩০৬. হান্নাদ (র)....কুত্বা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ-কে ফজরের প্রথম রাকআতে “ওয়ান্ নাখলা বাসিকাত” [কাফ ৫০ : ১০] তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ حُرَيْثٍ، وَجَابِرِ بْنِ سُرَّةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَرَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِالْوَاتِعَةِ ۝

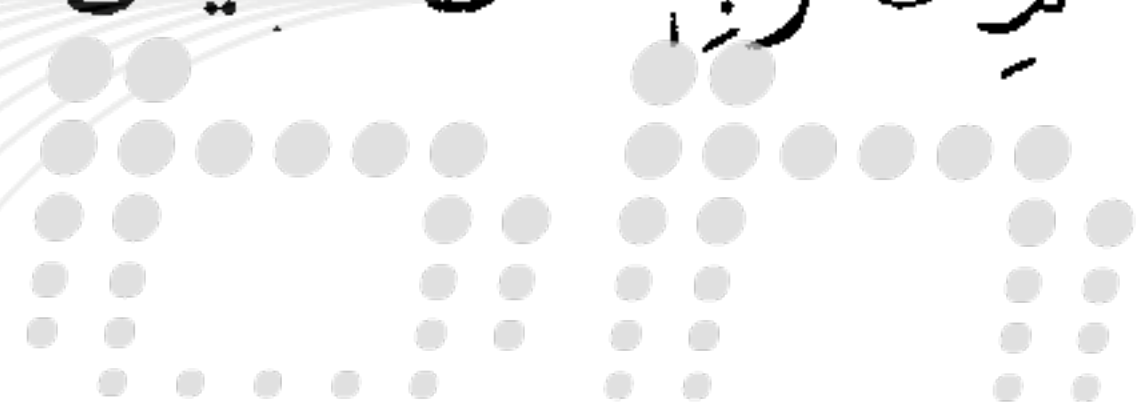
وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مِنْ سِتِّينَ آيَةً إِلَى مِائَةٍ ۝

وَرَوَى عَنْهُ: أَنَّهُ قَرَأَ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ۝

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْفَصْلِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝ وَبِهِ قَالَ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ

الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ ۝



বাংলা হাদিস

এই বিষয়ে আমর ইবন হুরায়স, জাবির ইবন সামুরা, আবদুল্লাহ ইবনু'স-সাইব, আবু বারযা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : কুতবা ইবন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ফজরের সালাতে রাসূল ﷺ সূরা আল-ওয়াকিআ পড়েছেন বলেও বর্ণিত আছে।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

তিনি إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ তিলাওয়াত করেছেন বলেও রিওয়ায়াত আছে।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবু মূসা আশআরী (রা)-কে ফজরের সালাতে তিওয়াৎ-মুফাস্সাল^১ থেকে তিলাওয়াত করতে লিখেছিলেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রা) বলেন : আলিমগণ এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক এবং শাফিঈ (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহর ও আসরের কিরাআত

৩০৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشَبَّهَهُمَا ۝

৩০৭. আহমদ ইবন মানী' (র)....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যোহর ও আসরের সালাতে ওয়াস্-সামায়ি যাতি'ল বুরুজ, ওয়াস্-সামায়ি ওয়াত্-তারিক এবং এই ধরনের সূরা তিলাওয়াত করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ خَبَّابٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ ۝ وَرَوَى عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي

الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ۝

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ يَقْرَأَ فِي الظُّهْرِ بِأَوْسَاطِ الْمَفْصَلِ ۝

১. সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজের শেষ পর্যন্ত।

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ كَنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ : يَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ ۝

وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : تَعْدِلُ صَلَاةُ الْعَصْرِ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي الْقِرَاءَةِ ۝
قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُضَاعَفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْقِرَاءَةِ أَرْبَعَ مَرَارٍ ۝

এই বিষয়ে খাব্বাব, আবু সাঈদ, আবু কাতাদা, যায়দ ইবন সাবিত ও বারা ইবন আযিব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, জাবির ইবন সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যোহরের সালাত সূরা 'তানযীল আস্-সাজ্জাদা' পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যোহরের প্রথম রাকআতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকআতে পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যোহরের সালাতে আওসাতে মুফস্সাল^১ থেকে তিলাওয়াত করতে আবু মূসা আশ্আরী (রা)-কে লিখেছিলেন।

কতক আলাম বলেছেন : আসরের কিরাআত মাগরিবের কিরাআতের মত, এতেও কিসার মুফাস্সাল^২ থেকে তিলাওয়াত করবে।

ইবরাহীম নাখ্ঈ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন : কিরাআতের ক্ষেত্রে আসর ও মাগরিব এক বরাবর।

ইবরাহীম (র) বলেন : কিরাআতের ক্ষেত্রে আসরের তুলনায় যোহরে চারগুণ বেশি পড়া উচিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের কিরাআত

৩০৮ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ

رَأْسَهُ فِي مَرَعِهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ قَالَتْ : فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ۝

৩০৮. হানাদ (র)....উম্মুল ফাদল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর শেষ রোগ-শয্যায় ছিলেন।

একদিন অসুস্থতার কারণে মাথায় পট্টি বেঁধে আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি সূরা আল-মুরসালাত তিলাওয়াত করেছিলেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত আর কোন সালাত তিনি পড়াতে পারেন নি।

১. সূরা বুরূজ থেকে লাম ইয়াকুনের শেষ পর্যন্ত।

২. সূরা লাম ইয়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত।

- قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ○
- قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
- وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ، فِي الرَّكَعَتَيْنِ كُلْتَيْهِمَا ○ وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ○
- وَرَوَى عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ ○
- وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمَفْصَلِ ○
- قَالَ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَاحْمَدُ، وَاسْحَقُ ○
- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالسُّورِ الطُّوَالِ، نَحْوَ الطُّورِ وَالْمُرْسَلَاتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ بِهَذِهِ السُّورِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ○

এই বিষয়ে জুবায়র ইবন মুত্ইম, ইবন উমর, আবু আয্যুব ও যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মুল ফাদল (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের দুই রাকআতে সূরা আল-আ'রাফ তিলাওয়াত করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাতে সূরা তুর তিলাওয়াত করেছেন।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাত 'কিসার মুফাস্সাল' থেকে তিলাওয়াত করতে আবু মুসা আশআরী (রা)-কে লিখেছিলেন।

আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাস্সাল' থেকে তিলাওয়াত করতেন।

ফকীহ আলিমগণ এই আমল করেছেন। ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাতে 'তিওয়াল মুফাস্সাল' সূরাসমূহ যেমন সূরা তুর, সূরা আল-মুরসালাত-এর মত সূরা তিলাওয়াত করা মাকরুহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।^১ ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : আমি তা মাকরুহ বলে মনে করি না; বরং এই ধরনের সূরা মাগরিবে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

১. ইমাম মালিক (র) মাগরিবের সালাতে এই ধরনের বড় সূরা তিলাওয়াত অভ্যাসে পরিণত করা মাকরুহ মনে করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ : এশার কিতাবাত

৩০৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ بِالشَّمْسِ وَضَحَا مَا وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ ○

৩০৯. আব্দাহ ইবন আব্দিল্লাহ আল-খুযাঈ আল-বাসরী (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এশার সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে 'ওয়াশ্ শামসি ওয়া দুহাহা' বা অনুরূপ সূরা তিলাওয়াত করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَنَسٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ○

وَرَوَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِسُورٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَفَصَّلِ، نَحْوِ سُورَةِ النَّازِعَاتِ وَأَشْبَاهِهَا ○

وَرَوَى عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ : أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِكَثَرٍ مِنْ هَذَا وَأَقَلِّ، فَكَانَ الْأَمْرُ عِنْدَهُمْ وَاسِعًا فِي هَذَا ○

وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ بِالشَّمْسِ وَضَحَا مَا، وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ○

এই বিষয়ে বারা ইবন আযিব এবং আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : বুরায়দা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এশার সালাতে সূরা ওয়াত-তিনি ওয়ায্-যায়তুন পাঠ করেছেন।

উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এশার সালাতে সূরা আল-মুনাফিকুন বা অনুরূপ কোন আওসাত মুফাস্সালের সূরা পাঠ করতেন।

সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এশার সালাতে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ আয়াত ও তিলাওয়াত করেছেন এবং কমও করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এই বিষয়ে তাঁরা উদার ছিলেন।

রাসূল ﷺ এশার সালাতে ওয়াশ্-শামসি ওয়া দুহাহা ও ওয়াত-তিনি ওয়ায্-যায়তুন সূরা পড়তেন বলে বর্ণিত হাদীসটিই এই বিষয়ে সবচে' উত্তম।

৩১০- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ

ابْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝

৩১০. হান্নাদ (রা)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এশার সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ওয়াত-তীনি ওয়ায-যায়তুন তিলাওয়াত করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত পাঠ

৩১১- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي

أَرَاكُمْ تَقْرُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِمَى وَاللَّهِ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ

لَأَمْلَأَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ۝

৩১১. হান্নাদ (রা)....উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একদিন রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন, তখন কিরাআতে তাঁর অসুবিধার সৃষ্টি হল। সালাত শেষে তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ কর বলে দেখছি? আমরা বললাম : কসম আল্লাহর, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন : একরূপ করবে না। তবে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহার কথা ভিন্ন। কারণ যে ব্যক্তি তা পাঠ করে না, তার সালাত হয় না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا

صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ۝ قَالَ : وَهَذَا أَصَحُّ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ - فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ - عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ ○

وَمَوْقُولُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ○

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আয়েশা, আনাস, আবু কাতাদা, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উবাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

মাহমূদ ইবন রাবী (র)....উবাদা ইবনুস সামিত (রা) সূত্রে ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ না করবে, তার সালাত হবে না। এই রিওয়াযাতিটি 'সহীহ'।

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈ ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত বিষয়ে এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

ইমাম মালিক ইবন আনাস, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্যও এ-ই। তাঁরা ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত (সূরা ফাতিহা পাঠ)-এর বিধান গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ : ইমাম যখন জোরে কিরাআত করেন তখন তাঁর পিছনে
মুকতাদীর কিরাআত না করা

٣١٢- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِنْفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَاغُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ○

৩১২. আল-আনসারী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জোরে কিরাআত করতে হয় এমন এক সালাত সমাপ্ত করে একবার রাসূল ﷺ আমাদের দিকে ফিরলেন, বললেন : তোমাদের কি কেউ আমার সঙ্গে এখন কিরাআত করেছিলে? জনৈক ব্যক্তি বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলান্নাহ! রাসূল ﷺ বললেন : আমি ভাবছিলাম, আমার সঙ্গে কুরআন নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হচ্ছে কেন?

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূল ﷺ-এর কথা শোনার পর যে সমস্ত সালাতে রাসূল ﷺ জোরে কিরাআত করতেন সে সমস্ত সালাতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কিরাআত করা থেকে সাহাবীগণ বিরত হয়ে গেলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَأَبْنُ أَكِيمَةَ اللَّيْثِيُّ إِسْمُهُ عُمَارَةُ ۝ وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ أَكِيمَةَ ۝

وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ وَذَكَرُوا هَذَا الْحَرْفَ : قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَانْتَهَى

لِلنَّاسِ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۝

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ

بِهَا بِأَمِ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَاجٍ، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيثِ : إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَأَى

الْإِمَامُ قَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ۝ وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ

أَنْ أَتَادِيَ أَنْ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ۝

وَاخْتَارَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالُوا يَتَتَبَعُ

لِتَابِ الْإِمَامِ ۝

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ۝ فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ۝ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ ۝

وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ يَقْرَءُونَ إِلَّا قَوْمًا مِنْ

لُؤْفِيِّينَ وَآرَى أَنْ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ۝



وَشَدَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالُوا : لَا تُجْزَى،
صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ ○ وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ
فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ○ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ وَغَيْرُهُمَا ○
وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، إِذَا
كَانَ وَحْدَهُ ○

وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ قَالَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَنَّ الْقُرْآنَ فَلَمْ يُصَلِّ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ○
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : أَنْ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ○ وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَأَنْ
لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ ○

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ, ইমরান ইবন হুসায়ন, জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

রাবী ইবন উকায়মা লায়সী (র)-এর নাম হল উমারা। তাঁকে আমর ইবন উকায়মা বলা হয়।

ইমাম যুহরী (র)-এর জনৈক শাগরিদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এতে নিম্নের বাক্যটিও উল্লেখ করেছেন : রাসূল ﷺ-এর এই কথা শোনার পর লোকেরা তাঁর পিছনে কিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল।

যাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআত করার মত পোষণ করেন এই হাদীসটিতে তাঁদের ক্ষতি হওয়ার মত কোন কিছু নেই। কেননা যে আবু হুরায়রা (রা) এই হাদীসটির বর্ণনাকারী, তিনিই বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি তার সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ না করে তবে তার সালাত লেজকাটা ও অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে।

হাদীসটির রাবী তখন আবু হুরায়রা (রা)-কে বললেন : আমি অনেক সময় ইমামের পিছনেও তো থাকি? তিনি বললেন : তখন তোমরা মনে মনে তা পড়ে নিবে।

আবু উসমান আন-নাহদী রিওয়ায়াত করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : “সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতিরেকে সালাত হয় না।”-এই কথার ঘোষণা দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসবেত্তাগণ ইমাম জোরে কিরাআতকালে মুকতাদী কিরাআত না করার মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : ইমামের কিরাআতের সাক্তা বা চূপ থাকার সময়ে তা করা হবে।

ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত করার বিষয়ে আলিমগণের মতেভেদ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তীযুগের আলিম ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত করার বিধান দিয়েছেন। ইমাম মালিক, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : কূফার এক সম্প্রদায় ব্যতীত আমিও ইমামের পিছনে কিরাআত করি এবং অপরাপর লোকেরাও তা করে। তবে যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত করে না, তার সালাতও জায়েয হবে বলে আমি মনে করি।

আলিমগণের এক দল ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায়ও সূরা ফাতিহা পাঠ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তারা বলেন : একা হোক বা ইমামের পিছনে হোক, কোন অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ ভিন্ন সালাত হবে না। তারা উবাদা ইবনুস-সামিত (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উবাদা ইবনুস-সামিত (রা) রাসূল ﷺ-এর ইত্তিকালের পর ইমামের পিছনে কিরাআত করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর এ হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, “সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতীত সালাত হয় না।”

ইমাম শাফিঈ, ইসহাক (র) প্রমুখও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

“যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার সালাত হয়নি।”-এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন : একা সালাত আদায়কারীর বেলায় এই কথাটি প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা)-এর রিওয়ায়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। জাবির (রা) বলেন : সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ না করলে তার সালাত হয় না। তবে ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : হযরত জাবির (রা) একজন সাহাবী। আর তিনিই সূরা ফাতিহা ভিন্ন সালাত হয় না-এই হাদীসটিকে একা সালাত আদায়কারীর বেলায় প্রযোজ্য বলে ঘোষণা দিচ্ছেন।

এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ (র) নিজে ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত করার অভিমত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন : ইমামের পিছনে থাকলেও সূরা ফাতিহা পাঠ বর্জন করবে না।

৩১৩ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ - حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ

كَيْسَانَ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَنَّ الْقُرْآنَ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ

يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ۝

৩১৩. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)....জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : কেউ যদি সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) না পড়ে, তবে তার সালাত হবে না। কিন্তু ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বললেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশের দু'আ

৩১৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ۝

৩১৪. আলী ইবন হুজর (র)....ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন আগে দরুদ পাঠ করতেন, পরে বলতেন :

“হে রব্ব! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।”

আর তিনি যখন বের হতেন তখন প্রথমে দরুদ পাঠ করতেন এবং পরে বলতেন :

“হে রব্ব! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজা খুলে দিন।”

৩১৫- قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ قَالَ كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ : رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ : رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ ۝

৩১৫. আলী ইবন হুজর (র) বলেন যে, ইসমাইল ইবন ইবরাহীম (র) বলেছেন : আমি মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবন হাসান-এর সাথে সাক্ষাত করে এই হাদীসটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তখন আমাকে রিওয়ায়াত করলেন যে, রাসূল ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন :

رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ ۝

আর যখন বের হতেন তখন বলতেন :

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ۝

তিরমিযী শরীফ

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّعِلٍ ○

وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تَدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى، إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْهُرًا ○

এই বিষয়ে আবু হুমায়দ, আবু উসায়দ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (৮) বলেন : ফাতিমা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। তবে এর সনদ মুত্তাঈন নয়।
হাসান এটির রাবী হুসায়ন (রা)-এর কন্যা ফাতিমা (র) তাঁর পিতামহী মহিয়সী ফাতিমা (রা)-কে দেখেননি। ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর ইত্তিকালের পর অল্প কয়েক মাসই জীবিত ছিলেন।

مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন
সে যেন দুই রাকআত সালাত আদায় করে

৩১৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

سَلِيمٍ الزَّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ○

৩১৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :
তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার আগেই দুই রাকআত সালাত আদায় করে নেয়।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

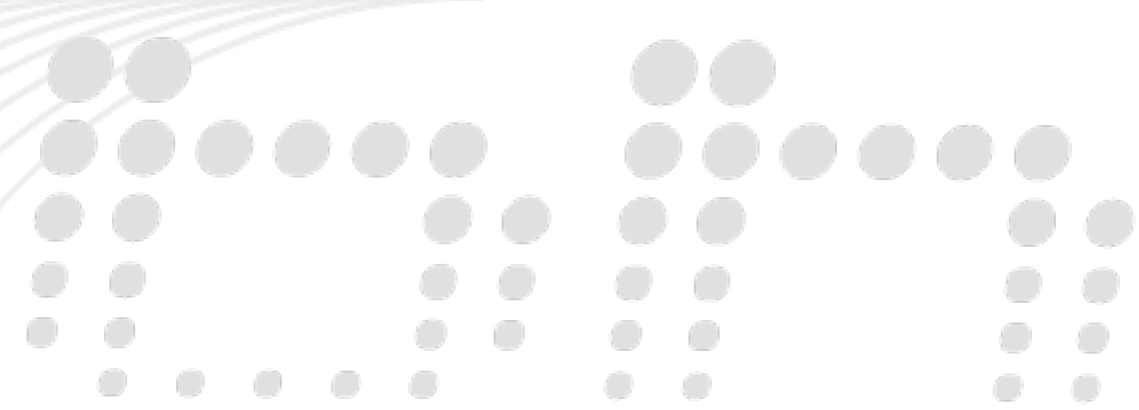
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، نَهْ

رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ○

رَزَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَا

الزَّرْقِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ○



বাংলা হাদিস

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا : إِسْتَحَبُّوا إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَذْرٌ ۝

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي مَالِحٍ خَطَأٌ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ۝

এই বিষয়ে জাবির, আবু উমামা, আবু হুরায়রা, আবু যর ও কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।
ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু কাতাদা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।
মুহাম্মাদ ইবন আজলান প্রমুখ রাবী আমির ইবন আবদিল্লাহ ইবন যুবায়র (র) সূত্রে মালিক ইবন আনাস (রা)-এর অনুরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সুহায়ল ইবন আবী সালিহ (র) এই হাদীসটি আমির ইবন আবদিল্লাহ ইবন যুবায়রআমর ইবন সুলায়মান আয-যুরাকী....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা)....নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই রিওয়াযাতটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়। আবু কাতাদা (রা)-এর রিওয়াযাতটি হল সহীহ।

এই হাদীস অনুসারে আমাদের উস্তাদ ফকীহগণ আমল করেছেন। তারা বলেন : যদি উযর না থাকে তবে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই দুই রাকআত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) বর্ণনা করেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন : সুহায়ল ইবন আবী সালিহ বর্ণিত রিওয়াযাতটি ভুল।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحِمَامُ

অনুচ্ছেদ : কবরস্থান এবং গোসলখানা ব্যতীত সারা যমীনই মসজিদ

৩১৮- حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مَحْمَدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحِمَامُ ۝

৩১৭. ইবনে আবী উমর ও আবু আম্মার আল-হুসায়ন ইবনে হুরায়স আল-মারওয়াযী (র)....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সারা যমীনই মসজিদ।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَظِيفَةَ، وَأَنْسَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، أَبِي ذَرٍّ قَالُوا : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَوَايَتَيْنِ : مِنْهُمَا مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمَا مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ۝

وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ إِضْطِرَابٌ : رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ ۝ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَكَانَ عَامَّةً رَوَايَتِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

وَكَانَ رَوَايَةَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْبَتَ وَأَصَحُّ مُرْسَلًا ۝

এই বিষয়ে আলী, আব্দুল্লাহ ইবন আমর, আবু হুরায়রা, জাবির, ইবন আব্বাস, হুযায়ফা, আনাস, আবু উমামা ও আবু যর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার ন্য সারা যমীনই মসজিদ ও তাহারাতির উপায়^১ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মদের বদে দুইভাবে বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী আবু সাঈদ (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন আর কোন কোন রাবী তা করেননি। এই হাদীসটিতে ইয়তিরাব বিদ্যমান।^২

সুফইয়ান সাওরী এই হাদীসটিকে আমর ইবন ইয়াহইয়া-তৎপিতা ইয়াহইয়া সূত্রে (মুরসাল হিসেবে) বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ ইবন সালমা এটিকে আমর ইবন ইয়াহইয়া-তৎপিতা ইয়াহইয়া-আবু সাঈদ (রা) সূত্রে (আসিলরূপে) বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র)-ও এটিকে আমর ইবন ইয়াহইয়া-তৎপিতা ইয়াহইয়া সূত্রে (মুরসালরূপে) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সাধারণত মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র) এইসূত্রে আবু সাঈদ (রা) থেকে আসিলরূপে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু বক্ষ্যমান বিষয় সংক্রান্ত হাদীসটিতে তিনি আবু সাঈদ (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই। এতে বুঝা যায়, আমর ইবন ইয়াহইয়া তৎপিতা ইয়াহইয়া সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত সুফইয়ান ওরীর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সঠিক ও বিশুদ্ধ।

^১মর্থাৎ তায়াম্মুম করার উপায়।

^২ভূমিকায় পরিভাষাসমূহ দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

৩১৮- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْكَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ ○

৩১৮. বুনদার (র)....উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসমান (রা) বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য তদ্রূপ একটি বাড়ি জান্নাতে নির্মাণ করবেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ وَأُمِّ جَبِيَّةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَعَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ○
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ لَبِيدٍ، قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَمُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُمَا غُلَامَانِ صَغِيرَانِ مَلِيَّانِ ○

এই বিষয়ে আবু বকর, উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন আমর, আনাস, ইবন আব্বাস, আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আবু যর, আমর ইবনুল আবাসা, ওয়াসিলা ইবন আসকা, আবু হুরায়রা ও জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উসমান (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী মাহমূদ ইবন লাবীদ এবং মাহমূদ ইবনুর রাবী উভয়েই রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন। তাঁরা উভয়ে ছোট দুই মাদানী বালক ছিলেন।

৩১৯- وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا : بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ○

حَدَّثَنَا بِزْلَكُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى قَيْسٍ عَنْ زِيَادِ النَّمِيرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : بِهَذَا ○

৩১৯. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরি করবে তা ছোট হোক বা বড়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করবেন।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)....আনাস (রা) থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

অনুচ্ছেদ : কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ মাকরুহ

৩২০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُعَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرَجَ ۝

৩২০. কুতায়বা (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে সমস্ত মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যে সমস্ত মানুষ কবরের উপর মসজিদ বানায় ও এতে বাতি জ্বালায়, তাদেরকে রাসূল ﷺ লানত করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَأَبُو صَالِحٍ هَذَا : هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، وَإِسْمُهُ بَازَانُ، وَيُقَالُ بَازَانُ أَيْضًا ۝

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেন : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

এই আবু সালিহ হলেন উম্মু হানী বিনত আবী তালিব (রা)-এর আদায়কৃত দাস (মাওলা)। তাঁর নাম হল বাযান, যাম-ও বলা হতো।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে নিদ্রা যাওয়া

৩২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْرُوفُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ ۝

৩২১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর যুগে মরা মসজিদে ঘুমাতাম। আর তখন আমরা ছিলাম তরুণ বয়সের।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ۝ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَتَّخِذُهُ مَبِيتًا وَ

مَقِيلًا ۝ وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের একদল মসজিদে ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছেন। তবে ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মসজিদকে শয়ন ও দিবা-নিদ্রার স্থান বানান যাবে না। আলিমগণের একদল ইবন আব্বাস (রা)-এর এই মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, হারান বস্তু তালাশ করা এবং
কবিতা পাঠ অপসন্দনীয় কাজ

৩২২-- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْإِشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ۝

৩২২. কুতায়বা (র)....আমর ইবন শুআয়ব, তাঁর পিতা (মুহাম্মাদ)....পিতামহ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ মসজিদে কবিতা পাঠ ও ক্রয়-বিক্রয় করা এবং জুমু'আর দিন সালাতের পূর্বে গোল হয়ে বসা ১ নিষিদ্ধ করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَجَابِرٍ، وَأَنْسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَعَمْرٍو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ : ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ۝ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ :

رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ، وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا : يَخْتَنِجُونَ بِحَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ ۝ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ جَنَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَفَهُ لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةٍ جَلَّةٍ

كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ جَلَّةٍ ۝

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهٍ ۝

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ ۝ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ رُخْصَةً فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ رُخْصَةً فِي إِنْشَادِ الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ ۝

১. সালাতের পূর্বে দলবদ্ধভাবে গোল হয়ে বসে থাকলে মুসল্লীদের কাতার বেঁধে বসতে অসুবিধা হয় বলে রাসূল ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে বুয়ায়দা, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

আমর ইবন শুআয়ব হলেন আমর ইবন শুআয়ব ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন আমর ইবনিল আস।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র) বলেন : ইমাম আহমদ, ইসহাক প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ আমর ইবন শুআয়ব-এর রিওয়ায়াত প্রমাণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবন আমর থেকে শুআয়ব ইবন মুহাম্মাদ হাদীস শুনেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আমর ইবন শুআয়বের রিওয়ায়াত সম্পর্কে যারা সমালোচনা করেন তাঁরা তাঁকে যঈফ বলে মত দিয়েছেন। কারণ তিনি তাঁর পিতামহের পাণ্ডুলিপি থেকে রিওয়ায়াত করতেন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন, এই হাদীসগুলি তিনি তাঁর পিতামহ থেকে শুনে নি।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে আলী ইবন আবদিল্লাহ বলেন যে, তিনি বলেছেন : আমাদের কাছে আমর ইবন শুআয়ব-এর রিওয়ায়াতসমূহ ভিত্তিহীন।

আলিম ও ফকীহগণের একদল মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরুহ বলে মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমতও এ-ই।

কতক তাবিঈ আলিম ও ফকীহ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা মসজিদে বিকি-কিনি করার অনুমতি আছে বলে মনে করেন।

রাসূল ﷺ থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে কবিতা পাঠের অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

অনুচ্ছেদ : তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ প্রসঙ্গে

৩২৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اسْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُذْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَاتَّيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ : هُوَ هَذَا، يَعْنِي مَسْجِدَهُ، وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ ۝

৩২৩. কুতায়বা (র).... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : বনু খুদরার এক ব্যক্তি এবং বনু আমর ইবন আওফ গোত্রের এক ব্যক্তির তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সম্পর্কে বিতর্ক হয়। খুদরা গোত্রের লোকটি বলল : এ হচ্ছে মসজিদে নববী। অপরজন বলল : এ হচ্ছে কুবা মসজিদ। পরে তারা উভয়ই এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কাছে গেল। তখন তিনি বললেন : এটি হল এ-ই অর্থাৎ মসজিদে নববী। এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ।^১

لِمَسْجِدِ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُورَ فِيهِ ۖ فِيهِ رَجُلٌ يُحِبُّ أَنْ يَتَطَهَّرَ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝

‘যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটিই আপনার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে। আর আল্লাহর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন’ (সূরা তওবা ৯ : ১০৮)। এই আয়াতটিতে উল্লেখিত মসজিদটি সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম বলেন, এটি হল কুবা মসজিদ। এই কুবা পল্লীতেই হিজরতের পর রাসূল ﷺ প্রথম এসে উঠেছিলেন। কেউ কেউ বলেন : এটি হল মসজিদে নববী। তবে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, উভয় মসজিদই এই আয়াতের মর্মের অন্তর্গত। কেননা উভয়টিই তাকওয়ার উপর স্থাপিত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَأَخُوهُ أَنِيسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَثْبَتَ مِنْهُ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু বাক্র বর্ণনা করেন যে, আলী ইবন আব্দিল্লাহ বলেছেন : রাবী মুহাম্মাদ ইবন আবী ইয়াহইয়া আসলামী সম্পর্কে আমি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন : তাঁর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। তাঁর ভ্রাতা উনায়স ইবন আবী ইয়াহইয়া তাঁর তুলনায় অধিক শ্রুতিধর ও আস্থাভাজন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

অনুচ্ছেদ : কুবা মসজিদে সালাত আদায়ের ফযীলত

৩২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَسِيدَ بْنَ ظَهْمِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ ۝

৩২৪. মুহাম্মাদ ইবনু'ল আলা আবু কুরায়ব ও সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র)...বনু খাত্মা-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস আবুল আব্রাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী উসায়দ ইবন যুহায়র আল-আনসারী (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কুবা মসজিদে সালাত আদায় করা উমরা আদায় করার মত।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أُسَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

وَلَا نَعْرِفُ لِأَسِيدِ بْنِ ظَهْمِيرٍ شَيْئًا يَصِحُّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبُو الْأَبْرَدِ إِسْمُهُ زِيَادٌ مَدِينِيٌّ ۝

এই বিষয়ে সাহল ইবন হুনাযফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উসায়দ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই হাদীসটি ছাড়া উসায়দ ইবন যুহায়র (রা) থেকে সহীহ সূত্রে আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। আবু উসামা... আব্দুল হামীদ ইবন জা'ফর সূত্র ব্যতীত অন্য কোনভাবেও আমরা তাঁর কোন হাদীস আছে বলে জানি না। রাবী আবুল আব্রাদ-এর নাম হল যিয়াদ আল-মাদীনী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ : কোন মসজিদটি শ্রেষ্ঠ

৩২৫- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَأَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ۝

৩২৫. আল-আনসারী ও কুতায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম কা'বা ব্যতীত অপর কোন মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করা অপেক্ষা উত্তম।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا ذَكَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ إِسْمُهُ سَلَمَانٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي ذَرٍّ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : কুতায়বা তাঁর সনদে উবায়দুল্লাহর নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি যায় ইবন রাবাহ....আবু আব্দিল্লাহ আল-আগারর....আবু হুরায়রা (রা) এই সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

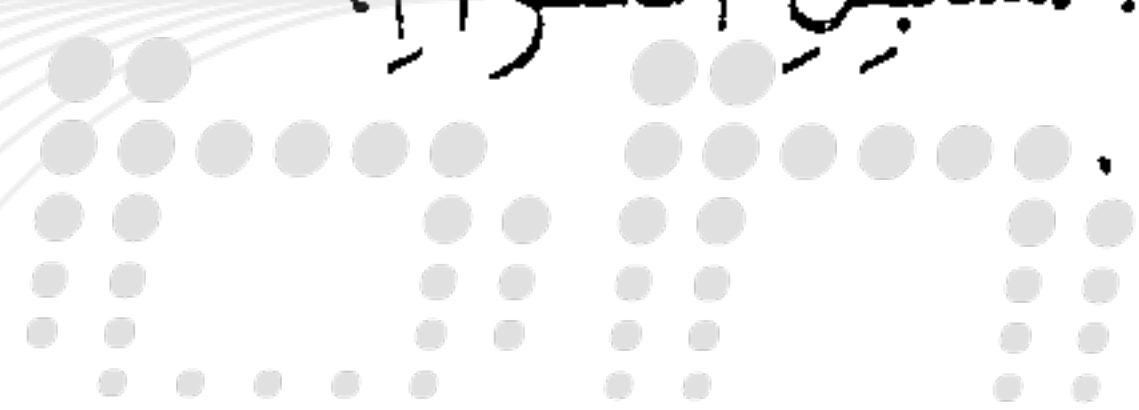
ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। আবু আব্দিল্লাহ আল-আগারর-এর নাম হু সালমান।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আলী, মায়মূনা, আবু সাঈদ, জুবার ইবনে মুত'ইম, ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবনু য-যুবার ও আ যর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩২৬- حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي

عُبَيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ، مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ۝



বাংলা হাদিস

৩২৬. ইবন আবী উমর (র)....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা এই তিন মসজিদ ব্যতীত আর কোন স্থানের উদ্দেশ্যে তোমরা সফর করবে না ।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে হেঁটে আসা

৩২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ أَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا ○

৩২৭. মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল মালিক ইবন আবিশ-শাওয়ারিব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : সালাতের ইকামত হলে তোমরা (তাড়াছড়া করে) দৌড়াতে দৌড়াতে আসবে না, বরং সেদিকে হেঁটে আসবে । তোমাদের ধীরস্থির হওয়া উচিত । জামাআতের সাথে সালাতের যতটুকু পাবে, আদায় করে নিবে । আর যতটুকু ফওত হয়ে গেল তা (সালামের পর) পূরণ করে নিবে ।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ، وَأَنْسٍ ○
قَالَ أَبُو عِيسَى : اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَمْرِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ : فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى حَتَّى ذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّهُ كَانَ يَهْرُولُ إِلَى الصَّلَاةِ ○
وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِسْرَاعَ وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تَوَدَّةٍ وَوَقَارٍ ○ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ، وَقَالَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ إِسْحَقُ : إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْرَعَ فِي الْمَشْيِ ○

এই বিষয়ে আবু কাতাদা, উবাই ইবন কা'ব, আবু সাঈদ, যায়দ ইবন সাবিত, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ।

১. এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত বাকী সমস্ত মসজিদে সালাত আদায়ের ফযীলত একই, সুতরাং এই তিনটি ছাড়া সালাতের ফযীলত হাসিলের জন্য অপরাপর মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করায় কোন ফায়দা নেই ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মসজিদে হেঁটে আসার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : তাকবীরে উলা ফওত হওয়ার আশংকা হলে দ্রুত পায়ে এসে সালাত ধরবে। এমনকি কোন কোন আলিম বলেন : এই অবস্থায় দৌড়ে এসেও সালাতে শরীক হবে।

তবে কোন কোন আলিম সালাতে দৌড়ে আসা পসন্দনীয় বলে মত দেন নি। তাঁরা বলেন : ধীর-স্থির ও সম্মুখের সাথে মসজিদে হেঁটে আসবে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস অনুসারে আমল করা হবে।

ইমাম ইসহাক (র) অবশ্য বলেন : তাকবীরে উলা ফওত হওয়ার আশংকা হলে দ্রুত হাঁটায় কোন দোষ নেই।

২২৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ ○

৩২৮. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)....সাদ্দ ইবনুল মুসায়াব-এর বরাতে আবু হুরায়রা (রা) থেকে আবু সালামা....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রের অনুরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

مَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○
وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ○

আবদুর রাযযাক (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইয়াযীদ ইবন যুরাই' বর্ণিত রিওয়াযাতটির (৩২৬ নং) তুলনায় এই রিওয়াযাতটি অধিক সাহীহ।

২২৯- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ○

৩২৯. ইবন আবী উমর (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ السَّلَاةِ مِنَ الْغَضَلِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে বসে থাকা এবং সালাতের অপেক্ষা করার ফযীলত

২৩০- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّالِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيُ عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ○ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضَرَمَوْتَ وَمَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : فَسَاءَ أَوْ ضَرَّاءُ ○

৩৩০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ সালাতেই রত আছ বলে গণ্য হবে। কেউ মসজিদে

বসে থাকলে হাদাস (উযু নষ্ট) না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতারা দু'আ করতে থাকেন : হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ ! তাকে রহম করুন।

হাযরামাওতের অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি তখন বলল : হে আবু হুরায়রা, হাদাস কি ? তিনি বললেন : আস্তে বা সশব্দে বায়ু নির্গমন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

এই বিষয়ে আলী, আবু সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করা

৩৩১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

৩৩১. কুতায়বা (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ খুমরা বা চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ جَرِيَّةٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَلِيمٍ، وَعَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ وَأُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَالْخُمْرَةُ هُوَ حَصِيرٌ قَصِيرٌ

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, ইবন উমর, উম্মু সুলায়ম, আয়েশা, মায়মূনা, উম্মু কুলসুম বিন্ত আবী সালামা ইবন আব্দিল আসাদ ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে উম্মু কুলসুম (র) রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি কোন হাদীস শোনেন নি।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের অনেকেই এই হাদীস অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : রাসূল ﷺ চাটাই-এর উপর সালাত পড়েছেন বলে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : 'খুমরা' অর্থ হল ছোট চাটাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

অনুচ্ছেদ : হাসীর বা বড় চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করা

৩৩২- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ ۝

৩৩২. নাসর ইবন আলী (র)....আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হাসীর বা বড় চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَالْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝ إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَى

الْأَرْضِ اسْتِحْبَابًا ۝

وَأَبُو سَفْيَانَ إِسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ۝

এই বিষয়ে আনাস এবং মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে এক দল আলিম যমীনের উপর সালাত আদায় করা মুমতাহার বলে মত পোষণ করেন।

রাবী আবু সুফইয়ান (র)-এর নাম হল তালহা ইবন নাফি'।

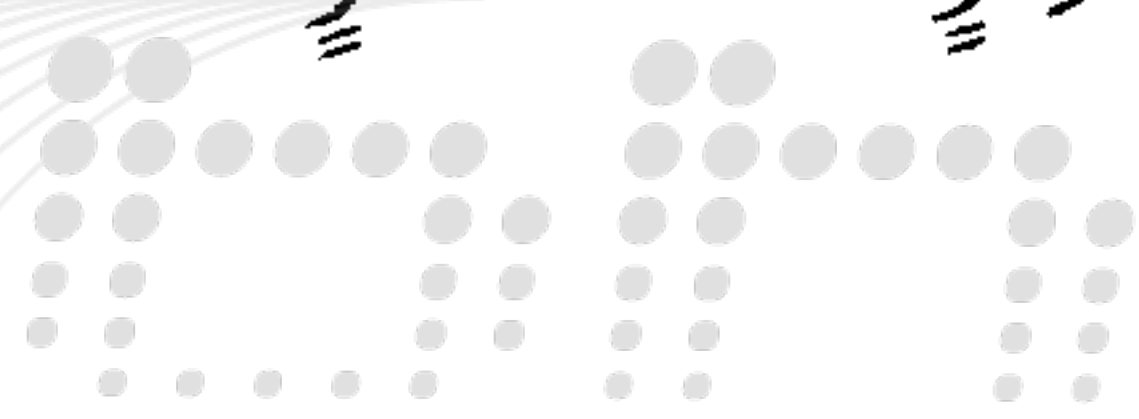
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبُسْطِ

অনুচ্ছেদ : বিছানার উপর সালাত আদায় করা

৩৩৩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّىٰ إِنْ كَانَ يَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عَمِيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّفِيرُ؟

قَالَ : وَنُضَجَ بِسَاطٍ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ۝



বাংলা হাদিস

৩৩৩. হান্নাদ (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদের সঙ্গে খুবই মিশতেন। এমনকি আমার এক ছোট্ট ভাইকে তিনি (কৌতুক করে) বলতেন : হে আবু উমায়র ! তোমার নুগায়র পাখির কি হল ?^১

আনাস (রা) আরও বলেন : একদিন আমাদের একটি বিছানা তাঁর জন্য পেতে দেয়া হল। তখন তিনি এর উপর সলাত আদায় করেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : لَمْ يَرَوْا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَسَاطِ وَالطَّنْغَسَةِ بَأْسًا ○ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَقُ ○

وَإِسْرَءِيلُ بْنُ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী এবং তৎপরবর্তী ফকীহ ও আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বিছানা ও ডোরাকাটা চাদরে সলাত আদায়ে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রাবী আবুত-তায়্যাহ-এর নাম হল ইয়াযীদ ইবন হুমায়দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَيْطَانِ

অনুচ্ছেদ : বাগানে সলাত আদায় করা

৩৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْحَيْطَانِ ○

৩৩৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ উদ্যানের ভিতর (নফল) সলাত আদায় করতে পসন্দ করতেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَعْنِي الْبَسَاتِينَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ○

وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ ○

১. হযরত আনাস (রা)-এর ভাই আবু উমায়র একটি পাখি পুষতেন। সেটি মারা গেলে রাসূল ﷺ তাকে ছড়া কেটে বলতেন :

يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا قَتَلَ النَّفِيرَ

وَأَبُو الزَّبِيرِ إِسْمُهُ مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ تَدْرُسَ ۝ وَأَبُو الطُّفَيْلِ إِسْمُهُ عَامِرُ بْنُ وَائِلَةَ ۝

আবু দাউদ (র) বলেন : হাদীসোক্ত শব্দ الحيطان অর্থ বাগান।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মু'আয (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। হাসান ইবন আবী জা'ফর ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইয়াহইয়া ইবন সাদ (র) প্রমুখ হাদীস বিশারদ হাসান ইবন আবী জা'ফর (র)-কে যঈফ বলে চিহ্নিত করেছেন।

রাবী আবুয-যুবায়র-এর নাম হল মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন তাদরুস। আর আবুত-তুফায়লের নাম হল আমির ইবন ওয়াসিলা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سِتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ

অনুচ্ছেদ : মুসল্লীর সুতরা গ্রহণ

২২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ۝

৩৩৫. কুতায়বা ও হান্নাদ (র)....তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : উঠে পিঠের কাষ্ঠাসনের অনুরূপ কিছু যদি মুসল্লীর সামনে থাকে, তবে এর বাইর দিয়ে কারো যাতায়াতে পরওয়া করা কিছু নেই।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيِّ،

أَبِي جُحَيْفَةَ وَعَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝ وَقَالُوا : سِتْرَةُ الْإِمَامِ سِتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ۝

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, সাহল ইবন আবী হাসম, ইবন উমর, সাবরা ইবন মা'বাদ আল-জুহানী, আবু জুহায়র ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : তালহা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেন। তারা বলেন : ইমামের সুতরা মুক্তাদীর সুতরা বলেও

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ

অনুচ্ছেদ : মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা নিন্দনীয়

২২৬. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جَهْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا
عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ۝ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ۝

৩৩৬. ইসহাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)....বুসর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে আবু জুহায়ম (রা) কি জেনেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর কাছে যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) জনৈক ব্যক্তিকে পাঠান। আবু জুহায়ম (রা) বললেন : মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত যে, এতে কি শাস্তি নিহিত, তাহলে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করার চেয়ে 'চল্লিশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য ভাল (মনে) হতো।

রাবী আবু নু-নাযর বলেন : তিনি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলোছেন তা আমি জানি না।

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ۝

قال أبو عيسى: وَحَدَّثَنَا أَبِي جَهْمٌ حَدَّثَنَا عَنْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جَهْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ أَبُو جَهْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا
عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ۝ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرَهُوا الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ
مَلَائَةَ الرَّجُلِ ۝

وَإِسْمُ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ۝

এই বিষয়ে আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা, ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু জুহায়ম (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

তিরমিযী শরীফ

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : সালাতরত কোন ভাইয়ের সামনে দিয়ে যাতায়াত করা পক্ষা একশ বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও তা উত্তম।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা নিন্দনীয় বলে তাঁরা উমত দিয়েছেন। তবে এই কারণে সালাতরত ব্যক্তির সালাত নষ্ট হবে না বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ : কোন বিষয়ই মুসল্লীর সালাত বিনষ্ট করতে পারে না।

৩৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ :

الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَى أَذِّ فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بَيْنِي، قَالَ : فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَ تَقْطَعُ صَلَاتَهُمْ ۝

৩৩৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দিল মালিক ইবন আবিশ্ শাওয়ারিব (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একদিন ফযলের পিছনে একটি মাদী গর্দভের উপর আরোহণ করে (মিনায়) আসলাম। রাসূল ﷺ তখন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মিনায় সালাত আদায় করছিলেন। আমরা গর্দভটি থেকে নামলাম এবং পাতের কাতারে शामिल হয়ে গেলাম। গর্দভটি মুসল্লীদের সামনে দিয়ে চলে গেল কিন্তু এতে তাদের কারো সালাত নষ্ট হয়নি।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ : قَالُوا

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ۝ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ ۝

এই বিষয়ে আয়েশা, ফযল ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন : কোন জিনিসই সালাত বিনষ্ট করতে পারে না। ইমাম সুফইয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অর্থাৎ অন্য কারো কোন কাজের কারণে সালাতরত ব্যক্তির সালাত বিনষ্ট হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ : কুকুর, গাধা ও মহিলা ছাড়া আর কেউ সালাত বিনষ্ট করতে পারে না।

৩৩৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زِدَانَ عَنْ حُمَيْدِ

بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأْخِرَةُ الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةُ الرَّحْلِ : قَطَعَ صَلَاتُهُ الْكَلْبُ إِلَّا سَوْدَ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ○
فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْبَيْضِ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي! سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : الْكَلْبُ إِلَّا سَوْدَ شَيْطَانٌ ○

৩৩৮. আহমদ ইবন মানী (র)...আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাত আদায়ের সময় যদি মুসল্লীর সামনে উটের পিঠের কাষ্ঠাসনের মত কিছু না থাকে তবে কাল কুকুর, স্ত্রীলোক এবং গর্দভ সালাত বিনষ্ট করে দিবে।

আবদুল্লাহ ইবন সামিত (র) বলেন : আমি আবু যর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : লাল বা সাদা কুকুর বাদ দিয়ে কাল কুকুরের কথা উল্লেখ করার বিষয় কি? তিনি বললেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যেমন আমাকে প্রশ্ন করছ, আমিও তেমনি রাসূল ﷺ-কে এ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন : কাল কুকুর হল শয়তান।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ ○

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ، قَالُوا : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكََلْبُ إِلَّا سَوْدَ ○ قَالَ

أَحْمَدُ : الَّذِي لَا أَشْكُ فِيهِ : أَنَّ الْكَلْبَ إِلَّا سَوْدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ ○

قَالَ إِسْحَقُ : لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ إِلَّا سَوْدَ ○

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, হাকাম ইবন আমর আল-গিফারী, আবু হুরায়রা এবং আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু যর (র) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমদের কেউ কেউ এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : গাধা, স্ত্রীলোক ও কাল কুকুর সালাত বিনষ্ট করে দেয়। ইমাম আহমদ (র) বলেন : কাল কুকুর সালাত বিনষ্ট করে, এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তবে গর্দভ ও স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আমার প্রশ্ন রয়েছে।

ইমাম ইসহাক (র) বলেন : কাল কুকুর ছাড়া আর কিছুই সালাত বিনষ্ট করে না।

১. অর্থাৎ সামনে দিয়ে এগুলো যাতায়াত করলে সালাতের মনোযোগ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ : এক কাপড়ে সালাত আদায় করা

৩৩৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ :

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتٍ أَوْ سَلَمَةٍ مُشْتَمِلًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ○

৩৩৭. কুতায়বা (র).... উমর ইবন আবী সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে এক কাপড়ে উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَأَنَسٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَبِي أَسِيدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَكَيْسَانَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمَّ هَانِيٍّ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَطَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ○
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ ○

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, জাবির, সালামা ইবনুল আকওয়া, আনাস, আমর ইবন আবী আসীদ, উবাদা ইবনুস সামিত, আবু সাঈদ, কায়সান, ইবন আব্বাস, আয়েশা, উম্মু হানী, আম্মার ইবন ইয়াসির এবং তাল্ক ইবন আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উমর ইবন আবী সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী, তৎপরবর্তী তাবিঈ ও আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন : এক কাপড়ে সালাত আদায় করায় কোন দোষ নেই।

আলিমদের কেউ কেউ বলেন : মুসল্লীকে দুই কাপড়ে সালাত আদায় করতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ : কিবলার গুরু

৩৩০- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِنَةً أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ

أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ: فَاَنْحَرُوا وَهُمْ رُكُوعٌ ۝

৩৪০. হান্নাদ (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর মদীনা আগমনের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে তিনি ঘোষণা করলেন যে সতের মাস সালাত আদায় করেন। কিন্তু কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করার প্রতিই ছিল তাঁর আকর্ষণ। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ

“আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকান আমি অবশ্য লক্ষ্য করি; সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারাম (কা'বা)-এর দিকে মুখ ফিরাও।”

[সূরা বাক্বরা ২ : ১৪৪]

অনন্তর তিনি বায়তুল্লাহর (কা'বার) দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। আর সেটিই তিনি ভালবাসতেন।

জনৈক সাহাবী রাসূল ﷺ-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করে একদল আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আসরের সালাতে রুকু করছিলেন। ঐ সাহাবী সাক্ষ্যদান করে বললেন যে, তিনি এইমাত্র রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করে এসেছেন। রাসূল ﷺ-কে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কথা শুনে রুকু অবস্থায়ই তারা কা'বার দিকে ফিরে গেলেন।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ، وَعَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ، وَأَنَسٍ ۝

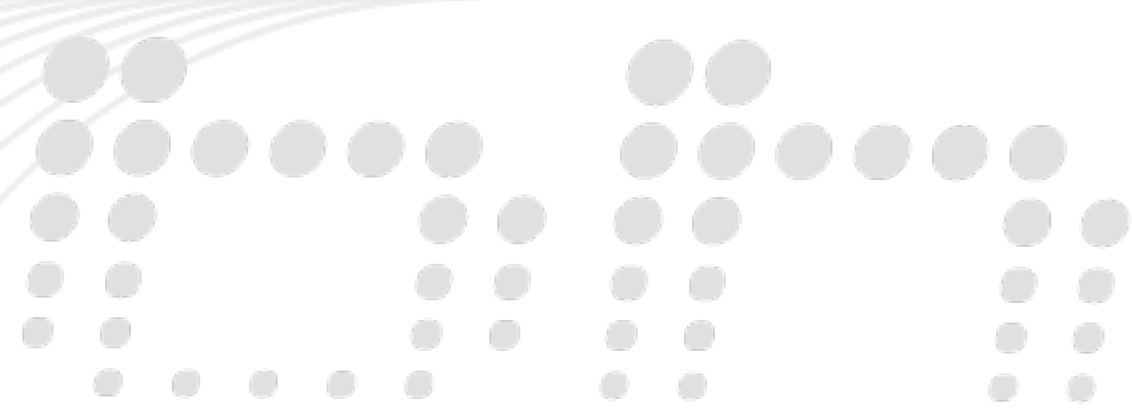
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর, ইবন আব্বাস, উমারা ইবন আওস, আমর ইবন আওফ আল-মুযানী ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেন : বারা বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। সুফইয়ান সাওরী ও আবু ইসহাক (র) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৪১- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا رُكُوعًا

فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ۝



বাংলা হাদিস

৩৪১. হান্নাদ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : তারা তখন ফজরের সালাতে রুকু'রত ছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

অনুচ্ছেদ : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্লা

৩৪২. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ○

৩৪২. মুহাম্মদ ইবন আবী মা'শার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্লা।^১

৩৪৩. - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ : مِثْلَهُ ○

৩৪৩. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)....মুহাম্মাদ ইবন আবী মা'শার (র) সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ○

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ، وَإِسْنَدُهُ نَجِيحٌ مُؤَلَّى بَنِي هَاشِمٍ ○

قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا أَرَوِي عَنْهُ شَيْئًا، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ ○ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْمَعْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ

أَبِي مَعْشَرٍ وَأَمَحُّ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

হাদীস বিশারদগণের কেউ কেউ রাবী আবু মা'শারের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। তাঁর নাম হল নাজীহ। তিনি বনু হাশিমের মাওলা বা আযাদকৃত দাস ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : তাঁর বরাতে আমি কোন কিছু বর্ণনা করি না। তবে অন্যান্য লোকেরা তাঁর থেকে হাদীস রিওয়াযাত করেছেন। তিনি আরও বলেন : আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর আল-মাখরামী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি আবু মা'শার-এর হাদীসের তুলনায় (সনদের দিক থেকে) অধিক শক্তিশালী ও সহীহ।

১. যে সমস্ত অঞ্চল মক্কার উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত, এ কথাটি সে সব অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মদীনা মক্কার উত্তরে, সেদিকে খেয়াল করেই রাসূল ﷺ এই কথা বলেছিলেন।

২২২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنَا الْمَعْلَى بْنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ○

৩৪৪. হাসান ইবন আবী বাকর আল-মারওয়াযী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্লা।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَأَنَّمَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ○

وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ○

وَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ ○

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ : هَذَا لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ○ وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ التِّيَّاسَ لِأَهْلِ مَرَوْ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা)-এর বংশের সন্তান বলে আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরকে আল-মাখরামী বলা হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবন আবী তালিব, ইবন আব্বাস (রা) সহ একাধিক সাহাবী থেকে এই কথা বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্লা।

ইবন উমর (রা) বলেন : কিবলামুখী হওয়ার সময় পশ্চিম যদি আপনার ডানপাশে আর পূর্ব যদি আপনার বাম পাশে হয়, তবে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে হল আপনার কিব্লা।

ইবন মুবারক (র) বলেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্লা। আর একথা আহলে মাশরিক অর্থাৎ ইরাকবাসীদের বেলায় প্রযোজ্য। মারভবাসীদের বেলায় কিছুটা বামদিকে ঘুরে কিব্লা নির্ধারণ করতে তিনি মত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْرِ

অনুচ্ছেদ : মেঘের কারণে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা

২২৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدِ السَّيَّانِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ

أَيُّ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حَيَالِهِ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ : فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّرْ وَجْهَ اللَّهِ ○

৩৪৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....আমির ইবন রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : এক আঁধার রাতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। কিব্লা কোনদিকে তা আমাদের জানা ছিল না। তাই আমরা যে যেদিকে পারলাম সালাত আদায় করে নিলাম। সকালে রাসূল ﷺ-কে এই কথা জানালে তখন নাফিল হয় :

فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّرْ وَجْهَ اللَّهِ ○

“যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহর দিক।” [সূরা বাকারা, ২ : ১১৫]

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّيِّانِ ○
وَأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّيِّانُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ○
وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا ○ قَالُوا إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْرِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثَمَّرَ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ ○ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَآحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয়। আশআস আস্-সাম্মান ব্যতীত আর কারও সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। আশআস ইবন সাঈদ আবুর-রাবী' আস্-সাম্মান হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।

অধিকাংশ আলাম এই মত গ্রহণ করেছেন। মেঘের কারণে কেউ যদি অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করার পর জানতে পারে যে, সে কিব্লা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে, তবে তার সালাত হয়ে যাবে। ইমাম সুফইয়ান সাওরী [আবু হানীফা], ইবন মুবাবক, আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ

অনুচ্ছেদ : কোথায় কোথায় এবং কিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা নিষেধ

٣٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُقَرِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَرْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحِمَامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الْأَبْلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ ○

৩৪৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ সাত জায়গায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন : ময়লা ফেলার স্থানে, যবেহ করার স্থানে, কবরগাহে, চলাচলের পথে, হাম্মামখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদে।

৩২৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا سُؤدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ○

৩৪৭. আলী ইবন হুজর (র)...ইবন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ ○

وَأَبُو مَرْثَدٍ : إِسْمُهُ كَنَّاؤُ بْنُ حُصَيْنٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبْرِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَزَيْدُ بْنُ جَبْرِ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ ○ وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مِثْلَهُ ○

وَحَدِيثُ دَاوُدَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهُ وَأَمَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ○ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعْفُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ○

এই বিষয়ে আবু মারসাদ, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সাহাবী আবু মারসাদ (রা)-এর নাম হল কান্নায ইবনুল হুসায়ন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

রাবী যায়দ ইবন জাবীরের স্মরণশক্তির সমালোচনা হয়েছে।

লায়স ইবন সা'দ (র) ও আব্দুল্লাহ ইবন উমর আল-উমারী (রা)...নাফি...ইবন উমর (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যায়দ ইবন জাবীরের সূত্রে বর্ণিত ইবন উমর (রা)-এর হাদীসটি লায়স ইবন সা'দের সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাত অপেক্ষা অধিক সহীহ। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান সহ কতক হাদীস বিশারদ আব্দুল্লাহ ইবন উমর আল-উমারীকে স্মরণশক্তির দিক দিয়ে দুর্বল বলে অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ : উট ও ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করা

৩২৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تَصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ○

৩৪৮. আবু কুরায়ব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করতে পার, তবে উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করবে না।

৩৪৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي

مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ ○

৩৪৯. আবু কুরায়ব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَفْعَلٍ

وَأَبِي عَمْرٍو وَأَنَسٍ ○

فَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ○

وَحَدِيثُ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ○ وَرَوَاهُ

عِزُّ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعَهُ ○

وَإِسْرُءُ أَبِي حَصِينٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ ○

এই বিষয়ে জাবির ইবন সামুরা, বারা, সাবরা ইবন মা'বাদ আল-জুহানী, আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল, ইবন উমর ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ :

আমার উস্তাদগণ এই হাদীস অনুসারেই আমল করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবু হাসীন....আবু সালিহ....আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। ইসরাঈল এই হাদীসটি উক্ত সূত্রে মাওকুফ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি এটিকে মারফু হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি।

আবু হাসীনের নাম হল উসমান ইবন আসিম আল-আসাদী।

৩৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضَّبْعِيِّ عَنْ أَنَسٍ

ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ○

৩৫০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ছাগল রাখার স্থানে সালাত আদায় করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
وَأَبُو التَّيَّاحِ الضَّبْعِيُّ إِسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْلٍ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবুত-তায়্যাহের নাম হল ইয়াযীদ ইবন হুমায়দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّائِبَةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

অনুচ্ছেদ : সওয়ারীর উপরে যেকোনো দিকের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা

৩৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ أَدَا قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : يَعْشَى النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ○ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ ○

৩৫১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখি তিনি তাঁর সওয়ারীর উপর পূর্বদিকে ফিরে সালাত আদায় করছেন। তিনি সিঁড়ির সময় রুকু অপেক্ষা বেশি ঝুঁকছিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ إختِلَافًا ○ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَهَا ○

এই বিষয়ে আনাস, ইবন উমর, আবু সাঈদ ও আমির ইবন রাবীআ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। এটি একাধিক সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

সাধারণভাবে আলিম ও ফকীহগণ এই হাদীস অনুসারেই আমল করেছেন। এই বিষয়ে তাঁদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। সওয়ারীর উপর নফল সালাত কিবলা বা অন্য কোনদিকে ফিরে আদায় করায় কোন ক্রটি আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

৬৮

তিরমিযী শরীফ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّحْلَةِ

অনুচ্ছেদ : সওয়ারী সামনে রেখে সালাত আদায় করা

৩৫২ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ أَوْ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ○

৩৫২. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ তাঁর উটটিকে বা সওয়ারীটিকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেছেন। আর তিনি সওয়ারী যেদিকে ফিরছে সেদিকে ফিরে তার উপরেও সালাত আদায় করেছেন।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

○ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলাম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উট (বা এই জাতীয় কিছু)-কে সুতরা হিসাবে সামনে রেখে সালাত আদায় করায় কোন অসুবিধা আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعِشَاءِ ○

অনুচ্ছেদ : যদি রাতের খানা হাযির হয়ে পড়ে আর এদিকে সালাতের ইকামাত হয়ে যায়, তবে আগে খানা খেয়ে নিবে

৩৫৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا

حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعِشَاءِ ○

৩৫৩. কুতায়বা (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন : রাতের খানা যদি হাযির হয় পড়ে আর এদিকে সালাতের ইকামাত হয়ে যায়, তবে আগে খানা খেয়ে নিবে।

○ قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأُمِّ سَلَمَةَ ○

○ قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

○ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ○ وَبِهِ

قَوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَقُولَانِ يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْتُ

لِجَارُودٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ إِذَا كَانَ طَعَامًا يُخَافُ فُسَادَهُ ○

وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَشْبَهُهُ بِالْإِتِّبَاعِ ○ وَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ مَشْغُولٌ بِسَبَبٍ شَيْءٍ ○

وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ ○

এই বিষয়ে আয়েশা, ইবন উমর, সালামা ইবনুল আক্ওয়া এবং উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু বাকর, উমর ও ইবন উমর (রা) সহ সাহাবীগণের কেউ কেউ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন : জামাআত ফওত হওয়ার আশংকা নাও আগে আহর করে নিবে। জারুদ (র) বলেন : আমি ওয়াকী (র)-কে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি যে, না বিনষ্ট হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিলে আগে আহর করবে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর কতিপয় আলিম এই বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার অনুসরণ করাই যতর। তাঁদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, অন্য কোন বিষয়ে মন মশগুল রেখে কেউ যেন সালাতে না দাঁড়ায়।

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : মনে কোন চিন্তা বা ব্যস্ততা রেখে আমরা সালাতে দাঁড়াই না।

৩৫২- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْتَغِ

بِالْعِشَاءِ قَالَ: وَتَعَشَى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ○

قَالَ: حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ○

৩৫৪. ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যদি রাতের খানা সামনে দিয়ে ওয়া হয় আর এদিকে সালাত দাঁড়িয়ে যায়, তবে আগে আহর করে নিবে।

হান্নাদ (র)...নাফি (র) থেকে বর্ণনা করেন যে (একদিন এমন হয়েছিল যে,) ইবন উমর (রা) আহর করছিলেন আর তখন তিনি ইমামের কীরাত শুনছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّعَاسِ

অনুচ্ছেদ : তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করা

৩৫৫- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَیُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنِ

النَّوْمِ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّه يَذْهَبُ يَسْتَفْغِرُ فَيَسْبُ نَفْسُهُ ○

৩৫৫. হারুন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের সময় তন্দ্রা এলে^১ ঘুমিয়ে নিবে যাতে নিদ্রার প্রকোপ দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করতে থাকলে এমন হতে পারে যে, মাগফিরাত চাইতে গিয়ে নিজেকে মালামত করে বসবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

এই বিষয়ে আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ زَارِقَوْمًا لَا يُصَلِّي بِهِمْ

অনুচ্ছেদ : কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তাদের সালাতে যেন ইমামতি না করে

৩৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَهَنَادٌ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَسْرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحَوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّائِنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ : تَقْدِّمْ، فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمَ بَعْضُكُمْ حَتَّى أَحْدِثْكُمْ لِمَا لَا اتَّقَدِّمُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤْمِرُ وَلِيُؤْمِرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ○

৩৫৬. মাহমুদ ইবন গায়লান ও হান্নাদ (র)....বনু উকায়লের জনৈক ব্যক্তি আবু আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (রা) আমাদের মসজিদে আলাপ-আলোচনা করতে আসতেন। একদিন তাঁর উপস্থিতিতে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আমরা তাঁকে সামনে গিয়ে ইমামতি করতে অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। আমি কেন ইমামতি করছি না তা তোমাদের বলছি : রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, তবে সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং ঐ সম্প্রদায়ের কেউ যেন ইমামতি করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا : صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ ○ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا أَدِنَ لَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ

১. রাতের নফলের ক্ষেত্রে।

وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَشَدَّ فِي أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ
 أَذِنَ لَصَاحِبِ الْمَنْزِلِ ۝ قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي بِهَرٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُولُ:
 لِيُصَلِّ بِهَرٍ رَجُلٌ مِنْهُمْ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী এবং অপরাপর আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন : সাক্ষাতকারী
 অপেক্ষা বাড়ির কর্তা ইমামতির অধিক হকদার। কতক আলিম বলেন : বাড়ির কর্তা যদি অনুমতি দেন তবে ইমামতি
 করায় কোন দোষ নেই।

ইমাম ইসহাক (র) মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (রা) বর্ণিত হাদীসটির উপর কঠোরভাবে আমল করেন। তিনি
 বলেন : বাড়ির কর্তা যদি অনুমতিও দেন, তবুও কেউ এ ক্ষেত্রে ইমামতি করবে না। এমনিভাবে বাইরের কেউ যদি
 কোন সম্প্রদায়ে বা মহল্লার মসজিদে আসে, তবে সে মসজিদের সালাতে ইমামতি করবে না, বরং ঐ সম্প্রদায়েরই
 একজন ইমামতি করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِاللُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : কেবলমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা ইমামের জন্য মাকরুহ

৩৫৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
 شَرِيحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمَصِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ أَنْ يَنْظُرَ
 فِي جُوفِ بَيْتِ أَمْرٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُؤْأَقَوْمًا فَيَخْصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ
 فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقْرَأُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ ۝

৩৫৭. আলী ইবনে হুজর (র)....সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : অনুমতি
 ব্যতীত কারো ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। কেউ যদি কারো ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করে, তবে তো সে
 তাতে প্রবেশই করে ফেলল। কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে দু'আর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য
 দু'আ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খিয়ানত করা হবে। পেশাব-পায়খানার বেগরুদ্ধ করা অবস্থায় কেউ
 সালাতে দাঁড়াবে না।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السَّفَرِ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي
 أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ
 حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ فِي هَذَا أَجُودُ إِسْنَادًا وَأَشْهُرُ ۝

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

এই হাদীসটি মুআবিয়া ইবন সালিহ....সাহুর ইবন নুসায়র....ইয়াযীদ ইবন গুরায়হ....আবু উমামা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইবন গুরায়হ....আবু হাই আল-মুআযযিন....সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে অধিক উত্তম ও প্রসিদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ أَنَّ قَوْمًا وَهَرُ لَهُ كَارِهُونَ

অনুচ্ছেদ : মুসল্লীদের অসন্তুষ্টিতে যদি কেউ ইমামতি করে

৩৫৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ
 الْأَسَدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 ثَلَاثَةً : رَجُلٌ أَقْوَمًا وَهَرُ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ زَوْجَهَا عَلَيْهَا سَاخِطًا، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
 ثُمَّ لَمْ يُجِبْ ۝

৩৫৮. আব্দুল আ'লা ইবন ওয়াসিল ইবন আবদুল আলা আল-কূফী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ তিন ব্যক্তিকে লানত করেছেন : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করছে অথচ তারা তার উপর সন্তুষ্ট নয়, যে মহিলা এমনভাবে তার রাত অতিবাহিত করে যে, স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট নয় এবং যে ব্যক্তি "হী" উপর সন্তুষ্ট হয় না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَطَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي أَمَامَةَ ۝
 قَالَ أَبُو عَيْسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصَحُّ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ ۝

قَالَ أَبُو عَيْسَى : وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَفَهُ، وَلَيْسَ بِالْكَافِظِ ۝
 وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُوَازَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهَرُ لَهُ كَارِهُونَ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ
 فَإِنَّمَا الْإِثْرُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ ۝

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ فِي هَذَا : إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَلَبَّاسٌ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمَا، حَتَّى يَكْرَهُهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ ۝

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, তালহা, আব্দুল্লাহ ইবন আমর এবং আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি সহীহ নয়। এই হাদীসটি হাসানের ত্রে রাসূল ﷺ থেকে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : (৩৫৫ নং হাদীসটির) রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমকে আহমদ ইবন হাম্বল (র) সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে যঈফ বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবন কাসিম তেমন স্বরণশক্তিসম্পন্ন নন।

মুসল্লীদের অসন্তুষ্টিতে তাদের ইমামতি করা আলিমগণ মাকরুহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম যদি যালিম বা অপরাধী না হন, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাকে অপসন্দ করবে তার উপরই গুনাহ বর্তাবে।

এই বিষয়ে ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : অধিকাংশ মুসল্লী অপসন্দ না করা পর্যন্ত একজন বা দুইজন বা তিনজনের অপসন্দ করা ধর্তব্যের হবে না।

৩৫৭- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَنَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ : إِمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهَمَّ لَهُ كَارِهُونَ ۝

৩৫৯. হান্নাদ (র)....আমর ইবনুল হারিস ইবন মুস্তালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : বলা হয়, সবচে' কঠিন আযাব হবে দুই ব্যক্তির, স্বামীর অবাধ্যা স্ত্রীর এবং এমন ইমামের যাকে মুসল্লীরা অপসন্দ করে।

قَالَ هَنَادٌ : قَالَ جَرِيرٌ : قَالَ مَنْصُورٌ : فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ فَقِيلَ لَنَا : إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَيْمَةٌ ظَلَمَتْ، فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْرُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ ۝

রাবী মানসূর বলেন : ইমাম সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা করলে আমাদের বলা হল : যালিম বা অন্যায়চারী ইমামদের বেলায়ই উক্ত কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যে ইমাম সূন্নাহের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর ক্ষেত্রে তাঁকে অপসন্দকারী ব্যক্তির উপরই গুনাহ বর্তাবে।

৩৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ أَذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاحِطٌ وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهَمَّ لَهُ كَارِهُونَ ۝

৩৬০. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল (র).... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তিন ব্যক্তি এমন যাদের সালাত তাদের কানও অতিক্রম করে না, পলাতক গোলাম যতক্ষণ না সে (মালিকের কাছে) ফিরে আসে, এমন মহিলা যে তার স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে, এমন ইমাম মুসল্লীরা যাকে অপসন্দ করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ○ وَأَبُو غَالِبٍ إِسْمُهُ حَزُورٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সনদে হাদীসটি হাসান-গরীব। রাবী আবু গালিবের নাম হল হাযাওওয়ার।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

অনুচ্ছেদ : ইমাম যদি বসে সালাত আদায় করে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে

৩৬১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجَحَّشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّرَ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ○

৩৬১. কুতায়বা (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার রাসূল ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। তখন তিনি বসে বসে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে বসে সালাত আদায় করলাম। এরপর রাসূল ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বললেন : ইমাম করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তিনি যখন তাকবীর বলবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে, তিনি যখন রুকু করবেন তোমরা তখন রুকু করবে। তিনি যখন উঠবেন তোমরাও তখন উঠবে। তিনি যখন বলবেন : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, তিনি যখন সিজদা করবেন তোমরা তখন সিজদা করবে আর তিনি যখন বসে সালাত আদায় করবেন তখন তোমরাও সকলে বসে সালাত আদায় করবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَّ عَنْ فَرَسٍ فَجَحَّشَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ ○ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ○

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا لَمْ يَصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا قِيَامًا، فَإِنْ صَلُّوا قُعُودًا لَمْ تَجْزِهِمْ ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ ○

এই বিষয়ে আরেশা, আবু হুরায়রা, জাবির, ইবন উমর এবং মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনস (রা) বর্ণিত যোত্র থেকে পড়ে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর আহত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

জাবির ইবন আবদিল্লাহ, উসায়দ ইবন হুযায়র, আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখসহ কতিপয় সাহাবী এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কতক আলিমের অভিমত হল, ইমাম (উযরবশত) বসে সালাত আদায় করলেও তার পিছনের মুদল্লীদের দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করতে হবে। তারা যদি (উযর ছাড়া) বসে সালাত আদায় করে তবে তা জায়েয হবে না।

ইমাম (আবু হানীফা), সুফইয়ান সাওরী, মালিক ইবন আনস, ইবন মুবারক এবং শাফিঈ (ব)-এর অভিমত এটাই।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

২৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ نَعِيِّ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا ۝

৩৬২. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : যে অসুস্থতায় রাসূল ﷺ ইত্তিকাল করেন সে অসুস্থতার সময় তিনি আবু বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ۝ وَرَوَى عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ يَأْتُمُ بِالنَّبِيِّ ﷺ ۝ وَرَوَى عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا ۝ وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গারীব।

আয়েশা (রা) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : ইমাম যখন বসে সালাত আদায় করবেন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। তাঁর বরাতে এ-ও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর অসুস্থতাকালে একদিন সালাতের সময় ঘর থেকে বের হলেন, তখন আবু বাকর (রা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। রাসূল ﷺ আবু বাকরের পার্শ্বে সালাত আদায় করলেন। লোকেরা তো ইকতিদা করছিলেন আবু বাকরের আর আবু বাকর ইকতিদা করছিলেন রাসূল ﷺ-এর। আয়েশা (রা)-এর বরাতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আবু বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছেন। আনাস ইবন মালিক (রা)-এর বরাতেও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আবু বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছেন।

৩৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ

ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ○

৩৬৩. আবদুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদ (র)...আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আনাস (রা) বলেন : রাসূল ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় শরীরে একটি কাপড় জড়িয়ে আবু বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

قَالَ : وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ○ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ

حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ ثَابِتٍ ○ وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ ثَابِتٍ فَهُوَ أَصَحُّ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব (র) ও হুমায়দ....আনাস (রা) সূত্রে এবং একাধিক রাবীও হুমায়দ....আনাস (রা) সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে হুমায়দ (র) ও আনাস (রা)-এর মাঝে সাবিত (র)-এর উল্লেখ করেননি। তবে যারা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের রিওয়ায়াতই অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ : ইমাম দুই রাকআতের পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে

৩৬৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا

الْمُعِيرَةَ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِدِ الْقُرْآنِ وَسَبَّحَ بِهِنَّ فَلَمَّا صَلَّى بِقِبَّةِ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ

سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ بِهِنَّ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ ○

৩৬৪. আহমদ ইবন মানী (র)...শাবী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার মুগীরা ইবন শু'বা (রা) সালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। কিন্তু দুই রাকআতের পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুসল্লীরা তাকে সতর্ক করতে সুবহানাল্লাহ পাঠ করলেন। তিনিও তখন সুবহানাল্লাহ বললেন। সালাতশেষে তিনি বসাবস্থায় সিজদা সাহুও করলেন। পরে বললেন যে, তিনি এখন যেমন করলেন রাসূল ﷺ ও এই ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়ে এমন করেছিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ ○ قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ○ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ صَدُوقٌ ، وَلَا أَرَوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا فَلَا أَرَوِي عَنْهُ شَيْئًا ○

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ○ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ○ وَجَابِرُ الْجَعْفِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُمَا ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ : مِنْهُمَا مَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَمِنْهُمَا مَنْ رَأَى بَعْدَ التَّسْلِيمِ ○ وَمَنْ رَأَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثُهُ أَصَحُّ ، لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِينَةَ ○

ফা

ম

ও

তন

এই বিষয়ে উক্বা ইবন আমির, সা'দ ও আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মুগীরা ইবন শু'বা বর্ণিত এই হাদীসটি তাঁর থেকে একাধিক সনদে আছে।

আলিমগণ ইবন আবী লায়লার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন : ইবন আবী লায়লার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র) বলেন, ইবন আবী লায়লা সত্যবাদী (সাদুক) বটে কিন্তু আমি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করি না। কারণ তার দুর্বল ও সহীহ হাদীসগুলো আলাদা আলাদা বুঝা যায় না। আর যাদের অবস্থা এই, তাদের কোন হাদীস আমি বর্ণনা করি না।

এই হাদীসটি মুগীরা ইবন শু'বা থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। সুফইয়ান....জাবির, মুগীরা ইবন শুবাইল....কায়স, ইবন আবী হাযিম....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) সনদেও এটি বর্ণিত আছে। তবে এই সনদে উল্লিখিত রাবী জাবির আল-জু'ফীকে কতক আলিম যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ, আবদুর রহমান ইবন মাহ্দী প্রমুখ হাদীস বিশারদ তাকে বর্জন করেছেন।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, দুই রাকআতের পর কেউ যদি (ভুলে) দাঁড়িয়ে যায় তবে সে সালাত চালিয়ে যাবে এবং শেষে সিজদা সাহুও করবে। কেউ কেউ বলেন : সালামের পর সিজদা সাহুও করবে, আর কেউ কেউ বলেন : সালামের আগেই সিজদা সাহুও করবে। যারা বলেন সালামের পূর্বে সিজদা সাহুও করবে, তাদের কথা অধিকতর সঠিক। কেননা যুহরী ও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র) আবদুর রহমান আল-আ'রাজের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

হা

র

ইবন

য়াত

٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رُكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَسَبَّحَ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمْ وَقَالَ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ○

৩৬৫. আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান (র).... যিয়াদ ইবন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন মুগীরা ইবন শু'বা (রা) একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। দুই রাকআতের পর তিনি না বসে দাঁড়ি গেলেন। পিছনে যারা ছিলেন তারা (তাকে সতর্ক করার জন্য) সুবহানাল্লাহ পাঠ করলেন। তিনি তাদেরকে দাঁড়া ইশারা করলেন। সালাতশেষে তিনি সালাম ফিরিয়ে সিজদা সাহুও করলেন এবং পরে যথারীতি সালাম ফিরি বললেন : রাসূল ﷺ ও এরূপ করেছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই হাদীসটি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)....নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقْدَارِ الْقُعُودِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম দু'রাকআতের পর বসার পরিমাণ

৩৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَوْدَ (هُوَ الطَّيَالِسِيُّ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (بْنَ مَسْعُودٍ) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَانَهُ عَلَى الرَّضْفِ ○ قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفْتَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَقُولُ :

حَتَّى يَقُولَ : فَيَقُولُ : حَتَّى يَقُولَ ○

৩৬৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....আবু উবায়দা (র) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ প্রথম দু'রাকআতের পর যখন বসতেন তখন মনে হত তিন যেন কোন উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন।^১

শু'বা বলেন, অতঃপর (এই হাদীসের রাবী) সা'দ ঠোট নাড়িয়ে কি যেন বললেন। আমি বললাম : حتى يقوم : (দাঁড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত) বলছেন ? তিনি বললেন 'হ্যাঁ, حتى يقوم

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَخْتَارُونَ أَنْ لَا يُطِيلَ الرَّجُلُ الْقُعُودَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ،

وَلَا يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا ○ وَقَالُوا : إِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ○ هَكَذَا رَوَى عَنْ

الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ ○

১. অর্থাৎ তাঁর এই বৈঠক দীর্ঘ হতো না।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান। তবে রাবী আবু উবায়দাহ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে সরাসরি কোন হাদীস শোনেন নি।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : প্রথম দুই রাকআতের পর বৈঠক দীর্ঘ করবে না এবং তাশাহুদের অতিরিক্ত কিছু বাড়াবে না। যদি তাশাহুদের অতিরিক্ত কিছু করে, তবে তাকে নিজদা সাহুও করতে হবে। ইমাম শা'বী প্রমুখ থেকে এই ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে। [ইমাম আযম আবু হনীফা (র)-এরও এই অভিমত]।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে ইশারা করা

৩৬৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ مَاجِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِشَارَةٌ بِأَصْبَعِهِ ۝

৩৬৭. কুতায়বা (র).... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একবার রাসূল ﷺ-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে ইশারায় জওয়াব দিলেন।

রাবি লায়স ইবন সা'দ বলেন : রাসূল ﷺ আমি নিশ্চিত যে, অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করেছিলেন বলে সুহায়ব (রা) উল্লেখ করেছেন।

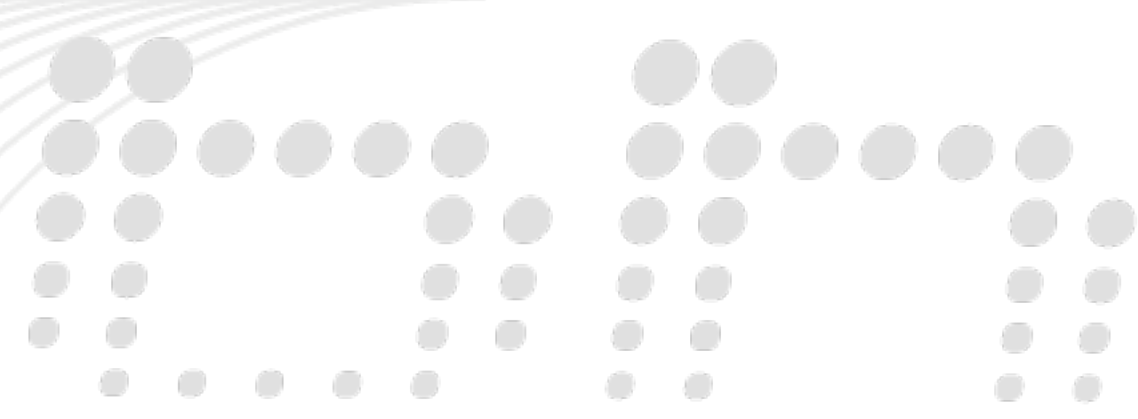
قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ ۝

এই বিষয়ে বিলাল, আবু হুরায়রা, আনাস এবং আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৬৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : كَانَ يَشِيرُ بِيَدِهِ ۝

৩৬৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি বিলালকে বললাম, সালাতরত অবস্থায় সালাম দিলে রাসূল ﷺ কিভাবে এর জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন : তখন হাতে ইশারা করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ۝ وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرٍ ۝



বাংলা হাদিস

وَقَدْ رَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانُوا يَسْلَمُونَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ؟ قَالَ : كَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً ۝
 وَكَلَّا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ، لِأَنَّ قِصَّةَ حَدِيثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصَّةِ حَدِيثِ بِلَالٍ ۝ وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنْهُمَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। সুহায়ব (র) বর্ণিত হাদীসটি (৩৬৫ নং) হাসান। এটি লায়স ইবন বুকাযর (র)-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

যায়দ ইবন আসলাম (রা)-এর সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বনু আমর ইবন আওফ-এর মসজিদে সালাতরত অবস্থায় রাসূল ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি কিভাবে-এর উত্তর দিয়েছিলেন? বললেন : ইশারায় জবাব দিতেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেন : বিলাল ও সুহায়ব উভয়ের হাদীস ইবন উমর (রা) রিওয়ায়াত করেছেন বটে, তবে আমার নিকট উভয় হাদীসই সহীহ। বিলাল-এর হাদীসটির প্রেক্ষাপট সুহায়ব-এর হাদীসটির প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। সম্ভবত ইবন উমর (রা) উভয়ের নিকট থেকেই হাদীস শুনেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হয় হাততালি

৩৬৭- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ۝

৩৬৯. হানাদ (রা)....আবু ইরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাততালি দেওয়া।^১

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ ۝

وَقَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ إِذَا اسْتَاذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي سَبَّحَ

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

১. সালাতরত অবস্থায় ইমামকে কোন বিষয়ে সতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষগণ সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলাগণ বাম হাতের পিঠে ডান হাত মেরে তালি বাজাবে।

এই বিষয়ে আলী, সাহল ইবন সা'দ, জাবির, আবু সাঈদ এবং ইবন উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

আলী (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইতাম, তিনি তখন সালাতরত থাকলে সুবহানাল্লাহ পাঠ করতেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এতদনুসারেই আমল গ্রহণ করেছেন। (ইমাম আবু হানীফা), আহমদ ও ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হাই তোলা মাকরুহ

৩৮০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : التَّشَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُرْ مَا اسْتَطَاعَ ○

৩৭০. আলী ইবন হুজর (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতে হাই তোলা শয়তান থেকে হয়। সুতরাং কারো যদি হাই আসে তবে সে যেন যথাশক্তি তা রোধ করে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ التَّشَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ ○ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنِّي لَأَرُدُّ التَّشَاؤُبَ بِالتَّحَنُّحِ ○

এই বিষয়ে আবু সাঈদ আল-খুদরী এবং আদী ইবন সাবিতের পিতামহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের বিরাট এক সম্প্রদায় সালাতে হাই তোলা মাকরুহ বলেছেন। ইবরাহীম বলেন : আমি গলা খাকারী দিয়ে হাই প্রতিহত করি।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

অনুচ্ছেদ : বসে সালাত আদায় করার সওয়াব দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের অর্ধেক

৩৮১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِبًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ○

৩৭১. আলী ইব্ন হুজর (র)....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : কেউ যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তবে তা তার জন্য উত্তম। বসে সালাত আদায় করলে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার অর্ধেক সওয়াব পাবে।^১ আর শুয়ে সালাত আদায় করলে সে বসে সালাত আদায়ের অর্ধেক সওয়াব পাবে।^২

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَانْسِي، وَالسَّائِبِ (وَابْنِ عُمَرَ) ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ○

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন আমর, আনাস ও ইয়াযীদ ইব্ন সাযিব (এবং ইবন উমর) (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই হাদীসটি উক্ত সনদে ইবরাহীম ইব্ন তাহমানের বরাতেও বর্ণিত আছে। তবে তিনি বর্ণনা করেন যে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন : রাসূল ﷺ-কে আমি অসুস্থ ব্যক্তির সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : সেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তা সম্ভব না হলে বসে পড়বে আর তাও সম্ভব না হলে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

৩৮২- حَدَّثَنَا ابْنُ لَيْكٍ هَذَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ : بِهَذَا الْحَدِيثِ ○

৩৭২. হান্নাদ (র)....ইবরাহীম ইব্ন তাহমানের সূত্রে হুসায়ন আল-মুআল্লিম থেকে উল্লিখিত সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَقَدْ رَوَى

أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ○

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ○

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ شَاءَ

الرَّجُلُ مَلَى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا ○

১. এ কথা নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের শক্তি থাকা অবস্থায় বসে ফরয সালাত আদায় করা জায়েয নয়।

২. হাদীস বিশারদগণের মতে এ বাক্যটি বর্ণনাকারীর ভুলে সংযোজিত হয়েছে। নফল সালাত শুয়ে আদায় করা জায়েয নয়।

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا - فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلَاةٌ إِلَى الْقِبْلَةِ ○
 وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ قَالَ هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلَمْ يَلَيْسْ لَهُ عُذْرٌ يَعْنِي فِي النَّوَافِلِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ - وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : হুসায়ন আল-মুআল্লিম (র) থেকে ইবরাহীম ইবন তাহমানের অনুরূপ কেউ রিওয়ায়াত করেছে বলে আমরা জানি না। আবু উসামা এবং আরো একাধিক রাবী ইসা ইবন ইউনুসের অনুরূপ (৩৬৯ নং) রিওয়ায়াত হুসায়ন আল-মুআল্লিম সূত্রে করেছেন।

কতক আলিম এই হাদীসটির মর্ম সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : কেউ ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে নফল সালাত আদায় করতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি বসেও সালাত আদায় না করতে পারে তবে সে কিভাবে সালাত আদায় করবে, সে বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন : ঐ ধরনের ব্যক্তি ডান পার্শ্বে শুয়ে সালাত আদায় করবে। আর কেউ কেউ বলেন : কিবলার দিকে পা করে চিত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

“বসে সালাত আদায় করা দাঁড়িয়ে আদায় করার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব হবে”....এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম সুফইয়ান সাওরী বলেছেন : যে ব্যক্তি সুস্থ এবং যার কোন উষর নাই, এমন ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই হাদীসটি প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কেউ অসুস্থতা বা কোন ওষরের কারণে বসে সালাত আদায় করে, তবে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার মতই সওয়াব পাবে। সুফইয়ান সাওরীর এই বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য কিছু হাদীসেও আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি নফল সালাত বসে আদায় করে

৩৮৩ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيَرْتَلُّهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلُ مِنْ أَطْوَلٍ مِنْهَا ○

৩৭৩. আল-আনসারী (র)....উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত নফল সালাত বসে আদায় করতে আমি তাঁকে দেখিনি। তারপর থেকে তিনি (মাঝে মাঝে) নফল সালাত বসে আদায় করতেন। সূরা পড়তেন স্পষ্ট করে এবং ধীরে ধীরে। আর তাঁর কিরআত হতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثَمَّ رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ○

وَرَوَى عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ ○

قَالَ أَحْمَدُ وَأَسْحَقُ : وَالْعَمَلُ عَلَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ كَأَنَّهُمَا رَأْيَا كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا مَعْمُولًا بِهِمَا ○

এই বিষয়ে উম্মু সালামা এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : হাফসা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রাতে নফল সালাত বসে পড়তেন। কিন্তু ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ কিরাআত বাকী থাকতেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকু করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতেও তদ্রূপ করতেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ অনেক সময় বসে বসে (নফল) সালাত আদায় করতেন। তিনি যদি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করতেন তবে রুকু-সিজ্দা সে অনুসারেই আদায় করতেন। আর বসে কিরাআত করলে সে অনুসারেই রুকু-সিজ্দা করতেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেন : উভয় হাদীস অনুসারেই আমল করা যাবে। তাঁরা উভয় হাদীসকেই সহীহ এবং আমলযোগ্য বলে মনে করেন।

৩৮৮- حَرَّثَنَا الْإِنْسَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرًا مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ○

৩৭৪. আল-আনসারী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন বসে সালাত আদায় করতেন তখন কিরাআতও বসে পাঠ করতেন। শেষে ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকী থাকতে তিনি উঠে দাঁড়াতে এবং ঐ অংশটুকু দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করতেন পরে রুকু-সিজ্দা করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাকআতেও তদ্রূপ করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৩৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْكَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : عَنْ تَطَوُّعِهِ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ ۝

৩৮৫. আহমদ ইবন মানী (র)....আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন : রাসূল ﷺ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আবার দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বসে নফল সালাত আদায় করেছেন। যদি দাঁড়িয়ে কিরআত পাঠ করতেন তবে তদনুসারে রুকু-সিজদা করতেন, আর যদি বসে কিরআত পাঠ করতেন তবে তদনুসারেই রুকু-সিজদা করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ বলেন, আমি সালাতে শিশুর কান্না শুনতে পেলে সালাত সংক্ষিপ্ত করি

৩৮৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَنَ أُمَّهُ ۝

৩৮৬. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতরত অবস্থায় আমি যখন শিশুর কান্না শুনতে পাই, তখন এই আশংকায় সালাত সংক্ষিপ্ত করে দেই যে, শিশুর মা যেন এতে পেরেশানীতে না পড়ে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

এই বিষয়ে আবু কাতাদা, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ الْإِبْخِمَارِ

অনুচ্ছেদ : যে মেয়ের ঋতুবতী হওয়ার বয়স হয়েছে, উড়নী ব্যবহার ছাড়া তার সালাত কবুল হয় না

৩৮৭ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ

الْحَرِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ الْإِبْخِمَارِ ۝

৩৭৭. হান্নাদ (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন : যে মেয়ের ঋতুবতী হওয়ার বয়স হয়েছে, উড়নী ব্যবহার করা ছাড়া তার সালাত কবুল হয় না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ○

وَقَوْلُهُ : الْحَائِضُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ يَعْنِي إِذَا حَاضَتْ ○

قَالَ أَبُو عَيْسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا دُرِكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ ○ لَا تَجُوزُ

صَلَاتُهَا ○ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ ○

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ كَانَ ظَهَرَ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : কোন সাবালিকা মহিলা যদি তার চুলের কিছু অংশ অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত হবে না। ইমাম শাফিঈ-এর অভিমতও এ-ই। তিনি বলেন : শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত রেখে কোন মহিলার সালাত হবে না।

তিনি আরও বলেন : বলা হয় সালাত আদায়ের সময় যদি কোন মহিলার পায়ের পিঠ খোলা থাকে, তবে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সাদল^১ অর্থাৎ কাঁধের উপর কাপড় লটকে রাখা মাকরুহ।

৩৮৮- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ سَفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ○

৩৭৮. হান্নাদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ সালাতে কাঁধের উপর কাপড় রাখতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ ○

قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَأَنعَرَفَهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَّ فَوْعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ

عِيسَى بْنِ سَفْيَانَ ○

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالُوا هَكَذَا

تَصْنَعُ الْيَهُودُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا كَرِهَ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَمَا إِذَا سَلَّ

عَلَى الْقَمِيصِ فَلَا بَأْسَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ ○

পেঁচ না দিয়ে কাঁধের দু'পাশ দিয়ে চাদর ঝুলিয়ে রাখা।

এই বিষয়ে আবু জুহায়ফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আতা....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি ইসল ইব্ন সুফিয়ানের বরাত ছাড়া অন্য কোনভাবে মারফুর্কাবে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

সালাতে সাদল সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে মাকরুহ বলেছেন। তারা বলেন, এইরূপ কাজ ইয়াহুদীরা করে থাকে। কতক আলিম বলেন : শরীরে যদি মাত্র একটি কাপড় থাকে, তবে সাদল মাকরুহ। কিন্তু কেউ যদি কার্‌মাস পরিহিত অবস্থায় সাদল বা কাঁধের উপর চাদর লটকিয়ে দেয়, তবে তাতে অসুবিধা নেই। এ হল ইমাম আহমদ (র)-এর বক্তব্য। ইব্ন মুবারক (র) সালাতে সাদল মাকরুহ বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْخَصْيِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কাঁকর সরান^১ মাকরুহ

৩৮৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي

الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمَسَحُ الْخَصْيَ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَّهُ ۝

৩৭৯. সাঈদ ইব্ন আবদির রাহমান আল-মাখযুমী (র)....আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়াবে, তখন কাঁকর সরাবে না। কারণ তখন তো আল্লাহর রহমত তোমার সামনে।^২

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَيْقِبٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ كَرَةَ السَّحَابِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُنَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً كَأَنَّهُ

رَوَى عَنْهُ رُخْصَةً فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝

এই বিষয়ে মুআয়কিব, আলী ইব্ন আবী তালিব, জুহায়ফা এবং জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু যর বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতে কিছু মোছা না-পসন্দ করতেন। তিনি বলেছেন : যদি কারো তা করতেই হয় তবে মাত্র একবার করবে। এতে বুঝা যায়, একবার করার অবকাশ থাকার বিষয়টিও তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে। আলিমগণ এই হাদীসের মর্মানুসারে আমল গ্রহণ করেছেন।

১. সালাতরত অবস্থায় সিজদার সময় হাঁটু ও কপাল ইত্যাদি স্থাপনের জায়গাসমূহের কাঁকর ইত্যাদি হাত দিয়ে সরানো কিংবা তা মুখে দূর করা।

২. আর এ কাজ রহমতের প্রতি অমনোযোগিতা বুঝায়।

৮৮

তিরমিযী শরীফ

৩৮০ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَيْقِبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْخَصْيِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بَدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً ۝

৩৮০. হাসান ইবন হুরায়স (র)...মুআয়কিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সালাতে কাঁকর মোছা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : তোমাকে যদি এরূপ করতেই হয় তবে কেবল একবারই করো।

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে ফুঁ দেওয়া মাকরুহ

৩৮১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِبَ وَجْهَكَ ۝

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَكَرِهَ عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتُهُ قَارِ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَبِهِ نَأْخُذُ ۝

৩৮১. আহমদ ইবন মানী (র)...উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আফলাহ নামের আমাদের কটি গোলাম ছিল। একদিন তাকে রাসূল ﷺ সালাতে ফুঁ দিতে দেখে বললেন : হে আফলাহ ! তোমার মুখে মাটি ঢুক।

আহমদ ইবন মানী (র) বলেন : আব্বাদ হবনুল আওয়াম সালাতে ফুঁ দেওয়া মাকরুহ বলেছেন। তিনি বলেন : হউ যদি ফুঁ দেয়, তবে এতে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে না। আহমদ ইবন মানী বলেন : আমরা এই অভিমতটিই হণ করেছি।

قَالَ أَبُو عَيْسَى وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ مَوْلَى لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হামযার সূত্রে কোন কোন রাবী এই হাদীসটি বর্ণনা করতে যেয়ে হউ যদি ফুঁ দেয়, তবে এতে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে না। আহমদ ইবন মানী বলেন : আমরা এই অভিমতটিই হণ করেছি।

৩৮২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَدِ نَحْوَهُ وَقَالَ غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ ۝

২৮২. আহমদ ইবন আবদা আয-যাব্বী (র) মায়মুন আবু হামযা (র) থেকে উক্ত (৩৭৯ নং) সূত্রের অনুরূপ রিওয়াযাত করেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় “রাবাহ নামক আমাদের এক গোলাম”-এই কথার উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ وَمِمْوْنُ أَبُو حَمْرَةَ قَدْ ضَعَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ نَفْعَ فِي الصَّلَاةِ إِسْتِقْبَالَ الصَّلَاةِ وَهُوَ
قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَكْرَهُ النَّفْعَ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ نَفَعَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটির সনদ তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ রাবী মায়মুন আবু হামযাকে যঈফ বলে অভিমত দিয়েছেন।

সালাতরত অবস্থায় ফুঁ দেওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যদি কেউ সালাতে ফুঁ দেয় তবে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। এ হ'ল ইমাম সুফইয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত।

অপর কেউ কেউ বলেন : সালাতরত অবস্থায় ফুঁ প্রদান মাকরুহ, কেউ যদি সালাতরত অবস্থায় ফুঁ দেয়, তার সালাত ফাসিদ হবে না। এ হ'লো ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

৩৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ○

৩৮৩. আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ○
وَالْإِخْتِصَارُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَامِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَى خَامِرَتَيْهِ
وَيُرْوَى أَنَّ إِبْلِيسَ إِذَا مَشَى مَشَى مُخْتَصِرًا ○

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

তিরমিযী শরীফ

কতক আলিম ইখতিসার অর্থাৎ সালাতে কোমরে হাত রাখা মাকরুহ বলে অভিমত দিয়েছেন। কতক আলিম কোমরে হাত রেখে চলাফেরা করা মাকরুহ বলেছেন।

বর্ণিত আছে, ইবলীস কোমরে হাত রেখে চলাফেরা করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে চুল বাঁধা মাকরুহ

৩৮৮ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا - فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضِبًا فَقَالَ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ ○

৩৮৮. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)....আবু রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবু রাফি (রা) হযরত হাসান (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত হাসান (রা) তখন সালাতরত ছিলেন এবং তাঁর মাথার চুল পিঠের দিকে ঝুঁয়ে বাঁধা ছিল। আবু রাফি (রা) তাঁর চুলগুলি খুলে দিলেন। এতে হাসান (রা) রাগতভাবে তার দিকে তাকালেন। তখন আবু রাফি বললেন : নিজের সালাত চালিয়ে যান। রাগ করবেন না। রাসূল ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, হাবে চুল বাঁধা হ'ল শয়তানের আসন।

○ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسْلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ○

○ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ○

○ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرَةً ○

○ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى هُوَ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ وَهُوَ أَخُو أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ○

এই বিষয়ে উম্মু সালামা এবং আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু রাফি বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : (পুরুষের জন্য) চুল বেঁধে সালাত দায় করা মাকরুহ।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী ইমরান ইবন মুসা হলেন কুরায়শী এবং মক্কাবাসী। তিনি আযুব ইবন যার ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে খুশু-খুযু অবলম্বন করা

৩৮৯ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا

رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ بْنِ الْعَمِيَاءِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثِ عَنِ الْفَضْلِ

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخْشَعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمْسُكُنْ وَتَذَرَّعُ وَتَقْنَعُ يَدَيْكَ ۝

يَقُولُ تَرَفَعُهَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبَطُونَيْهَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ

كَانَ كَذَا ۝

৩৮৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র)....ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সালাত হ'ল দু'রাকাত দু'রাকাত করে। প্রতি দু'রাকাতের পর রয়েছে তাশাহুদ। সালাতে আছে খুশু-খুযু, আল্লাহর দরবারে বিনয় প্রকাশ এবং আহাজারি করা। ধীরস্থিরভাবে তা আদায় করবে।

এতে আরো আছে, দু'আর সময় দুই হাত তোলা। দুই হাতের ভিতরের দিক তোমার চেহারার সামনের দিকে রেখে, তোমার প্রভুর পানে তুলে ধরে বলবে : হে আমার রব, হে আমার রব। যদি এই কাজগুলি কেউ সালাতে না করে, তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ خِلَافٌ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ فَآخِطًا فِي مَوَاضِعَ فَقَالَ عَنْ أَبِي أَنَسِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ الْعَمِيَاءِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَعْنِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবনুল মুবারক ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ এই হাদীসের রিওয়াযাতে বলেছেন : যে ব্যক্তি এই সব কাজ না করবে, তার সালাত হবে অপূর্ণাঙ্গ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, শু'বা (রা) এই হাদীসটি আবদ রাব্বিহি ইব্ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এতে একাধিক স্থানে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। তিনি তাঁর সনদে উল্লেখ করেছেন আবু আনাস ইব্ন উনায়স অথচ তা হবে ইমরান ইব্ন আবী আনাস। তিনি উল্লেখ করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনিল হারিস, অথচ ইনি হলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন নাফি ইব্ন আল্ উমাইয়া....রাবীআ ইবনিল হারিস। শু'বা তাঁর সনদে বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনিল হারিস....মুতালিব....রাসূলুল্লাহ ﷺ অথচ এই সনদটি হবে রাবীআ ইবনুল হারিস ইব্ন আব্দিল মুতালিব....ফযল ইব্ন আব্বাস.... নবী ﷺ।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন : লায়স ইব্ন সা'দ-এর রিওয়াযাতটি শু'বা-এর রিওয়াযাতের তুলনায় অধিক সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল প্রবেশ করান মাকরুহ

২৮১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ

عَجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنُ وَنُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى السَّجْدِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي مَلَاةٍ ○

৩৮৬. কুতায়বা (র) কা'ব ইবন উজ্জরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : গমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়, তখন যেন সে তার হাতের আঙ্গুল কটির ফাঁকে আরেকটি প্রবেশ না করায়। কারণ সে তো সালাতেই আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَرَوَى شَرِيكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ شَرِيكَ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : লায়সের মত ইবন আজলানের সূত্রে একাধিক রাবী কা'ব ইবন উজ্জরা বর্ণিত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। শরীক....মুহাম্মদ ইবন আজলান....আজলান....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ দীস বর্ণিত হয়েছে। তবে শরীক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মাহফুয (সংরক্ষিত) নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা

২৮২- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ

أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوَّلُ الْقُنُوتِ ○

৩৮৭. ইবন আবী উমর (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা য়ছিল, কোন্ ধরনের সালাত উত্তম? তিনি বললেন : দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

○ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

○ وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন হুশী ও আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفَضْلِهِ

অনুচ্ছেদ : বেশি বেশি রুকু-সিজদা করা এবং-এর ফযীলত

৩৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ رَجَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعِيطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعَنِي اللَّهُ بِهِ وَيَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ۝

৩৮৮. আবু আম্মার (র) মা'দান ইবন তালহা আল-ইয়ামুরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর আযাদকৃত দাস সাওবান (রা)-এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম। তখন তাকে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যদ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন এবং আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। তিনি কতক্ষণ চুপ রইলেন। এরপর আমার দিকে ফিরে বললেন : তুমি সিজদা করবে।^১ কেননা আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখনই কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তখনই এতে আল্লাহ তা'আলা তার দরজা বুলন্দ করে দেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।

৩৮৯- قَالَ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ۝

৩৮৯. মা'দান ইবন তালহা (র) বলেন : পরে আবুদ্-দারদা (রা)-এর সাথেও আমি সাক্ষাত করি এবং সাওবান (রা)-কে যা প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁকেও সেই প্রশ্ন করি। তখন তিনি বললেন : তুমি সিজদা করবে। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখনই বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা এতে তার দরজা বুলন্দ করে দেন এবং গুনাহ মাফ করে দেন।

قَالَ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ وَيَقَالُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ ۝

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي فَاطِمَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ۝

১. অর্থাৎ সালাত আদায় করবে।

قَالَ بَعْضُهُمْ طُولُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثَرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَثَرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا حَدِيثَانِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ شَيْءٌ وَقَالَ إِسْحَقُ أَمَّا فِي النَّهَارِ فَكَثَرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَمَّا بِاللَّيْلِ فَطُولُ الْقِيَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ فَكَثَرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَى جُزْئِهِ وَقَدْ رَجَعَ كَثَرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَقُ هَذَا لِأَنَّهُ كَذَا وَصِفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَوُصِفَ طُولُ الْقِيَامِ وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ مَا وَصِفَ بِاللَّيْلِ ۝

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবু উমামা ও আবু ফাতিমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, বেশি করে সিজদা করা সম্পর্কিত হযরত সাওবান ও আবুদ দারদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন : বেশি রুকু-সিজদা করা অপেক্ষা নালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা অধিকতর উত্তম। কোন কোন আলিম বলেন : দীর্ঘ কিয়াম অপেক্ষা বেশি রুকু-সিজদা করা উত্তম।

আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন : এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি (ইমাম আহমদ) এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেননি।

ইমাম ইসহাক বলেন : দিনের সালাতে বেশি করে রুকু-সিজদা করা আর রাতের সালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা উত্তম কিন্তু কেউ যদি তা রাত্রিকালীন নাফলের নির্ধারিত অংশ আদায় করে নেয়, তবে এই অবস্থায় বেশি রুকু-সিজদা করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। কারণ সে একদিকে তার নির্ধারিত অংশও আদায় করে নিল, অপরদিকে বেশি রুকু-সিজদা করেও লাভবান হতে পারল।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন . ইসহাক (র)-এর ইদৃশ অভিমতের কারণ হল, রাসূল ﷺ-এর রাত্রিকালীন (নাফল) সালাতের বিবরণে এইরূপ দীর্ঘ কিয়ামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু দিনের সালাতের ক্ষেত্রে রাত্রির সালাতের মত এত দীর্ঘ কিয়ামের বিবরণ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সাপ-বিছু হত্যা করা

৩৭০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْصَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتُلُ الْأَسْوَدَيْنِ فِي

الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ۝

৩৯০. আলী ইবন হুজর (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সালাতরত অবস্থায়ও সাপ-বিছু হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ ○
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُ أَحْمَدُ
 وَإِسْحَقُ ○
 وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ○
 وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও আবু রাফি (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।
 ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।
 সাহাবী এবং অপরাপর কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।
 কতক আলিম সালাতরত অবস্থায় সাপ-বিছু হত্যা করা অপসন্দনীয় কাজ বলে অভিমত দিয়েছেন। ইবরাহীম নাখই বলেন : সালাতে তো সালাতের ব্যস্ততাই রয়েছে। তবে প্রথম মতটিই অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السُّهُورِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করা

২৭১ = حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ
 حَلِيفِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ
 سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ
 الْجُلُوسِ ○

৩৯১. কুতায়বা (র)....বনু আব্দিল মুত্তালিবের হালীফ (আশ্রিত) আব্দুল্লাহ ইবন বুহায়না আল-আসাদী (রা)
 থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ একবার যোহরের সালাতে যেখানে বসার কথা সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন।
 এই ভুল করার জন্য সালাত শেষ করার পর সালামের পূর্বেই তিনি বসা অবস্থায় দুই সিজদা দিলেন। প্রত্যেক সিজদার
 সময় তাকবীর-ও বললেন। অন্যান্য মুসল্লীরাও তাঁর সঙ্গে দুই সিজদা করল।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ○
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَابْنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ الثَّقَفِيُّ كَانَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَيْ السُّهُورِ قَبْلَ
 التَّسْلِيمِ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ يَرَى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ كُلَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَيَقُولُ هَذَا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَيَذْكُرُ أَنَّ أَخْرَفَ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عَلَى هَذَا ○
 وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ○

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ بُحَيْنَةَ مَالِكُ أَبِيهِ وَبُحَيْنَةُ أُمُّهُ ○ هَكَذَا أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ مَتَى يَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ وَغَيْرِهِمَا بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَبَعْدَ السَّلَامِ وَإِذَا كَانَ نَقْصَانًا فَقَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ○

وَقَالَ أَحْمَدُ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلُّهُ عَلَى جِهَتِهِ يَرَى إِذَا قَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ ○

وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ وَكُلُّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ○

وَقَالَ إِسْحَقُ نَحْوُ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ فَإِنْ لَانَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ نَقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ○

এই বিষয়ে আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আবু হুরায়রা এহ সাঈব আল-কারী (রা) সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করতেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন বুহায়না (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ (র)-এরও অভিমত। তিনি সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করতে হবে বলে মনে করেন।

তিনি বলেন : এই হাদীসটি অপরাপর হাদীসগুলোর জন্য নাসিখ বা রহিতকারী বলে বিবেচ্য। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর শেষ আমল ছিল এইরূপই।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : যদি দুই রাকআতের ক্ষেত্রে কেউ উঠে যায়, তবে সে ইবন বুহায়নার হাদীস অনুসারে সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করবে।

আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবন মালিক। মালিক তাঁর পিতা আর বুহায়না তাঁর মাতা। আলী ইবন মাদীনী (র) থেকে ইসহাক ইবন মানসূর এই কথা রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সিজদা সাহুউ সালামের পূর্বে করা হবে না পরে করা হবে, এই বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, সালামের পর সিজদা সাহুউ করতে হবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী ও কুফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

কোন কোন আলিম মনে করেন, সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করতে হবে। এ হ'ল যেমন ইয়াইয়া ইবন সাঈদ ও রাবীআ (র) অপরাপর মদীনাবাসী অধিকাংশ ফকীহ-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র)-এর বক্তব্যও এ-ই।

কোন কোন আলিম বলেন : যদি সালাতে অতিরিক্ত কিছু করা হয় তবে সালামের পর, আর যদি কিছু কম করা হয় তবে সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করতে হবে। এ হ'ল ইমাম মালিক ইবন আনাস (র)-এর বক্তব্য।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : নবী ﷺ থেকে সিজদা সাহুউ-এর ব্যাপারে যে সমস্ত রিওয়ায়াত আছে, প্রত্যেকটির উপরই স্ব-স্ব প্রেক্ষিত অনুসারে আমল করা হবে। দুই রাকআতে যদি কেউ উঠে পড়ে তবে তাকে ইবন বুহায়না বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করতে হবে। যোহরের সালাত যদি কেউ পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে, তবে সে সালামের পর সিজদা সাহুউ করবে। যোহর বা আসরের দুই রাকআতে যদি কেউ সালাম ফিরায়, তবে সে সালামের পর সিজদা সাহুউ করবে। মোট কথা এই বিষয়ের প্রতিটি হাদীসকেই তৎপ্রেক্ষিত অনুসারে আমল করা হবে। আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ থেকে কিছুর উল্লেখ নাই, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করা হবে।

ইমাম ইসহাক (র)-ও এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন। তবে তিনি বলেন : যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ থেকে কিছুর উল্লেখ নেই, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সালাতের অতিরিক্ত কিছু হলে সালামের পর আর কম হলে সালামের পূর্বে সিজদা সাহুউ করতে হবে।^১

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتِي السُّهُورِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلامِ

অনুচ্ছেদ : সালাম ও কথাবার্তার পর সিজদা সাহুউ করা

৩৭২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ

فَسَجَلَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ○

১. ইমাম আবু হানীফা (র) সকল ক্ষেত্রে ডানদিকে একবার সালামের পর সিজদা সাহুউ করতেন।

৩৯২. ইসহাক ইবন মানসূর (র)....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ যোহরের সালাত পাঁচ রাকআত পড়ে ফেললে তাঁকে বলা হ'ল, সালাতে কি বৃদ্ধি ঘটেছে না আপনি এতে ভুল করেছেন? তখন রাসূল ﷺ সালামের পর সিজদা সাহুউ করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৩৯৩ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيَ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ ○

৩৯৩. হান্নাদ ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ কথাবার্তার পর সিজদা সাহুউ করেছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ○

এই বিষয়ে মুআবিয়া, আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

৩৯৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ هُمَا بَعْدَ السَّلَامِ ○

৩৯৪. আহমদ ইবন মানী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ সালামের পর সিজদা সাহুউ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ○

وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَسَجْدَ

سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ ○ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ مَقْدَارَ التَّشَهُُّوِّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ قَوْلُ

سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আযযুব (র) এবং অপরাপর রাবীগণ ইবন সীরীন (র)-এর সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটিও (৩৯০ নং) হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন : কেউ যদি যোহরের সালাত ভুলে পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে আর সে যদি চার রাকআতের পর নাও বসে, তবে তার সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে সিজদা সাহুউ করতে হবে। এ হ'ল ইমাম শফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

আলিমগণের কেউ কেউ বলেন : কেউ যদি যোহরের সালাত পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে আর সে যদি চতুর্থ রাকআতের পর তাশাহুদ পরিমাণ না বসে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ হ'ল (ইমাম আবু হানীফা) সুফইয়ান সাওরী ও কতক কুফাবাসী আলিমের বক্তব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُُّدِ فِي سَجْدَتَيْ السُّهُوِّ

অনুচ্ছেদ : সিজদা সাহুউ-এর পর তাশাহুদ পড়া

৩৭৫-- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي

أَشْعَثُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَُّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ○

৩৯৫. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)...ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একবার তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এতে তাঁর সাহুউ হয়ে গেল। অনন্তর তিনি সিজদা সাহুউ করলেন। এরপর তাশাহুদ পাঠ করে সালাম ফিরালেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ○

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَهُوَ عَمْرٌ أَبِي قِلَابَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ○

وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَأَبُو الْمُهَلَّبِ إِسْمُهُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ أَيْضًا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ○

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَهَشِيمٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي

قِلَابَةَ بِطَوْلِهِ وَهُوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَقَامَ رَجُلٌ

يُقَالُ لَهُ الْخَرَبَاقُ ○.....○

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّشَهُُّدِ فِي سَجْدَتَيْ السُّهُوِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَشَهَُّدُ فِيهِمَا وَيُسَلِّمُ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ وَإِذَا سَجَدَ هُمَا قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهُّدْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ
وَإِسْحَقَ قَالَا إِذَا سَجَدَ سَجَدَتِي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهُّدْ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ ।

আবু কিলাবার চাচা আবুল মুহাল্লাব থেকে ইবন সীরীন অপর ৭০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন । আবুল মুহাল্লাবের নাম হ'ল আবদুর রহমান ইবন আমর । কেউ কেউ বলেন : মুআবিয়া ইবন আমর ।

আবদুল ওয়াহহাব আস-সাফাকী, হুশায়ম এবং আরো একাধিক রাবী খালিদ আল-হায্যা.... আবু কিলাবা সূত্রে ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-এর হাদীসটি আরো দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন । এতে আছে : রাসূল ﷺ আসরের সালাতে তিন রাকআতের পর সালাম দিয়ে ফেলেছিলেন । তখন খিরবাক নামক এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন . . . ।

সিজদা সাহু-এর পর তাশাহুদ পাঠ করার বিষয়ে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে । কতক আলিম বলেন : তাশাহুদ পাঠ করে পরে (শেষ) সালাম দিবে ।

কোন কোন আলিম বলেন : সিজদা সাহু-এর পর আর তাশাহুদ ও সালাম নেই । সালামের পূর্বে সিজদা সাহু করলে তাশাহুদ পাঠ করতে হবে না । এ হ'ল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيُ فَيَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে বেশি হ'ল না কম এই বিষয়ে যদি সন্দেহ হয়

۳৭৭. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَّاضٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ أَحَدُنَا يُصَلِّيُ فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ۝

৩৯৬. আহমদ ইবন মানী (র).... ইয়ায ইবন হিলাল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আবু সাঈদ (রা)-কে বললাম, আমাদের কারো যদি খেয়াল না থাকে যে, সে কতটুকু সালাত আদায় করল, তবে সে কি করবে ? তিনি বললেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো সালাত আদায়কালে যদি কত রাকআত পড়েছে সে খেয়াল না থাকে, তবে সে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজদা (সাহু) দিবে ।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ

هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثَّانِيَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِذَا

شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْ رُكُوعًا مَلَّى فَلْيُعِدْ ۝

এই বিষয়ে উসমান, ইবন মাসউদ, আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। অন্য সনদেও আবু সাঈদ (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কারো যদি এক রাকআত না দুই রাকআত এই বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে এক রাকআত বলে ধরবে আর যদি দুই রাকআত না তিন রাকআত এই বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে দুই রাকআত বলে ধরবে এবং এই কারণে সালাতের পূর্বে দুই সিজদা (সাহুউ) করবে।

আমাদের ইমামগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করে থাকেন।

আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, কারো যদি সালাতে সন্দেহ হয় এবং সে কত রাকআত আদায় করেছে তা বুঝতে না পারে, তবে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

৩৭৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيُلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ۝

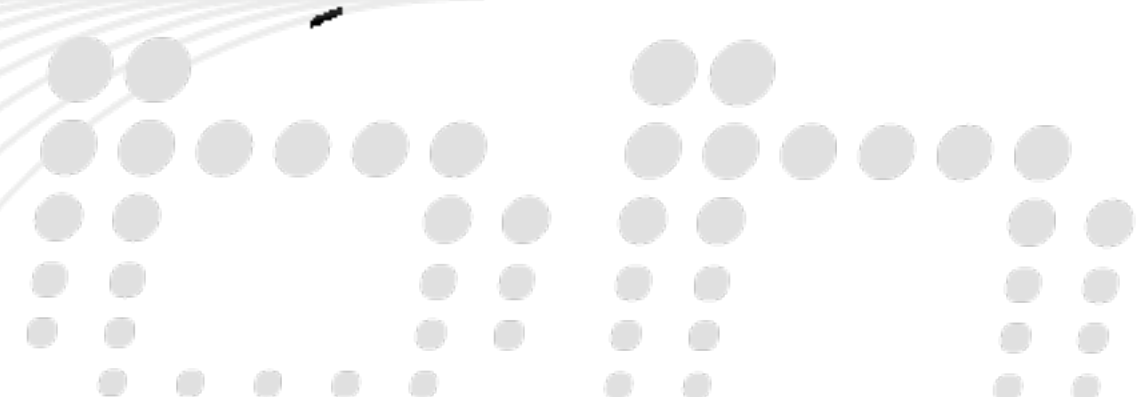
৩৭৭. কুতায়রা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো কারো সালাত আদায়কালে শয়তান আসে এবং সালাতের বিষয়ে সন্দেহে ফেল দেয়। ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাকআত আদায় করল। তোমাদের কারো যদি এই রকম কিছু হয়, তবে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সে যেন দুই সিজদা (সাহুউ) করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৩৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثَمَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً مَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ مَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا مَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ۝



বাংলা হাদিস

৩৯৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো যদি সালাতে ভুল হয়ে যায়, ফলে সে এক রাকআত পড়ল না দুই রাকআত পড়ল তা যদি বুঝতে না পারে, তবে সে যেন এক রাকআতকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে। এমনভাবে দুই রাকআত পড়ল না তিন রাকআত তা যদি বুঝতে না পারে, তবে সে যেন দুই রাকআতকে ভিত্তি হিসেবে ধরে। আর যদি তিন রাকআত পড়ল না চার রাকআত তা যদি বুঝতে না পারে, তবে সে যেন তিন রাকআতকে ভিত্তি হিসেবে ধরে। (এই সবক্ষেত্রে) সে যেন সালামের পূর্বে দুই সিজদা (সাহ্উ) করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ○

رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ।

আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে অন্য সনদেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

ইমাম যুহরী....উবায়দুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ ইবন উতবা....ইবন আব্বাস....আবদুর রহমান ইবন আওফ (র) সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহর বা আসরের দুই রাকআতে সালাম করে ফেললে

৩৭৭- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ وَهُوَ أَيُّوبُ

السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ

أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ

سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ○

৩৯৯. আল-আনসারী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ দুই রাকআতেই সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন যুল-ইয়াদায়ন (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ! সালাত কি হ্রাস হয়ে গেল, না আপনি ভুল করেছেন ? রাসূল ﷺ বললেন : যুল-ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে ? লোকেরা বললেন : জি, হ্যাঁ।

তখন রাসূল ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দুই রাকআত আদায় করলেন। সালাম ফিরালেন, পরে তাকবীর বলে অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর মাথা তুললেন এবং অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজদা করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ عُمَرَ وَذِي الْيَدَيْنِ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ نَعُصُ أَهْلَ الْكُوفَةِ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا أَوْ

جَاهِلًا أَوْ مَا كَانَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَاعْتَلَّوْا بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ○

قَالَ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَرَأَى هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا فَقَالَ بِهِ ○ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّائِرِ إِذَا أَكَلَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي وَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ رَزَقَهُ اللَّهُ ○

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَفَرَّقُوا هَؤُلَاءِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِي أَكْلِ الصَّائِرِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ○

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ تَكْلِمَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِّنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَهَا تُبَرَّرُ

عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكْمِلْهَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ

يَسْتَقْبِلَهَا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْفَرَائِضَ كَانَتْ تَزَادُ وَتُنْقُصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّمَا تَكْلِمُ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ

عَلَى يَقِينٍ مِّنْ صَلَاتِهِ أَنَّهَا تَمَّتْ وَلَيْسَ هَكَذَا الْيَوْمَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَعْنَى مَا تَكْلِمُ ذُو الْيَدَيْنِ

لِأَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمَ لَا يَزْدُ فِيهَا وَلَا يَنْقُصُ قَالَ أَحْمَدُ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ ○

وَقَالَ إِسْحَقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْبَابِ ○

এই বিষয়ে ইমরান ইবন হুসায়ন, ইবন উমর ও যুল-ইয়াদায়ন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই হাদীসটির বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কূফাবাসী কতক আলিম বলেন : কেউ যদি ভুল বা

অজ্ঞতাবশত কিংবা অন্য কোন কারণে সালাতে কথা বলে, তবে তাকে পুনরায় এই সালাত পড়তে হবে। তারা

বলেন : এই হাদীসটি হচ্ছে সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের।

ইমাম শাফিঈ (র) এই হাদীসটিকে সহীহ বলে মনে করেন এবং এতদনুসারে অভিমত দেন। তিনি বলেন : রোযাদার সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে যদি ভুলবশত আহার করে বসে, তবে তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। এ হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক যা তিনি তাকে প্রদান করেছেন। এই হাদীসটির তুলনায় সালাত সম্পর্কিত বক্ষ্যমান হাদীসটি অধিক সহীহ। অথচ রোযা সম্পর্কিত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটির কারণে আলিমগণ রোযার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করা ও ভুলবশত আহার করার বিধানে পার্থক্য করে থাকেন। (সুতরাং সালাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত)।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রা) বলেন : সালাত পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করে ইমাম যদি কথা বলেন আর পরে জানতে পারেন যে, আসলে সালাত পূর্ণ হয় নি, তবে এমতাবস্থায় ইমাম অবশিষ্ট সালাত শেষ করবেন। সালাত আরো রয়ে গেছে এই কথা জেনে যদি কোন মুসল্লী কথা বলে, তবে সে নতুন করে সালাত আদায় করবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর যুগে ফরযসমূহের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতো। যুল-ইয়াদায়ন এই বিশ্বাসেই বলেছিলেন যে, সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে আর এই অবস্থা নেই। যুল-ইয়াদায়ন যে অর্থে কথা বলেছিলেন, বর্তমানে আর কারো সে অর্থে কথা বলার অবকাশ নাই। কারণ বর্তমানে আর সালাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান সম্ভাবনা নাই।

এই বিষয় ইমাম ইসহাক (র)-ও ইমাম আহমদ (র)-এর অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

অনুচ্ছেদ : পাদুকা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করা

২০০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ قُلْتُ

لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ۝

৪০০. আলী ইবন হুজর (র)....সাদিদ ইবন ইয়াযীদ আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পাদুকা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنُ

حُرَيْثٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَوْسِ الثَّقَفِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَطَاءِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَةَ ۝

قَالَ أَبُو عَاصِيٍّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবন আবী হাবীবা, আবদুল্লাহ ইবন আমর, আমর ইবন হুরায়স, শাদাদ ইবন আওস, আওস আস-সাকাফী, আবু হুরায়রা (রা) এবং বানু শায়বা-এর জনৈক আতা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা

৴৹- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ۝

৪০১. কুতায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজর ও মাগরিবের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَخُفَّاءِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحْمَةَ الْغِفَارِيِّ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ۝ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ۝

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ إِلَّا عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلْإِمَامِ

أَنْ يَدْعِيَ لِحَيَّوْشِ الْمُسْلِمِينَ ۝

এই বিষয়ে আলী, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবন আব্বাস, খুফাফ ইবন আয়মা ইবন রাহমা আল-গিল্লারী (রা) থেকে রিওয়াযাত বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : বারা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। রাসূল ﷺ-এর কতক সাহাবী ও অপরাপর কতক আলিমগণ ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমতও এ-ই।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : মুসলিমদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে ইমামুল মুসলিমীন ফজরের সালাতে দু'আ কুনূতের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর জন্য দু'আ করবেন। তাছাড়া ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত নাই [ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতও এ-ই]।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ

অনুচ্ছেদ : দু'আ কুনূত পাঠ না করা

২০২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَاقَةَ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْنُ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ قَالَ أَيْ بَنَى مُحَمَّدٌ ۝

৪০২. আহমদ ইবন মনী (র).... আবু মালিক আল-আশজাজি (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আমার পিতা (তারিক ইবন আশয়াম আল আশজাজি)-কে বললাম : হে আমার পিতা ! আপনি তো রাসূল ﷺ, আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। এমনভাবে এই কুফায়ও আপনি আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর পিছনে প্রায় পাঁচ বছর সালাত আদায় করেছেন। তাঁরা কি দু'আ কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেন : প্রিয় বৎস, এতো নব আবিষ্কৃত এক কাজ।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ قُنْتَ فِي الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ وَاخْتَارَ أَنْ لَا يَقْنُتَ ۝

وَلَمْ يَرِ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ إِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ بْنُ أَشْيَمٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করে থাকেন।

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী (র) বলেন, ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করাও ভাল, না করাও ভাল। তবে তিনি পাঠ না করার বিষয়টি গ্রহণ করেছেন।

ইবন মুবারক (র) ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করতে হবে বলে মনে করেন না।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু মালিক আল-আশজাজি-এর পূর্ণ নাম হ'ল সা'দ ইবন তারিক ইবন আশয়াম।

২০৩- حَدَّثَنَا مَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ بِهِ إِسْنَادُهُ نَحْوُهُ ۝

بِعْنَاهُ ۝

৪০৩. সালিহ ইবন আবদিল্লাহ (র).... আবু মালিক আল-আশজাজি (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হাঁচি আসলে

৩০৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ عَمْرِو أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ بِضْعَةٌ بِهَا ۝

৪০৮. কুতায়বা (র)...রিফাআ ইবন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একবার রাসূল ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করছিলাম। তখন আমার হাঁচি এল। আমি বললাম :

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرْضَى ۝

“সকল তারীফ আল্লাহর। তাঁরই জন্য অগণিত প্রশংসা। পবিত্রতা তাঁরই। পরম বরকতময় তিনি। আমার রব্ব যতটুকু হামদ পসন্দ করেন, যতটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট, তত হামদ তাঁরই।”

রাসূল ﷺ সালাতশেষে ফিরে বললেন : সালাতে কে কথা বলছিল ? কিন্তু কেউ উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার তিনি বললেন : সালাতে কে কথা বলছিল ? কিন্তু কেউ উত্তর দিলেন না। পরে তৃতীয়বার তিনি বললেন : সালাতে কে কথা বলছিল ? তখন রিফাআ ইবন রাফি ইবন আফরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ! আমি কথা বলছিলাম। তিনি বললেন : কি বলছিলে ? তিনি বললেন, আমি বলছিলাম : ... الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا ۝

নবী ﷺ বললেন : সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, ত্রিশেরও অধিক ফেরেশতা দৌড়ে এসেছেন কে আগে এর সওয়াব উঠিয়ে নিতে পারেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَوَالِدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّطَوُّعِ ۝

لَا نَغَيِّرَ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُوسِعُوا فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ۝

এই বিষয়ে আনাস, ওয়াইল ইবন হুজর ও আমির ইবন রাবীআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : রিফাআ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

কতক আলিম বলেন, এই হাদীসটি নফল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

একাধিক তাবিঈ বলেন : ফরয সালাতে যদি কারো ঝুঁচি আসে তবে সে মনে মনে হামদ করবে। তারা এর অধিক কিছু করার অবকাশ রাখেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কথা বলার বিধান রহিত হয়ে গেছে

৮০৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِمَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسَّكُوتِ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ ۝

৪০৫. আহমদ ইবন মানী (র)...যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূল ﷺ-এর পিছনে সালাতে কথাবার্তা বলতাম। সালাতরত একজন তার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর সাথে কথা বলত। শেষে আয়াত নাযিল হ'ল : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে নিশ্চুপ হয়ে" (২ : ২৩৮)।

অনন্তর আমরা চুপ থাকতে নির্দেশিত হলাম এবং আমাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হ'ল।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ۝

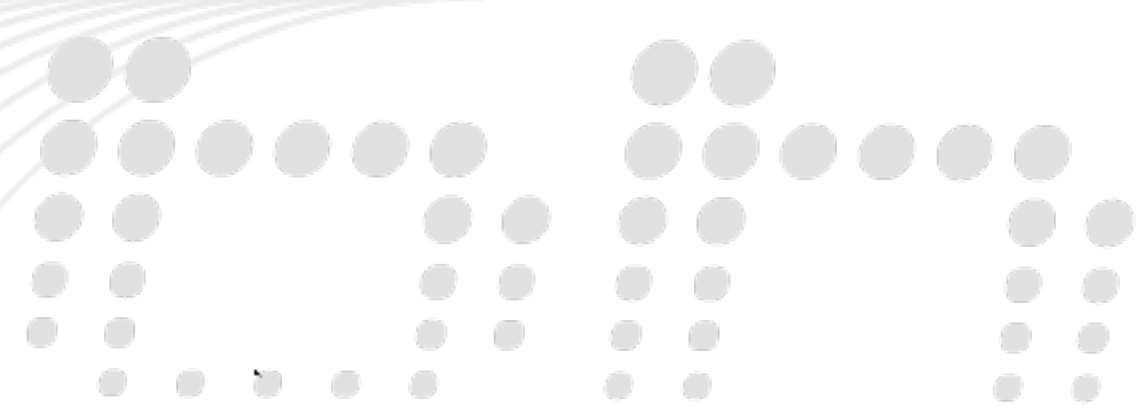
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَاسِيًا أَعَادَ

الصَّلَاةَ ۝ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ۝

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَجْزَاهُ ۝ وَبِهِ

يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ۝



বাংলা হাদিস

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ ও মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : যায়দ ইবন আরকাম (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : ইচ্ছা করেই হোক বা ভুলবশত কেউ যদি সালাতে কথা বলে, তবে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। (ইমাম আবু হানীফা), সুফইয়ান সাওরী ও ইবন মুবারক (র)-এর অভিমত এ-ই।

কেউ কেউ বলেন : কেউ যদি ইচ্ছা করে সালাতে কথা বলে, তবে তাকে পুনর্বার সালাত আদায় করতে হবে। আর যদি ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত কথা বলে, তবে এই সালাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَنِ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ : তাওবার জন্য সালাত

৴০৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ

الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُولُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الذَّنْبَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

৪০৬. কুতায়বা (র)...আসমা ইবন হাকাম আল-ফারারী-(র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল ﷺ থেকে যখন কোন হাদীস শুনতাম তখন আল্লাহ্ যতটুকু চেয়েছেন আমি এ দ্বারা ততটুকু উপকৃত হয়েছি। তাঁর কোন সাহাবী যখন আমার কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করেন আমি তাকে কসম করে বলতে বলি। তিনি কসম করলে আমি তা সত্য বলে গ্রহণ করে নিই। এখন যে হাদীসটি বলছি, সেটি আমাকে আবু বকর বর্ণনা করেছেন। আর আবু বকর অবশ্যই সত্য বলেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন গুনাহ করে বসে, এর পর সে উযু করে এবং সালাত আদায় করে ও আল্লাহর নিকট মাফ চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার গুনাহ মাফ করে দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ...

“আর যারা মন্দকাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি যুল্ম করে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চায় (তারাও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহ ব্যতীত কে গুনাহ মাফ করবে?” (৩ : ১৩৫)

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَمُعَاذٍ وَوَاثِلَةَ وَأَبِي الْيَسْرِ
وَإِسْمَهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو ○

قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ
الْمُغِيرَةِ ○

وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فَرَفَعُوهُ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ○
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ وَأَوْقَفَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ○
وَقَدْ رَوَى عَنْ مِسْعَرٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا أَيْضًا ○
وَلَا نَعْرِفُ الْأَسْمَاءَ بِنِ الْحَكَمِ حَدِيثًا مَرْفُوعًا إِلَّا هَذَا ○

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ, আবুদ-দারদা, আনাস, আবু উমামা, মু'আয, ওয়াসিলা ও আবুল ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবুল ইয়াসার (রা)-এর নাম হ'ল কা'ব ইবন আমর (রা)।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। উসমান ইবনুল মুগীরা সূত্রেই কেবল এটি বর্ণিত হয়েছে।

শু'বা এবং অন্যান্য রাবীও তার সূত্রে এই হাদীসটিকে আবু আওয়ানার মত মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুফইয়ান সাওরী ও মিসআর এটিকে মাওকুফ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। তারা রাসূল ﷺ পর্যন্ত এটিকে মারফু করেন নাই।

তবে মিসআর (র) থেকে মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

আর এই হাদীসটি ছাড়া আসমা ইবনুল হাকাম অন্য কোন মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের কখন সালাতের নির্দেশ দেওয়া হবে

٣٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ بِنِ سَبْعِ
سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا إِبْنُ عَشْرِ ○

৪০৭. আলী ইবন হুজর (র)....সাবরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সাত বৎসর হলে শিশুদের সালাত শিক্ষা দিবে আর দশ বৎসরের হলে এই বিষয়ে (প্রয়োজনবোধে) প্রহার করবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ○

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ سَبْرَةَ بِنْتِ مَعْبُدِ الْجَهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَعَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالَا مَا تَرَكَ الْغُلَامُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْ

الْمَلَاةِ فَإِنَّهُ يُعَيَّنُ ○

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَسَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبُدِ الْجَهَنِيِّ وَيُقَالُ هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সাবরা ইবন মা'বাদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম ও এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই। তারা বলেন, দশ বছর বয়স হওয়ার পর কোন শিশু সালাত পরিত্যাগ করলে তাকে তা অবশ্যই কাযা করতে হবে।^১

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সাবরা হলেন ইবন মা'বাদ আল-জুহানী এবং তাকে ইবন আওসাজাও বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ فِي التَّشَهُُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে পর উযূ নষ্ট হলে

١٠٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى الْمُتَّقِبِ مَرْثُويَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بْنُ أَنْعَمٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ

مَلَاتُهُ ○

৪০৮. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে যদি কারো উযূ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সালাত হয়ে যাবে।

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত হ'ল বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য এইরূপ কঠোর কথা বলা হয়েছে। বালগ হওয়ার পূর্বে কোন আমলই ফরয হয় না।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ وَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ ۝
 وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا ۝ قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
 فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهُّدَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَوْلُ
 الشَّافِعِيِّ ۝

وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهُّدْ وَسَلَّمْ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ قَامَ
 النَّبِيُّ ﷺ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهُّدْ ۝

وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهُّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ
 النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ فَقَالَ إِذَا فَرَعْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بْنُ أَنْعَمٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ
 يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়, এর সনদে ইয়তিরাব রয়েছে।

আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীস অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন : তাশাহুদ পরিমাণ সময় যদি কোন মুসল্লী বসে এবং সালামের পূর্বে তার উযু বিনষ্ট হয়ে যায়, তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে।

কতক আলিম বলেন : তাশাহুদ পাঠের পূর্বে বা সালামের পূর্বে যদি কারো উযু বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ-এর অভিমত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : যদি তাশাহুদ না পড়ে থাকে আর সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবে এই অবস্থায়ও তার সালাত হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, সালাত থেকে হালাল হওয়ার উপায় হ'ল সালাম। সালাতের ক্ষেত্রে তাশাহুদের বিষয়টি তো সালাম থেকেও নরম। রাসূল ﷺ একবার দুই রাকআতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে সালাত শেষ করেন কিন্তু তাশাহুদ আর পড়েননি।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) বলেন : যদি একজন তাশাহুদ পড়ে নেয় আর সালাম না-ও ফেরায়, তবু তার সালাত হয়ে যাবে। তিনি ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। ইবন মাসউদ (রা)-কে রাসূল ﷺ যখন তাশাহুদ শিখিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন : তুমি এ থেকে যখন ফারেগ হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ করে ফেললে।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, রাবী আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ হলেন ইফরিকী। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান ও আহমদ ইবন হাম্বল সহ কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ তাকে যঈফ বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ

অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির সময় নিজ নিজ বাসস্থানে সালাত আদায় করা

৴০৭- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَّا بَنَا مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ ۝

৪০৯. আবু হাফস আমর ইবন আলী (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। ঐ সময় একদিন আমরা খুব বৃষ্টির সম্মুখীন হই। তখন রাসূল ﷺ ঘোষণা দিয়ে বললেন, যার ইচ্ছা নিজ নিজ স্থানে সালাত আদায় করতে পারে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ وَسُورَةَ وَأَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُرَّةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالطَّيْنِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ رَوَى عَنْ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا ۝

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَمْ نَرِ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ الشَّاذِ كُوْنِي وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ۝

وَأَبُو الْمَلِيحِ إِسْمُهُ عَامِرٌ وَيَقُولُ زَيْدُ بْنُ أَسَامَةَ بْنُ عُمَيْرٍ الْهَذَلِيُّ ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর, সামুরা, আবুল মালীহ তার পিতার সূত্রে এবং আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা)

থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ বৃষ্টি ও কাদার কারণে জুমু'আ ও জামা'আতে শরীক না হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আমি আবু যুরআ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আফফান ইবন মুসলিম (র) আমর ইবন আলী (র) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেন : বসরায় এই তিনজনের চেয়ে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন আর কাউকে আমি দেখিনি : আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু শাযাকুনী, আমার ইবন আলী।

রাবী আবুল মালীহ ইবন উসামার নাম হ'ল আমির। যায়দ ইবন উসামা ইবন উমায়র আল-হুযালী বলেও কথিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي إِدْبَارِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত শেষে তাসবীহ

২১০- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتَقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ نَالَ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُمْ تَذَرُوكُمْ بِهِ مِنْ سَبْقِكُمْ وَلَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

৪১০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ইবনুশ শাহীদ বাসরী ও আলী ইবন হুজর (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : কতিপয় দরিদ্র সাহাবী রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে আরয করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা যেমন সালাত আদায় করি, ধনীরা (মুমিন)-ও তো তেমন সালাত আদায় করে, আমরা যেমন সিয়াম পালন করি, তারাও তো তেমন সিয়াম পালন করে। কিন্তু তাদের তো ধন-সম্পদ রয়েছে যা দিয়ে তারা দাস আযাদ করে, সাদকা-খয়রাত করে (আমরা তো তা পারি না)।

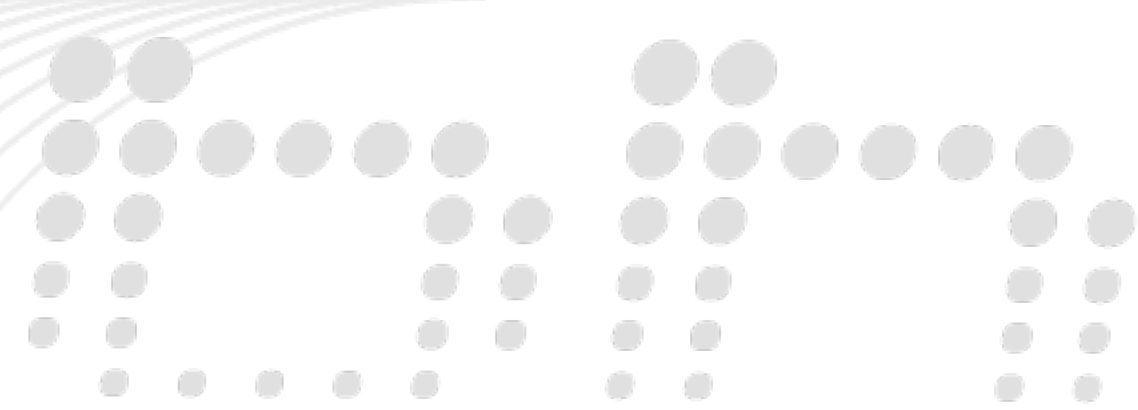
রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা যখন সালাত সম্পাদন করবে তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দশবার পাঠ করবে। এতে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদায় পৌছতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তী কেউ তোমাদের অগ্রে যেতে পারবে না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي ذَرٍّ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ○

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمَغِيرَةِ ○

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَصَلَتَانِ يَحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ○



বাংলা হাদিস

এই বিষয়ে কা'ব ইবন উজরা, আনাস, আবদুল্লাহ ইবন আমর, যায়দ ইবন সাবিত, আবুদ দারদা, ইবন উমর ও আবু যর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : দু'টি অভ্যাস এমন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি এই দু'টির সংরক্ষণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ লাভে : প্রত্যেক সালাতের শেষে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ, চৌত্রিশবার আল্লাহ আকবার পাঠ করবে; নিদ্রা গমনের সময় দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহ আকবার পাঠ করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطَّيْنِ وَالْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ : কাদা ও বৃষ্টিতে সওয়ারীর উপর সালাত আদায়

২১১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلَخِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ فَأَنْتَهَوْا إِلَى مَفِيقٍ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَمَطَرُوا السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ فَاذْنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهَرِ يَوْمِيْ إِيْمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ○

৪১১. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)...ইয়া'লা ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা একবার রাসূল ﷺ এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। চলতে চলতে তারা একটা সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন। সালাতের সময় হয়ে গেল। এমন সময় বৃষ্টি ঝরতে শুরু করে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের উপরে ঝরছিল বৃষ্টি আর নিচে ছিল কাদা। রাসূল ﷺ সওয়ারীতে আরোহী অবস্থায়ই আযান ও ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন। পরে নিজে আরোহী অবস্থায়ই সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাদের নিয়ে ইশারায় সালাত আদায় করলেন। রুকু-এর তুলনায় সিজদায় আরো বেশি ঝুঁকে আদায় করেছিলেন।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَقَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلَخِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ ○

○ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ○

○ وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ عَلَى دَابَّتِهِ ○

○ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব। কেবলমাত্র উমর ইবন রিমাহ আল-বালখী (র) এর রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই বর্ণনাটি ছাড়া তার আর কোন পরিচিতি নেই।

তবে একাধিক আলিম এই বিষয়ে রিওয়ায়াত করেছেন।

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি কাদা-পানিতে তার বাহনে আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করেছেন।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিमतও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত আদায়ে শ্রম স্বীকার করা

৮১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ

بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ اتَّكَلَفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقْدَرُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ○

৪১২. কুতায়বা ও বিশর ইবন মুআয (র)....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এমন সালাত আদায় করেছেন যে, তাঁর উভয় পা ফুলে গিয়েছিল। তখন তাঁকে বলা হ'ল : আপনি এত কষ্ট করছেন অথচ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিই তো মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন : তবে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُكَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন বান্দার সর্ব প্রথম হিসাব হবে সালাতের

৮১৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي

قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسَنِي بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ۝

৪১৩. আলী ইবন নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)-হুরায়স ইবন কাবীসা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি একবার মদীনাতে এলাম। দু'আ করলাম : হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য একজন নেক সঙ্গী লাভ সহজ করে দাও। পরে আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর দরবারে গিয়ে বসলাম। বললাম : একজন নেক সঙ্গী ছুটিয়ে দিতে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। মেহেরবানী করে আপনি রাসূল ﷺ থেকে যে হাদীস শুনেছেন তা আমাকে শুনান। হযরত আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন : আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফরযের মধ্যে যদি কোন ক্রটি দেখা যায়, তবে মহান প্রভু বলবেন : লক্ষ্য কর, আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? তা দিয়ে তার ফরযের যতটুকু ক্রটি আছে তা পূরণ করে দাও। পরে এতদনুসারেই হবে অন্যান্য সব আমলের অবস্থা।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ تَيْمِ الدَّارِيِّ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَكْبَابِ الْكُفَرِ

عَنِ الْكُفَرِ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ حُرَيْثٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَبِيصَةُ بِنِ حُرَيْثٍ ۝

وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا ۝

এই বিষয়ে তামীম আদ-দারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই সনদে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা)-এর রিওয়াযাতটি হাসান-গারীব।

অন্য সনদেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

হাসান বসরী (র)-এর শাগরিদের কেউ কেউ হাসান কাবীসা ইবন হুরায়স সূত্রে অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কাবীসা ইবন হুরায়সই হ'ল প্রসিদ্ধ।

আনাস ইবন হাকীম সনদে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে এরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ صَلَاتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السَّنَةِ وَمَالَهُ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত-দিনে বার রাকআত সুন্নাত সালাত আদায়ের ফযীলত

২১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زَيْادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السَّنَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ۝

৪১৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত বার রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিবেন : যোহরের পূর্বে চার রাকআত, এরপর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত এশার পর দু'রাকআত, ফজরের পূর্বে দু'রাকআত।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ ۝
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا عَائِشَةُ حَدَّثَنَا غَرِيبٌ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝
وَمُغِيرَةُ بْنُ زَيْادٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ ۝

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, আবু হুরায়রা, আবু মুসা ও ইবন উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সনদে গারীব।

কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ রাবী মুনীরা ইবন সিয়াদের সারণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

২১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنبَسَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُبَيِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ۝

৪১৫. মুহাম্মদ ইবন গায়লান (র) উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন; যে ব্যক্তি রাত-দিনের বার রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে : যোহরের পূর্বে চার রাকআত, এরপর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত, ভোরের সালাত ফজরের পূর্বে দু'রাকআত।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُبَيِّ حَبِيبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رَوَى عَنْ عَنْبَسَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে আশ্বাস সূত্রে বর্ণিত উম্মু হাবীবা (রা)-এর রিওয়াযাতটি হাসান-সহীহ।

আশ্বাস থেকে অন্য সনদেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত)-এর ফযীলত

২১৬- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ

بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৪১৬. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ (রা)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ফজরের দু'রাকআত সালাত দুনিয়া এবং এর সবকিছু থেকে উত্তম।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيِّ حَدِيثَ عَائِشَةَ

এই বিষয়ে আলী ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন; আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রা)-ও সালিহ ইবন আবদিল্লাহ আত্-তিরমিযী (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

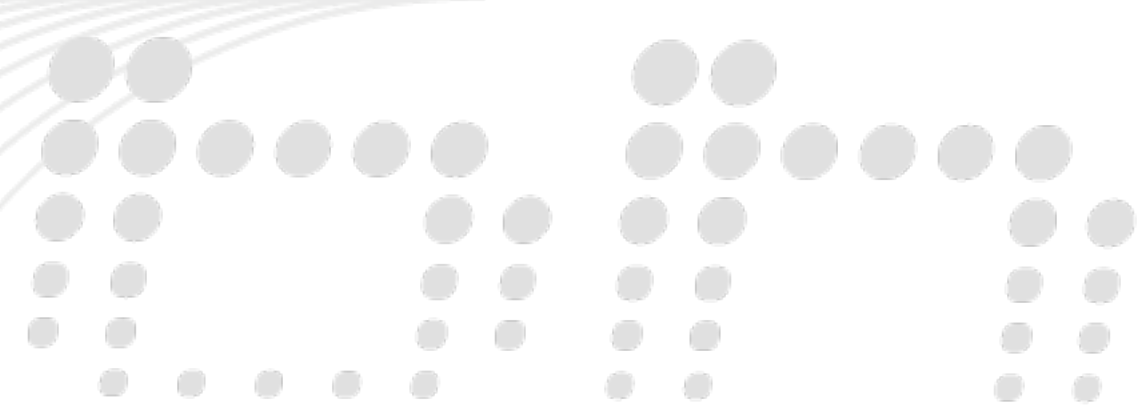
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِيهِمَا

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) সংক্ষিপ্ত করা এবং তাতে নবী ﷺ-এর ক্বিরআত

২১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ وَابْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي

إِسْحَقَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرِّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا

الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ



বাংলা হাদিস

৪১৭. মাহমুদ ইবন গায়লান ও আবু আশ্মার (রা)...ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একমাস পর্যন্ত রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করেছি। তিনি ফজরের পূর্বের দু'রাক আতে 'কুল ইয়া আযুহাল কাফিরুন' এবং 'কুল হওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَلَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ وَالْمَعْرُوفِ عِنْدَ النَّاسِ حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ۝

وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ قَالَ سَمِعْتُ بَنَدَارًا يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حِفْظًا مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ ۝

وَأَبُو أَحْمَدَ إِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ الْأَسَدِيُّ ۝

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা, ইবন আব্বাস, হাফসা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীসাহ তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। সাওরীর বরাতে আবু ইসহাকের রিওয়ায়াত আবু আহমাদের সনদ ব্যতীত আছে কিনা আমরা জানি না।

হাদীসবিদগণের নিকট প্রসিদ্ধ হ'ল ইসরাঈলের সূত্রে আবু ইসহাকের রিওয়ায়াত।

আহমদ....ইসরাঈল (র) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আবু আহমদ যুবারী হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত। রাবী বলেন, আমি বুন্দারকে বলতে শুনেছি, আবু আহমদ যুবারী থেকে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন আমি আর কাউকে দেখিনি।

আবু আহমদ আবু-যুবারী বিশ্বস্ত ও হাফিযুল হাদীস রাবী।

তাঁর নাম হ'ল, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন আয-যুবার, আল-কুফী আল-আসাদী।

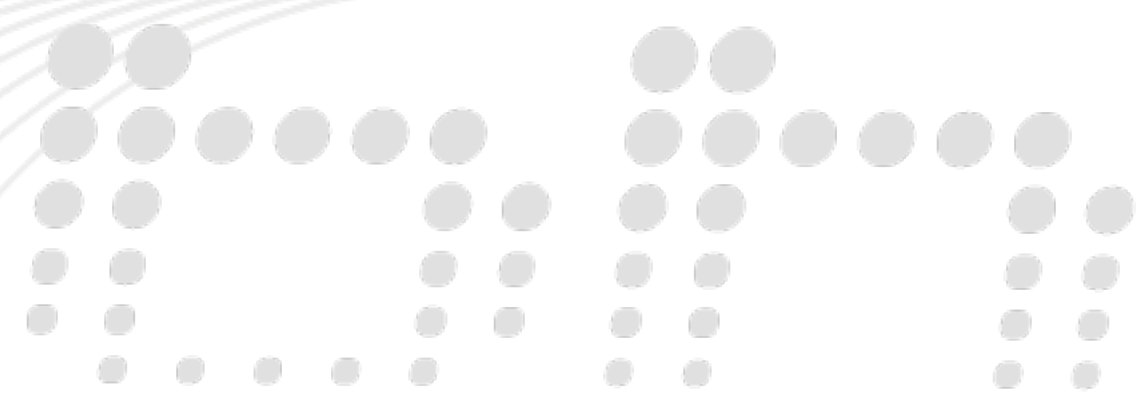
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাক আত সুন্নাতের পর কথা বলা

২১৮ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ

أَنْسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ

لَهُ إِلَى حَاجَةٍ كَلَّمَنِي وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ۝



বাংলা হাদিস

৪১৮. ইউসুফ ইবন ইসা আল-মারওয়াযী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজন থাকলে রাসূল ﷺ আমার সাথে কথা বলতেন, আর তা না হলে সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ সুবহে সাদিকের পর থেকে ফজরের সালাত আদায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর যিকর বা প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা বলা মাকরুহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : সুবহে সাদিকের পর ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত)
ব্যতীত অন্য কোন (নফল) সালাত নেই

২১৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ يَسَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ۝

৪১৯. আহমদ ইবন আব্দা আবু-খাব্বারী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সুবহে সাদিকের পর পর দু'সিজদা (দু'রাকআত সুন্নাত) ব্যতীত কোন সালাত নেই।

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ ۝

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَفْصَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ بْنِ مُوسَى وَرَوَى عَنْهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ ۝

وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرَهُوا أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ ۝

হাদীসটির মর্ম হলো, সুবহে সাদিকের পর দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত (নফল) কোন সালাত নাই।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর ও হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। কুদামা ইবন মুসা-এর সূত্র তীত এটির রিওয়ায়াত আছে বলে আমরা জানি না। তবে তার সনদে একাধিক রাবী এটি বর্ণনা করেছেন।

আলিমগণ এই বিষয়ে সকলেই একমত। ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়া সুবহে সাদিকের পর অন্য সালাত আদায় করা মাকরুহ বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাতের) পর শয়ন করা

৪২০ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ۝

৪২০. বিশ্র ইবন মু'আয আল-আক্দী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ রন : তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করে নেয়, তখন সে যেন ডান কাতে (কিছুক্ষণ) য থাকে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ۝

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا إِسْتِحْبَابًا ۝

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ; তবে সনদে গারীব।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার ঘরে রাসূল ﷺ যখন ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন ন এরপর ডান কাতে গুয়ে থাকতেন।

কতক আলিম এইরূপে শোয়া মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন।

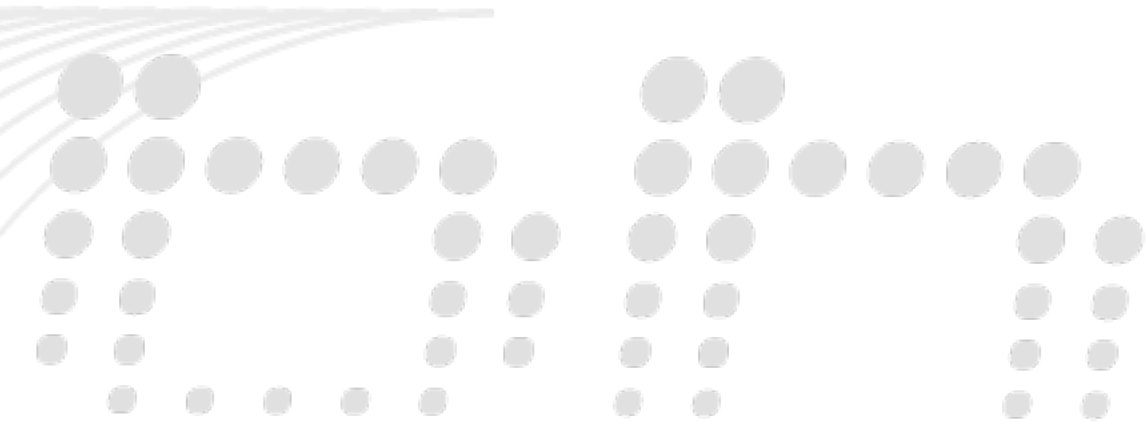
بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

অনুচ্ছেদ : যখন সালাতের ইকামত হয়ে যাবে তখন ফরয সালাত ছাড়া সালাত নাই

৪২১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ دَاوُدَ

قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ

الْمَكْتُوبَةُ ۝



৪২১. আহমদ ইবন মানী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত নাই।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ إِبْنِ بُحَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ
قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهَكَذَا رَوَى أَيُّوبُ وَوَرَقَاءُ بْنُ عَمْرٍو وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُكَادَةَ عَنْ عَمْرٍو
بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ
أَصَحُّ عِنْدَنَا

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَنْ لَا
يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ۝ وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
رَوَاهُ عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقَتْنِيَانِيُّ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هَذَا

এই বিষয়ে ইবন বুহায়না, আব্দুল্লাহ ইবন আমর, আব্দুল্লাহ ইবন সারজিস, ইবন আব্বাস এবং আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আয়্যুব, ওয়ারকা ইবন উমর, যিয়াদ ইবন সা'দ, ইসমাইল ইবন মুসলিম এবং মুহাম্মদ ইবন জুহাদা ও আমর ইবন দীনার (র)আতা ইবন ইয়াসার....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাম্মাদ ইবন যায়দ ও সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র)-ও আমর ইবন দীনার (র) থেকে একটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তারা এটি মারফু হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি। তবে মারফু হিসাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই আমাদের মতে অধিক সহীহ।

সাহাবী এবং অন্যান্য আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন যে, যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন কেউ ফরয ব্যতীত কোন সালাত আদায় করবে না। সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত ও এ-ই।^১

এই হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

আয়্যাশ ইবন আব্বাস আল-কিতয়ানী আল-মিসরী (র)-ও আবু সালামা সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : জামাআত হারানোর আশংকা না হলে ফজরের দু'রাকআত সনাত এই সময়ও পড়া যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ تَفَوُّتُهُ الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : কারো যদি ফজরের পূর্বের দু'রাকআত (সুন্নাত) ছুটে যায়
তবে ফজরের ফরযের পর তা আদায় করবে

২২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَالدَّرَاقُ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ الصُّبْحِ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ مَهْلًا يَا قَيْسُ أَصَلَّاتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ قَالَ فَلَا إِذَا

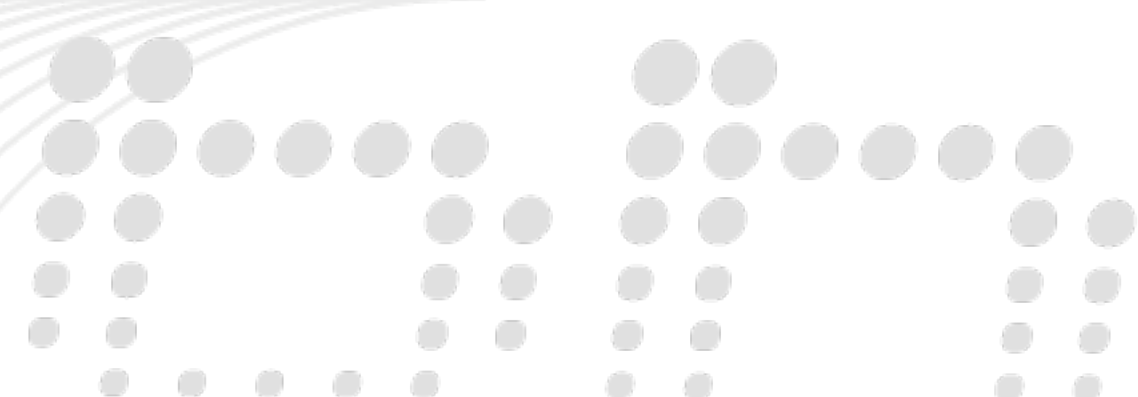
৪২২. মুহাম্মদ ইবন আমর আস্.সাওয়াক (র.)....কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। সালাতের ইকামত দেওয়া হলো, আমিও তাঁর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত থেকে ফিরে তিনি আমাকে সালাতরত দেখতে পেলেন। বললেন : হে কায়স! থাম, একই সাথে দুই সালাত ড়ছ! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি ফজরের দু'রাকআত সুন্নত পড়তে পারিনি। তিনি বললেন : তা হলে সুবিধা নেই।

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ○
وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا ○

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَكْتُومِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ○
قَالَ وَقَيْسٌ هُوَ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَيُقَالُ هُوَ قَيْسُ بْنُ عُمَرَ وَيُقَالُ هُوَ قَيْسُ بْنُ فَهْلٍ وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ ○
وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا ○

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ○



ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সা'দ ইবন সাঈদের সনদ ব্যতীত মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র)-এর হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

সুফইয়ান ইবন উয়ায়না বলেন : আতা ইবন আবী রাবাহ এই হাদীসটি সা'দ ইবন সাঈদ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত।

মক্কাবাসী আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফরযের পর দু'রাকআত কাবলাল ফজর সুনাত আদায় করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সা'দ ইবন সাঈদ হলেন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর ভাই।

কায়স (রা) হলেন ইয়াহিয়া ইবন সাঈদ-এর পিতামহ। বলা হয় তিনি হলেন কায়স ইবন আমর; কথিত আছে যে, তিনি হলেন কায়স ইবন ফাহদ।

এই হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। রাবী মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আত-তায়মী (র) সরাসরি কায়স (রা) থেকে হাদীস শোনেননি।

কেউ কেউ এই হাদীসটি সা'দ ইবন সাঈদ সূত্রে মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বের হয়ে কায়স (রা)-কে দেখলেন....।

আর এ বক্তব্যটি আবদুল আযীয ... সা'দ ইবন সাঈদ সূত্রে বর্ণিত বক্তব্য থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعَادَتَيْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ : ফরযের পূর্বে ফজরের দু'রাকআত (সুনাত) আদায় না করা
গেলে সূর্যোদয়ের পর এই দু'রাকআত আদায় করা

২২৩ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَيُّهُمَا بَعْدَ مَا تَطَلَّعَ الشَّمْسُ ۝

৪২৩. উক্বা ইবন মুকরাম আল-আম্মী আল-বাসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি ফরযের পূর্বে ফজরের দু'রাকআত আদায় না করে থাকে, তবে সে যেন সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝
وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبْنُ الْجُبَارِكِ وَالشَّافِعِيُّ
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هَذَا إِلَّا عَمْرُو بْنُ
عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ ۝

وَالْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সূত্র ছাড়া আমরা হাদীসটি সম্পর্কে কিছু জানি না।

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই ধরনের আমল করেছেন।

কতক আলিমও এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। সুফইয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ও ইবন মুবারকেরও অভিমত এ-ই। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই সনদে হাম্মাম (র) থেকে আমরা ইবন আসিম আল-কিলাবী (র) ছাড়া আর কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

প্রসিদ্ধ হল কাতাদা....নায়র ইবন আনাস....বশীর ইবন নাহীক....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি :
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাকআত যদি কেউ পায়, তবে সে ফজরের
সালাত পেল।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহরের পূর্বে চার রাকআত

৪২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ
بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ۝

৪২৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ যোহরের পূর্বে
চার রাকআত এবং এরপর দু'রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

قَالَ أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ

حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الْحُرثِ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُصَلِّيَ

الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِثْنِي مِثْنِي يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ۝

এই বিষয়ে আয়েশা ও উম্মু হাবীবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আবু বকর আল-‘আত্তার (র)...সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : হারিস (আল-আওয়ার)-এর রিওয়াযাতের তুলনায় রাবী আসিম ইবন যামরার রিওয়াযাত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন তা আমরা জানি।

অধিকাংশ সাহাবী এবং পরবর্তী আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। যোহরের পূর্বে চার রাকআত আদায় করা পসন্দীয় বলে তারা মনে করেন। (ইমাম আবু হানীফা), সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুরাবক ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

কতক আলিম বলেন : রাতের হোক বা দিনের, (ফরয ছাড়া অন্যান্য) সালাত হলো দু‘রাকআত দু‘রাকআত করে। তারা প্রতি দু‘রাকআতের মাঝে ব্যবধান হওয়ার অভিমত পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ ও আহমদের অভিমত এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহরের পর দু‘রাকআত

২২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ۝

৪২৫. আহমদ ইবন মানী (র)...ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল -এর সঙ্গে যোহরের পূর্বে দু‘রাকআত এবং এর পর দু‘রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا صَحِيحٌ ۝

এই বিষয়ে আলী ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

بَابٌ مِنْهُ آخَرٌ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

২২৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ الْعَتَكِيُّ الْمُرُوزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ

الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ ۝

৪২৬. আব্দুল ওয়ারিস ইবন উবায়দুল্লাহ্ আল-আতাকী আল-মারওয়াযী (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ যোহরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) আদায় না করতে পারলে যোহরের পর তা আদায় করতেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ نَحْوَهُ هَذَا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ هَذَا ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্রেই আমরা ইবন মুবারক (র)-এর রিওয়ায়াত সম্পর্কে জানতে পারি।

কায়স ইবনুর রাবী (র) শু'বা....খালিদ আল-হাজযা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) থেকে খালিদ মাল-হাজযা ছাড়া আর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা (র) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪২৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيثِيِّ عَنْ أَبِي عَنِ عَنَبَسَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أُخْتِ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهُ أَرْبَعًا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ۝

৪২৭. আলী ইবন হুযর (র)....উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত এবং এর পর চার রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই সূত্র ছাড়াও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

৪২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ التَّنَسِينِيُّ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ الْحَرِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَنَبَسَةَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ أُخْتِي أُخْتِ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَافَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ۝

৪২৮. আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আল-বাগদাদী (র)....আন্বাসা ইবন আবী সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বোন রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূল

ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিয়মিত যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং এরপর চার রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَعَاوِيَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ شَامِيٌّ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি হাসান-সহীহ এবং এই সনদে গরীব।

রাবী কাসিম হলেন ইবন আব্দুর রহমান। আবু আব্দুর রাহমান তার উপনাম। তিনি ছিলেন আব্দুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়ার মাওলা বা আযাদকৃত দাস। শামে বসবাস করতেন। তিনি সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী এবং প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ আবু উমামার শাগ্রিদ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : আসরের পূর্বে চার রাকআত

৩২৭- حَدَّثَنَا بَنُو أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْضِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ۝

৪২৯. বুন্দার মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)...আলী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আসরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) আদায় করতেন। মাঝে (তাশাহুদ পাঠকালে) আল্লাহর মুকাররাব ফেরেশতা ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও মুমিনাদের উপর সালাম পেশ করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثٌ عَلَى حَدِيثٍ حَسَنٌ ۝

وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ لَا يَفْضَلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ إِسْحَاقُ وَمَعْنَى أَنَّهُ يَفْضِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ يَعْنِي التَّشَهُدَ ۝

وَرَأَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي يَخْتَارُ أَنْ يَفْضَلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর ও আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আসরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত দু'রাকআত করে) আলাদা আলাদা ন করার বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি আলী (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এই হাদীসে উল্লেখিত “সালাম দ্বারা এর মাঝে ব্যবধান করতেন” কথাটির মর্ম হল তিনি দু'রাকআত-এর মাঝে তাশাহু পঠ করতেন।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এর অভিমত হল, রাত ও দিনের (নফল) সালাত হবে দুই-দুই রাকআত করে সুতরাং তারা আসরের পূর্বেও এই ক্ষেত্রে দু'রাকআত করে আলাদা আলাদা আদায় করা পসন্দ করেন।

২৩০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَمَعْمُودُ بْنُ غِيلَانَ وَاحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الْوُاحِدُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيْلَسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَلَّا رَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ۝

৪৩০. ইয়াহইয়া ইবন মুসা, আহমদ ইবন ইবরাহীম, মাহমুদ ইবন গায়লান প্রমুখ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন যে ব্যক্তি আসরে পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) আদায় করে।

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের দু'রাকআত (সুন্নাত) এবং এর কিরাআত

২৩১- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ مَا أَحْصَى مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ لِلَّهِ أَحَدٌ ۝

৪৩১. আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (রা)....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি কতবার যে রাসূল ﷺ-কে পাঠ করতে শুনেছি তা গুণতে পারব না, তবে আমি অসংখ্যবার শুনেছি তিনি মাগরিবের পর দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এবং قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ পাঠ করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمٍ ○

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। আব্দুল মালিক ইবন মা'দান....আসিম (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : এই দু'রাকআত ঘরে আদায় করা

২২২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ ○

৪৩২. আহমদ ইবন মানী' (রা)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর ঘরে মাগরিবের পর দু'রাকআত (সুনাতে) আদায় করেছি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ○
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

এই বিষয়ে রাফি ইবন খাদীজ ও কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

২২৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيْهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا كَانَتْ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ ○

৪৩৩. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ালী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাত-দিনে দশ রাকআত (ফরয ব্যতীত) সালাত আদায় করতেন বলে আমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত রেখেছি.... যোহরের পূর্বে দু'রাকআত, এর পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত আর উশুল মু'মিনীন হাফসা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ফজরের পূর্বে দু'রাকআত আদায় করতেন।

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

বাংলা হাদিস

২৩২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ۝

৪৩৪. হাসান ইবন আলী (র)...ইবন উমর (রা) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের পর ছয় রাকআত (নফল) সালাত আদায়ের ফযীলত

২৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ۝

৪৩৫. আবু কুরায়ব অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনুল আলা আল-হামদানী আল-কূফী (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি মাগরিবের পর ছয় রাকআত (নফল) আদায় করে এবং এর মাঝে সে যদি কোন মন্দ কথা না বলে, তবে তাকে বার বছর ইবাদত করার সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ نِتًّا فِي الْجَنَّةِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ ۝

قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعْفُهُ جِدًّا ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : মাগরিবের পর কেউ যদি বিশ রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। যায়দ ইবনুল হুবাব....উমর ইবন আবী খাসআম সূত্র ছাড়া এটি বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি, উমর ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবী খাসআম মুনকারুল হাদীস (তাঁর হাদীস প্রত্যাখ্যাত)। তিনি তাকে খুবই যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ : এশার পর দু'রাকআত

২৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رُكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ ۝

৪৩৬. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)...আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন : রসূল ﷺ যো হরের পূর্বে দু'রাকআত, এরপর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

এই বিষয়ে আলী ও ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ : সালাতুল লায়ল (রাতের নফল) সালাত হ'ল দু'রাকআত দু'রাকআত করে

২৩৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وَتَرًّا ۝

৪৩৭. কুতায়বা (র)...ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রাতের সালাত হ'ল দু'রাকআত করে। তবে ভোর হয়ে যাওয়ার যদি আশংকা হয় তবে এক রাকআত যোগ করে বিতর পড়ে নিবে। বিতরকে তুমি তোমার শেষ সালাত বানাবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَهُوَ قَوْلُ صَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ
بَارَكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে আমর ইবন আবাসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। রাতের সালাত হ'ল দু'রাকআত করে। এ হ'ল সুফই সাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল লায়লের ফযীলত

২৩৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْفَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي
زُرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
رِيضَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ ۝

৪৩৮. কুতায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রমযান মাসের
আঘ্লাহর মাস মুহররমের রোযা হ'ল সবচেয়ে আফযাল আর ফরযের পর সবচেয়ে ফযীলতের হ'ল রাতের সালাত

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَبِلَالٍ وَأَبِي أُمَامَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَأَبُو بَشِيرٍ إِسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةٍ وَأَسْمُ أَبِي وَحْشِيَّةٍ إِيَّاسٌ ۝

এই বিষয়ে জাবির, বিলাল ও আবু উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবু বিশর-এর নাম হ'ল জা'ফর ইবন ইয়াস। ইনিই হলেন জা'ফর ইবন ওয়াহশিয়া।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর সালাতুল লায়লের বিবরণ

২৩৯- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
نُبَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ
نَتَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا

فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوَّلِهِنَّ ثُمَّ يَصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوَّلِهِنَّ ثُمَّ يَصَلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ
عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَنَا قَبْلَ اَنْ تُؤْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنْ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ۝

৪৩৯. ইসহাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)...আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন রমযানে রাসূল ﷺ-এর সালাত ছিল কেমন? উত্তরে তিনি বললেন : রমযান বা অন্যান্য মাসে রাসূল ﷺ এগার রাকআতের বেশি সালাত আদায় করতেন না। (প্রথম) চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এ যে কত সুন্দর ছিল এবং কত দীর্ঘ হতো সে সম্পর্কে আমায় তোমরা জিজ্ঞেস করো না। এরপর আরো চার রাকআত আদায় করতেন। এ যে কত সুন্দর ছিল এবং কত যে তা দীর্ঘ হতো সে সম্পর্কে তোমরা আমায় জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) আদায় করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়েন? তিনি বললেন : হে আয়েশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় আমার হৃদয় ঘুমায় না।

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৪৩৮- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ
مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْيَمِينِ ۝

৪৪০. ইসহাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাতে এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে এক রাকআত বিতর হিসাবে করতেন। এই সালাত সম্পাদনের পর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

৪৩৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ ۝

৪৪১, কুতায়বা (র)...ইবন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

৪৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبْعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ۝

৪৪২. আবু কুরায়ব (র)...ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাতে তের রাকআত সালাত আদায় করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝
وَأَبُو جَمْرَةَ الضَّبْعِيُّ إِسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضَّبْعِيُّ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু জামরা আয-যুবাঈ-এর নাম হলো নাসর ইবন ইমরান আয-যুবাঈ।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

২২৩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ
الَّتِي كَانَتْ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ۝

৪৪৩. হানাদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাতে নয় রাকআত সালা
আদায় করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ۝
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

এই বিষয় আবু হুরায়রা, যায়দ ইবন খালিদ ও ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সনদে হাসান-সহীহ-গারীব।

২২২- رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوُ هَذَا حَدَّثَنَا بِنُ لِكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ أَدَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ۝

৪৪৪. সুফইয়ান সাওরী (র)-ও আমাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَكَثُرَ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً نَحْوَ الْوُثْرِ وَأَقْلَ مَا
يُمْفَ مِنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : সালাতুল লায়ল সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত সর্বাধিক হ'ল
বিতরসহ তের রাকআত আর সর্ব নিম্ন পরিমাণ হ'ল নয় রাকআত।

بَابٌ إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ صَلَّى بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ সালাতুল লায়ল না পড়ে শুয়ে গেলে দিনে আদায় করে নিতেন

২২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ
الَّتِي كَانَتْ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ
رَكْعَتَيْنِ ۝

৪৪৫. কুতায়বা (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ যদি ঘুম বা তন্দ্রার কারণে রাতের সালাত পূরা না করতে পারতেন তবে দিনে বার রাকআত আদায় করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَعْدُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ○
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ الْمِثْنَى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ كَانَ زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَكَانَ يَوْمًا فِي بَنِي قُشَيْرٍ فَقَرَأَ يَوْمًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ -
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمًا عَسِيرٌ خَرَّ مَيِّتًا فَكُنْتُ فِيهِمْ إِحْتِمَلُهُ إِلَى دَارِهِ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী সা'দ হলেন ইবন হিশাম ইবন আমির আল-আনসারী। হিশাম ইবন আমির (রা) ছিলেন রসূল ﷺ-এর সাহাবী।

আব্বাস ইবন আবদিল আযীম আল-আম্বারী (র)...বাহয ইবন হাকীম (র) থেকে বর্ণিত যে, যুরারা ইবন আওফা (র) ছিলেন বসরার কাযী। তিনি বনু কুশায়র-এ ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ফজরের সালাতে নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং তখনই ইত্তিকাল করেন :

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ - فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ○

“যে দিন ফুৎকার দেওয়া হবে শিঙ্গায়, সেই দিন হবে এক সংকটময় দিন” (৭৪ : ৮) যারা তাঁর লাশ তাঁর ঘরে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, আমি তাদের একজন ছিলাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَزُولِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন

২২৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْكَندَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ فَلَا يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيَ الْفَجْرُ ○

৪৪৬, কুতায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন : আমিই রাজাধিরাজ, যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাককে কবুল করি, যে আমার কাছে যাত্রা করে আমি তাকে দেই, যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। ফজরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَرَفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ وَجَبْرِ بْنِ مَطْعِمٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجِهٍ كَثِيرَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ ۝

এই বিষয়ে আলী ইবন আবু তালিব, আবু সাঈদ, রিফাআ আল-জুহানী, জুবায়র ইবন মুতঈম, ইবন মাসউদ, বুদ্ দারদা এবং উসমান ইবন আবিল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন শিষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা নেমে আসেন..... এই রিওয়াযাতটিই সবচেয়ে সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাতের কিরাআত

২২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ هُوَ السَّالِحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَـ

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي مَرْثُ بَكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ إِنِّي أَسْمَعُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ أَرْفَعُ قَلِيلًا وَأَلْعَمَرُ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ قَالَ إِنِّي أَوْقِظُ الْوَسْطَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ۝ اخْفِضْ قَلِيلًا ۝

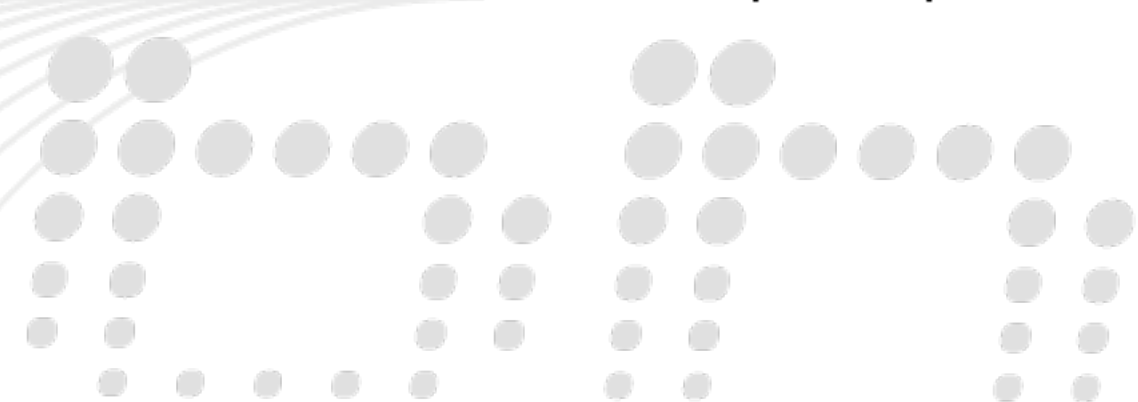
৩৩৭: মাহমূদ ইবন গায়লান (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল ﷺ আবু বাকর-কে বললেন : আমি আপনার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনি তখন তিলাওয়াত করছিলেন। তবে আপনার স্বর নীচু ছিল। তিনি বললেন : আমি যে সত্তার সাথে কথোপকথন করছিলাম (আল্লাহ) তাঁকেই অবশ্যই াচ্ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন : আপনার আওয়াজকে আরেকটু উঁচু করবেন।

পরে উমর (রা)-কে বললেন : আমি আপনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি তখন তিলাওয়াত করছিলেন। আপনার স্বর অত্যন্ত উঁচু ছিল। তিনি বললেন : আমি নিদ্রাতুরদেরকে জাগাচ্ছিলাম আর শয়তানকে বিতাড়িত ালাম। রাসূল ﷺ বললেন : আপনি আপনার আওয়াজ আরেকটু নীচু করবেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِيٍّ وَأَنْسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۝ وَإِنَّمَا أَسْنَدُهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَ

النَّاسِ إِنَّمَا رَوَاهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ مُرْسَلًا ۝



বাংলা হাদিস

এই বিষয়ে আয়েশা, উম্মু হানী, আনাস, উম্মু সালামা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে আবু কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি (৪৪৭ নং) গারীব। এটিকে কেবল ইয়াহইয়া ইবন ইসহাক (র) হাম্মাদ ইবন সালামা (র) থেকে মুদনাদ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ রাবী এই হাদীসটিকে সাবিত....আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ (রা) সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

২২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَيَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً ۝

৪৪৮. আবু বাক্র মুহাম্মদ ইবন নাফি আল-বাসরী (র)আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআনের একটি আয়াতেই রাত কাটিয়ে দিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

২২৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ فَقَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رَبِّمَا أَسَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَرَبِّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً ۝

৪৪৯. কুতায়বা (র)....আবদুল্লাহ ইবন আবী কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূল ﷺ-এর রাতের কিরআত কিরূপ হ'ত?

তিনি বললেন : কোন সময় তিনি কিরআত আস্তে করতেন আবার কোন সময় জোরেও করতেন, এই সব ধরনের নমুনাই তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। বললাম : আল্লাহরই সব প্রশংসা, তিনি তাঁর দীনের বিষয়ে বান্দাদের জন্য রেখেছেন বেশ অবকাশ।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ۝

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি সহীহ-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : নফল সালাত ঘরে আদায় করার ফযীলত

২৫০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ۝

৪৫০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ফরয সালাত ছাড়া বাকী সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করাই সর্বোত্তম ।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي عَمْرِو
عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَيْنِيِّ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي رَوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ - فَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي النَّظَّ
مِ بْنِ أَبِي النَّظَّارِ مَرْفُوعًا

وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّظَّارِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمُ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ أَصَحُّ

এই বিষয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, ইবন উমর, আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ ও যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : যায়দ ইবন সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান ।

এই হাদীসটির বর্ণনায় মতবিরোধ রয়েছে । মুসা ইবন উক্বা ও ইবরাহীম ইবন আবিন-নাযর এটি মারফু' সেবে আবার কেউ কেউ এটিকে মাওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন ।

মালিক ইবন আবিন-নাযরও এটিকে রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু মারফু' হিসেবে তিনিও বর্ণনা করেননি । মারফু' সেবে এটির রিওয়ায়াতই অধিক সহীহ ।

٤٥١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورًا

৪৫১. ইসহাক ইবন মানসূর (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা গমাদের ঘরে (ফরয ব্যতীত অন্যান্য) সালাত আদায় কর । ঘরকে কবর বানিয়ে রেখো না ।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ ।

أَبْوَابُ الْوُتْرِ

বিতর অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْوُتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের ফযীলত

২৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزُّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةٍ الزُّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ الْوُتْرِ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ۝

৪৫২. কুতায়বা (র)...খারিজা ইবন হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার রাসূল ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে ইরশাদ করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রক্ত বর্ণের বহু উট থেকেও তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এই সালাতটি হ'ল বিতর। এশার সালাত ও সুবহে সাদিক উভয়ের মধ্যবর্তী সময়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য তোমাদের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ۝

وَقَدْ وَفَّرَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزُّرْقِيِّ وَهُوَ وَهَرٌ فِي هَذَا ۝

وَأَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ إِسْمُهُ حَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ جَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ وَلَا يَصِحُّ ۝
وَأَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ رَجُلٌ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ ۝

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবন আমর, বুয়ায়দা, আবু বাসরা গিফারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : খারিজা ইবন হুযাফা বর্ণিত হাদীসটি গারীব। ইয়াযীদ ইবন আব্ব হাবীরের সূত্র ছাড়া এটা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

এই হাদীসটির বেলায় কোন কোন হাদীসবেত্তা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। রাবী আবদুল্লাহ ইবন রাশিদ যাওফীকে আয-যুরাকীকপে উল্লেখ করেছেন। অথচ তা ঠিক নয়।

আবু বাসরা আল-গিফারী হলেন জুমায়ল ইবন বাসরা; কেউ কেউ তাঁকে জামীল ইবন বাসরা বলেন, যা সঠিক নয়।

আর আবু বাসরা আল-গিফারী হলেন আবু যর গিফারী (রা) থেকে সর্বশেষ বর্ণনাকারী। ইনি আবু যর গিফারী (রা)-এর ভাতুষ্পুত্র।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوِثْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ

অনুচ্ছেদ : বিতর ফরয নয়

২৫২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوِثْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةَ وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ فَأَوْتَرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ۝

৪৫৩. আবু কুরায়ব (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : ফরয সালাতের মত বিতর জরুরী নয়। রাসূল ﷺ এর পদ্ধতি প্রচলিত রেখে গেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ হচ্ছেন বিতর বা বেজোড়, তিনি বেজোড় হওয়াকে পসন্দ করেছেন। সুতরাং হে কুরআনপন্থীগণ! তোমরা বিতর আদায় কর।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثٌ عَلَى حَدِيثٍ حَسَنٌ ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর, ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

২৫২- وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوِثْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سَنَّ سَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ۝

৪৫৪. সুফইয়ান সাওরী প্রমুখ (র)....আসিম ইবন যামরা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেছেন : ফরয সালাতের অনুরূপ বিতরের সালাত অবশ্য করণীয় নয়। এ হ'ল রাসূল ﷺ প্রচলিত এক সুনাত।

২৫৫- حَدَّثَنَا بِنْدُكَ بْنُ أَرْحَنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ۝

৪৫৫. বুন্দার (ব) সুফইয়ান সাওরী (র) থেকে আমাদের কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ ۝

وَقَدْ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ ۝

এই রিওয়ায়াতটি আবু বাকর ইবন আয়্যাশ (র)-এর রিওয়ায়ত (৪৫২ নং) থেকে অধিক সহীহ।

মানসূর ইবনুল মু'তামির (র)-ও আবু ইসহাক (র)-এর সূত্রে আবু বাকর ইবন আয়্যাশ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوُتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া পসন্দনীয় নয়

২৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنْ

الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ۝

৪৫৬. আবু কুরায়ব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে নিদ্রাগমনের পূর্বে বিতর আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

قَالَ عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ ۝

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَأَبُو ثَوْرٍ الْأَزْدِيُّ اسْمُهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ۝

وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ لَا يَنَامَ الرَّجُلُ حَتَّى يُوتِرَ

وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ وَمَنْ

طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ

وَهِيَ أَنْفَلُ ۝

حَدَّثَنَا بِنْدُكَ هَذَا حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

ঈসা ইবন আবী আয্যা বলেছেন : ইমাম শা'বী রাতের প্রথমভাগেই বিত্ৰ আদায় করতেন। পুণ্ডতে যেতেন।

এই বিষয়ে আবু যর আল-গিফারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সনদে হাসান-গারীব।

রা'বী আবু সাওর আল-আযদী-এর নাম হ'ল হাবীব ইবন আবী মুলায়কা।

কতক সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিম বিত্ৰ আদায় না করে নিদ্রা গমন করা পসন্দ করতেন না।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন : কারো যদি আশংকা হয় যে, সে শেষরাতে জাফ্র হতে পারবে না, তবে সে যেন রাতের প্রথমদিকেই বিত্ৰ আদায় করে নেয়। আর শেষরাতে সালাতে দাঁড়ানোর যা কারো বাসনা থাকে, তবে তা তখন আদায় করাই আফযাল। কারণ শেষরাতের কুরআন তিলাওয়াতে রহমতে ফেরেশতারা হাযির হন।

হান্নাদ (র)...জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

অনুচ্ছেদ : রাতের প্রারম্ভে ও শেষভাগে বিত্ৰ আদায় করা

৮৫৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ أَنْتَهَى وَتَرَهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحْرِ ○

৪৫৭. আহমদ ইবন মানী' (র)...মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূল ﷺ-এ বিত্ৰ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন : রাতের শুরু, মাঝে, শেষে সব ভাগেই তিনি বিত্ৰ আদায় করেছেন। শেষে মৃত্যুর আগে আগে তিনি সেহরীর সময় বিত্ৰ আদায় করতেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى أَبُو حَصِينٍ إِسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الْأَسَدِيُّ ○
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي قَتَادَةَ ○
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ يَعْزُ أَهْلُ الْعِلْمِ الْوُتْرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ○

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী আবু হাসীনের নাম হ'ল উসমান ইবন আসিম আল-আসদী।

এই বিষয়ে আলী, জাবির, আবু মাসউদ আল-আনসারী ও আবী কাতাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন : বিত্ৰ হ'ল শেষ রাতে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِسَبْعٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্র সাত রাকআত

২৫৮- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ

سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةِ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعَفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ۝

৪৫৮, হান্নাদ (র)....উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ তের রাকআত বিত্র করতেন কিন্তু যখন তাঁর বয়স বেশি হয়েছিল এবং তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন সাত রাকআত বিত্র করতেন।^১

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْوُتْرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةٍ وَاحِدِي عَشْرَةٍ وَتِسْعٍ وَسَبْعٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاثٍ

وَوَاحِدَةٍ ۝

قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَعْنَى مَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةٍ قَالَ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ

كَانَ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةِ رَكْعَةً مَعَ الْوُتْرِ فَتُسَبِّحُ صَلَاةُ اللَّيْلِ إِلَى الْوُتْرِ ۝

وَرَوَى فِي ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ عَائِشَةَ ۝

وَاحْتِجَّ بِمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ، أَوْتَرُوا يَا هَٰؤُلَاءِ الْقُرَّانِ قَالَ، إِنَّ مَعْنَى بِدِقَائِمِ اللَّيْلِ

يَقُولُ إِنَّمَا قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى أَصْحَابِ الْقُرْآنِ ۝

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মু সালামা বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন ও এক রাকআত বিত্র আদায় করেছেন।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম বলেন : “রাসূল ﷺ তের রাকআত বিত্র আদায় করতেন”....এই কথাটির মর্ম হল তিনি সালাতুল লায়ল তাহাজ্জুদসহ তের রাকআত বিত্র আদায় করতেন। এখানে সালাতুল লায়লকে বিতরের সাথে সম্পর্কিত করে ফেলা হয়েছে।

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে একটি রিওয়াযাত বর্ণিত পাওয়া যায়।

১. তিনি তাহাজ্জুদের সঙ্গে বিত্র আদায় করতেন। এই হিসাবে বিভিন্ন তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যার উল্লেখ হয়েছে।

তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ১৯

রাসূল ﷺ-এর বাণী : “হে কুরআনের অধিকারীগণ! তোমরা বিত্ৰ আদায় কর”....দ্বারা ইমাম ইসহাক দলীল পেশ করেন, এখানে ‘বিত্ৰ’ শব্দে কিয়ামুল লায়ল বা রাতের সালাত তাহাজ্জুদকে বুঝান হয়েছে। তিনি আরো বলেন : কুরআনের অধিকারীদের জন্য কিয়ামুল লায়ল জরুরী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِخَمْسٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্ৰ পাঁচ রাকআত

২৫৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكُوسَجِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَاءُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهَا إِذَا أَدَّى الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ۝

৪৫৯. ইসহাক ইবন মানসূর (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর রাতের সালাত ছিল তের রাকআত। এর মধ্যে পাঁচ রাকআত বিত্ৰ আদায় করতেন। এই পাঁচ রাকআতের শেষ রাকআত ছাড়া আর কোথাও বসতেন না। পরে মুআয্বিন (ফজরের) আযান দিলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দু’রাকআত সংক্ষিপ্ত সালাত (সুন্নাত) আদায় করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا عَائِشَةُ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْوُتْرَ بِخَمْسٍ وَقَالُوا لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهَا ۝

এই বিষয়ে আবু আইয়ূর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক সাহাবী ও আনিম বিত্ৰ সালাত পাঁচ রাকআত বলে মনে করেন। তারা বলেন : এই পাঁচ রাকআতের শেষ রাকআত ভিন্ন আর কোথাও বসবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্ৰ তিন রাকআত

২৬০- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِمْ بِتِسْعٍ سُورٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُورٍ آخِرُهَا قُلْ

وَاللَّهُ أَحَدٌ ۝

৪৬০. হান্নাদ (র)...আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ তিন রাকআত বিত্তর করতেন। এতে তিনি 'মুফাস্সাল'-এর নয়টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। প্রতি রাকআতে পড়তেন তিনটি করে। শেষ সূরাটি হতো ... قُلْ... (সূরা ইখলাস)।

قَالَ رَسِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَاشِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أَيُّزْبَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ وَيُرْوَى أَيضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ هَكَذَا رَوَى بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِي ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا وَرَأَوْا أَنَّ يُوْثِرَ الرَّجُلُ بِثَلَاثٍ ۝

قَالَ سَفْيَانُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَرْتِ بِخَمْسٍ وَإِنْ شِئْتَ أَوْ تَرْتِ بِثَلَاثٍ وَإِنْ شِئْتَ أَوْ تَرْتِ بِرُكْعَةٍ قَالَ سَفْيَانُ وَالَّذِي اسْتَحَبُّ أَنْ أَوْ تَرْتِ بِثَلَاثِ رُكْعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ۝

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلِقَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانُوا يُوْثِرُونَ بِخَمْسٍ وَبِثَلَاثٍ وَبِرُكْعَةٍ وَيُرَوْنَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنًا ۝

এই বিষয়ে ইমরান ইবন হুসায়ন, আয়েশা, ইবন আব্বাস, আবু আইয়্যাব, উবাই ইবন কা'ব, আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) সূত্রে সরাসরি রাসূল ﷺ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী এই ধরনের রিওয়ায়াত করেছেন। তারা মাঝে উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর উল্লেখ করেননি। আর কোন কোন রাবী উবাই (রা)-এর নাম মাঝে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : সাহাবী ও পরবর্তী যুগের বহু আলাম এই হাদীস অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : বিত্তর হ'ল তিন রাকআত। [ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এরও এই মত]।

সুফইয়ান (র) বলেন : ইচ্ছা করলে পাঁচ রাকআত, ইচ্ছা করলে তিন রাকআত বা এক রাকআতও বিত্তর হিসাবে পড়া যায়। তবে আমার নিকট পসন্দনীয় হ'ল তিন রাকআত পড়া। এ হ'ল ইবন মুবারক ও কুফাবাসী ফকীহগণেরও অভিমত।

সাদ্দ ইবন ইয়াকুব আত-তালেকানী (র)...মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : তারা (সাহাবী ও তাবিঈগণ) পাঁচ বা তিন বা এক রাকআত বিত্তর আদায় করা যায় বলে মনে করতেন এবং এর সব কটিকেই ভাল বলে জানতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ بِرَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্ৰ এক রাকআত

২৬১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَطِيلُ فِي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَكَانَ يَصَلِّي الرَّكَعَتَيْنِ وَالْأَذَانَ فِي أُذُنِهِ يَعْنِي يُخَفِّفُ ۝

৪৬১. কুতায়রা (র)...আনাস ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) কি দীর্ঘ করব? তিনি বললেন : রাসূল ﷺ-এর রাতের সালাত হতো দুই রাকআত করে। তিনি বিত্ৰ করতেন এক রাকআত। আর (ফজরের) দুই রাকআত (সুন্নাত) এমনভাবে আদায় করতেন যে, আযানের আওয়াজ তখনো তাঁর কানে বাজত।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ ۝

رَأَوْا أَنْ يَفْصَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَبِهِ يَقُولُ مَارِكَ وَالشَّافِعِيُّ

وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

এই বিষয়ে আয়েশা, জাবির, ফযল ইবন আব্বাস, আবু আইয়ূব ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীসাহ তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক সাহাবী ও তাবীঈ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন : দ্বিতীয় রাকআত ও তৃতীয় রাকআতের মাঝে ব্যবধান করবে এবং এক রাকআত বিত্ৰ আদায় করবে। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (রা)-এরও অভিমত এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهَا يَقْرَأُ بِهِ فِي الْوُتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিত্ৰে কি তিলাওয়াত করা হবে

২৬২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي

رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ ۝

৪৬২. আলী ইবন হুজর (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বিতর সালাতের এক-এক রাকআতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এবং سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ পাঠ করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○
قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْوُثْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِالسَّعُودَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○

وَالَّذِي أَخْتَرَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُورَةٍ ○

এই বিষয়ে আলী, আয়েশা ও উবাই ইবন কা'ব (রা) সূত্রে আবদুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

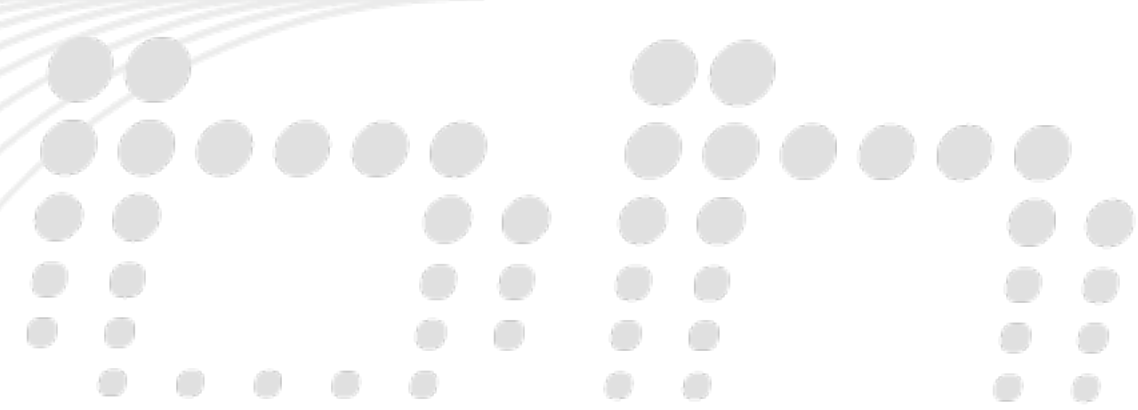
ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে : তিনি বিতরের তৃতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ও মুআওয়াযাতায়ন (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) পাঠ করতেন।

অধিকাংশ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলামিন সَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ও قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরাগুলির একেকটি বিতরের একেক রাকআতে পাঠ করার বিষয়টি পসন্দ করেছেন।

৩৬৩- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ○

৪৬৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ইবন শহীদ আল-বাসরী (র)....আব্দুল আযীয ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূল ﷺ কি পাঠ করে বিতর আদায় করতেন? তিনি বললেন : রাসূল ﷺ প্রথম রাকআতে سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং তৃতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ও মুআওয়াযাতায়ন পাঠ করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ○



বাংলা হাদিস

قَالَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ هَذَا هُوَ وَالِدُ ابْنِ جَرِيحٍ صَاحِبِ عَطَاءٍ وَابْنُ جَرِيحٍ إِسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ

لْعَزِيزِ بْنِ جَرِيحٍ ۝

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

রাবী আব্দুল আযীয হলেন 'আতা'-এর শাগরিদ ইবন জুরায়জের পিতা। ইবন জুরায়জ (র)-এর পুরা নাম হ'ল আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল আযীয ইবন জুরায়জ।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-ও এই হাদীসটি আমরাহ....আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوُثْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরে দু'আ কুনূত পাঠ করা

٣٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مُرَيْسَرَ عَنْ أَبِي الْكَوَّارِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُثْرِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا لَمْ تُطِيبْ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَأَنْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا تَعَالَيْتَ ۝

৪৬৪. কুতায়বা (র)....হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : বিতরে পাঠের জন্য রাসূল ﷺ আমাকে কিছু কালেমা শিখিয়েছেন :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَنْ أَعْطَيْتَ
يُنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ۝

“হে আল্লাহ্! যাদের আপনি হিদায়াত করে তাদের সাথে আমাকেও হিদায়াত করুন, যাদের আপনি অকল্যা থেকে দূরে রেখেছেন তাদের সাথে আমাকেও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখুন, যাদের আপনি আপনার অভিভাবক রেখেছেন তাদের সাথে আমাকেও আপনার অভিভাবকত্বে রাখুন। আপনি যা দিয়েছেন তাতে আপনি বরকত দিন আপনি আমার তাকদীরে যা রেখেছেন এর অসুবিধা থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনিই তো ফয়সালা দেন, আপনাকে বিপরীত তো ফয়সালা দিতে পারে না কেউ। আপনি যার বন্ধু তাকে তো লাঞ্ছিত করতে পারবে না কেউ। হে আমার রব! আপনি তো বরকতময় এবং সুমহান।”

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْحَوَّارِ السَّعْدِيِّ
وَأَسِيهِ رِبْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ ۝

وَلَا نَعْرِفُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا ۝
وَاخْلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الثَّنُوتِ فِي الْوُتْرِ ۝

فَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْقُنُوتَ فِي الْوُتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا وَاخْتَارَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ ۝
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَاسْحَقُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ۝
وَقَدْ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ
يَقْنُتُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ ۝

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ ۝

এই বিষয়ে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান। আবুল হাওরা আস-সাদী (র)-এর সূত্র ছাড়া আর
কোনভাবে আমরা এই হাদীসটি সম্পর্কে জানি না। আবু হাওরা আস-সাদী এর নাম হল রাবীআ ইবন শায়বান।

দু'আ কুনূতের বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে এর চেয়ে উত্তম কিছু বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

বিতরে কুনূত পাঠ সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। ইবন মাসউদ (রা) সারা বছরেই কুনূত পাঠের
কথা বলেন। তিনি রুকু-এর পূর্বে কুনূত পাঠের অভিমত পসন্দ করেছেন। কতক আলিমের অভিমতও এই।
সুফইয়ান সাওরী (ইমাম আবু হানীফা), ইবন মুবারক, ইসহাক ও কুফাবাদী আলিমগণও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রমযান মাসের শেষ অর্ধাংশ ব্যতীত দু'আ কুনূত পাঠ
করতেন না, আর তিনি রুকু-এর পর তা পাঠ করতেন।

কতক আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এরও এই অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَاقُ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ يَنْسَاهُ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি বিতর আদায় না করে শুয়ে যায় বা তা আদায় করতে ভুলে যায়

٢٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ
وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ۝

৪৬৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ
করেন : কেউ যদি বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়ে বা তা আদায় করতে ভুলে যায়, তবে যখনই স্মরণ হবে বা সে
নিদ্রা থেকে উঠবে, তখনই তা আদায় করে নিবে।

২৬১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ عَنْ

وَتَرَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ ۝

৪৬৬. কুতায়বা (র)...যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণনা যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়ে, তবে সে যেন সকালে তা পড়ে নেয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السَّجَزِيَّ يَعْزِي سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَشْعَثِ يَقُولُ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ يَنْ أَسْلَمَ ۝

فَقَالَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ لِأَبَاسٍ بِهِ ۝

قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ضَعَّفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ يَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يَنْ أَسْلَمَ ثِقَةً ۝

قَالَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ - فَقَالُوا يُؤْتِرُ الرَّجُلُ إِذَا ذَكَرَ وَإِنْ

كَانَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ۝

এই হাদীসটি প্রথমটির (৪৬৫) তুলনায় অধিক সহীহ।

আবু দাউদ আস-সাজযী অর্থাৎ সুলায়মান ইবনুল আশ'আসকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন : তার ভাই আবদুল্লাহ-এর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

মুহাম্মদ আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আলী ইবন আবদিল্লাহ (র) আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলামকে যঈফ বলেছেন। তবে বুখারী নিজে বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসলাম সিকাহ বা বিশ্বস্ত।

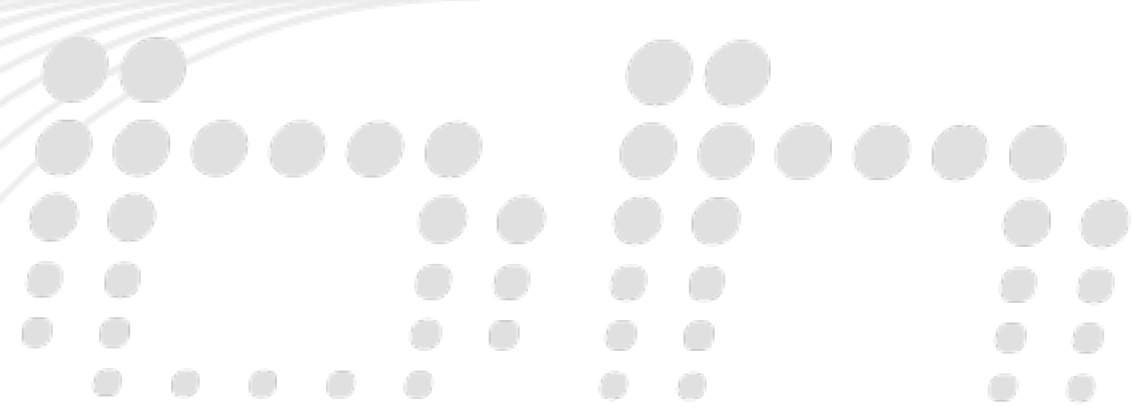
কতক কূফাবাসী আলিম এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : যখন মনে পড়বে সূর্যোদয়ের পর হলেও সে বিতর আদায় করে নিবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী (র)-এরও অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوُثْرِ

অনুচ্ছেদ : সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করা

২৬২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوُثْرِ ۝



বাংলা হাদিস

৪৬৭. আহমদ ইবন মানী (র)...ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : সুবহে সাদিকের আগে আগেই তোমরা বিতর পড়ে নিবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৴৶৶- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ۝

৪৬৮. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)...আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ভোর হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিতর আদায় করে নিবে।

৴৶৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ

طُلُوعِ الْفَجْرِ ۝

৪৬৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সুবহে সাদিকের সাথে সাথে রাতের সালাত ও বিতরের ওয়াক্ত চলে যায়। সুতরাং তোমরা সুবহে সাদিকের পূর্বেই বিতর আদায় করে নিবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَدْ تَعَرَّدَ بِهِ عَلَيَّ هَذَا أَنْ لَقِطَ ۝

وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَا يَرَوْنَ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটিকে এই শব্দে কেবল সুলায়মান ইবন মূসা (র)-ই রিওয়াযাত করেছেন।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেন : ফজরের পর আর বিতর নেই।

এ হ'ল একাধিক আলিমের অভিমত। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন।

ফজরের পর বিতর আছে বলে তারা মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ لَأَوْثَرَانِ فِي لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ : এক রাতে দুইবার বিত্ৰ নেই

২৫০- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَأَوْثَرَانِ فِي لَيْلَةٍ ۝

৪৭০. হান্নাদ (র) তালক ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, এক রাতে দুইবার বিত্ৰ নেই।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُؤْتَرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوءُ مِنْ آخِرِهِ ۝

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ نَقْضَ الْوَتْرِ وَقَالُوا يُضَيِّفُ إِلَيْهَا

رُكْعَةً وَيُصَلِّي مَا بَدَأَ اللَّهُ ثُمَّ يُؤْتَرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِسْحَقُ

وَقَالَ يَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِذَا أَوْتَرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ

مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَا بَدَأَ لَهُ وَلَا يَنْقُضُ وَتْرَهُ وَيَدْعُ وَتْرَهُ عَلَى مَا كَانَ ۝ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ وَآحْمَدَ ۝

وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْوَتْرِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

প্রথম রাতে বিত্ৰ আদায়ের পর শেষরাতে তাহাজ্জুদ আদায় করলে পুনরায় বিত্ৰ আদায় করতে হবে কিনা এই বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিম মনে করেন এতে প্রথম রাতের বিত্ৰ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা বলেন : প্রথম রাতের আদায়কৃত বিত্ৰের সঙ্গে আরো এক রাকআত সংযোগ করবে, পরে যত পরিমাণ ইচ্ছা সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়বে। শেষে বিত্ৰ আদায় করে নিবে। কারণ এক রাতে দুইবার বিত্ৰ নেই। এ হ'ল ইমাম ইসহাক (র)-এর অভিমত।

কতক ফকীহ সাহাবী ও অন্যান্য আলিম বলেন : কেউ যদি প্রথম রাতে বিত্ৰ আদায় করে নেয় এবং ঘুমিয়ে যায়, এর পর শেষরাতে উঠে, তবে তার যত পরিমাণ ইচ্ছা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে পারে। এতে তার প্রথম রাতে আদায়কৃত বিত্ৰ বিনষ্ট হবে না। সে তার বিত্ৰকে পূর্বাবস্থায় রেখে দেবে। এ হ'ল (ইমাম আযম আবু হানীফা) সুফইয়ান সাওরী, মালিক ইবন আনাস, আহমদ ও ইবন মুবারক (র)-এর অভিমত।

এই অভিমতটিই অধিকতর সহীহ। কেননা বিভিন্ন সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিত্ৰ আদায়ের পরও অনেক সময় সালাত আদায় করেছেন।

২৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى الْمَرْثِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
أُمِّهِ أَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكْعَتَيْنِ ۝

৪৭১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বিতরের পর দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى نَحْنُ هَذَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, আবু উমামা, আয়েশা (রা) এবং আরো অনেকের সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُتْرِ الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ : যানবাহনের উপর বিতর আদায় করা

২৮২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ فَقَالَ آيْنُ كُنْتَ فَقُلْتُ أَوْتَرْتُ فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ
فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ۝

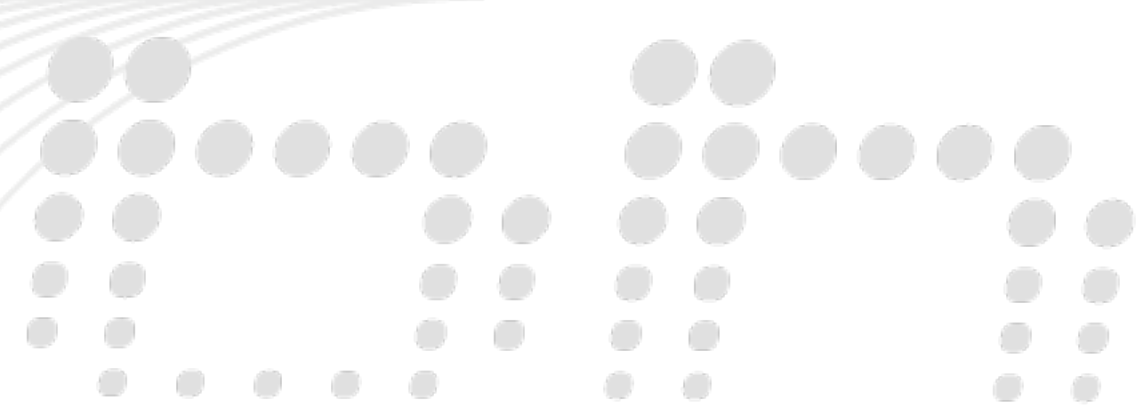
৪৭২. কুতায়বা (র)....সাইদ ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি একবার ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। একবার আমি তাঁর পিছনে পড়ে গেলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন, কোথায় ছিলে? আমি বললাম : সালাতুল বিতর আদায় করে নিলাম। তিনি বললেন : রাসূল ﷺ-এর মাঝে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত নেই? আমি রাসূল ﷺ-কে বাহনের উপর সালাতুল বিতর আদায় করতে দেখেছি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ نَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا وَرَأَوْا أَنَّ يُوتِرُ الرَّجُلُ
عَلَى رَاحِلَتِهِ - وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُوتِرُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ۝



বাংলা হাদিস

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক ফকীহ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। তারা বাহনের উপর বিত্ৰ আদায় করা যায় বলে মনে করেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এরও এই অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, বাহনের উপর কেউ বিত্ৰ আদায় করবে না। বিত্ৰ আদায় করতে চাইলে বাহন থেকে নেমে আসবে এবং ভূমিতে তা আদায় করবে। এ হ'ল কতক কূফাবাসী ফকীহ (ইমাম আবু হানীফা)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

অনুচ্ছেদ : দ্বিপ্রহরের সালাত

২৫২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ فُلَانٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ ۝

৪৭৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র)....আনাস ঈবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন*: যে ব্যক্তি বার বার রাকআত সালাতুয-যুহা (চাশতের নামায) আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَهَانِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَنَعِيمِ بْنِ هَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَبِي أَوْفَى وَأَبِي سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَأَبِي عَبَّاسٍ ۝ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

এই বিষয়ে উম্মু হানী, আবু হুরায়রা, নুআয়ম ইবন হাম্মার, আবু যর, আয়েশা, আবু উমামা, উত্বা ইবন আব্দ আস-সুলামী, ইবন আবী আওফা, আবু সাঈদ, যায়দ ইবন আরকাম ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

২৫২- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَهَانِيٍّ

فَإِنَّمَا حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمًا فَتَحَ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مَرَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطًّا أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ۝

৪৭৪. আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন... উম্মু হানী (রা) ব্যতীত আমার নিকট আর কেউ একথা বর্ণনা করেন নি যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে এই সলাত (আয-যুহা) আদায় কাতে দেখেছেন। উম্মু হানী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ফতহে মক্কার দিন তাঁর ঘরে এলেন এবং গোসল করলেন। এরপর আট রাকআত সলাত আদায় করলেন। এর চেয়ে হেঁস সলাত আদায় করতে আমি তাঁকে আর কখনও দেখিনি। তবে তাঁর এই সলাতে তিনি রুকু ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَكَانَ أَحْمَدُ رَأَى أَصَحَّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ أُُمِّ هَانِيٍّ ۝

وَاخْتَلَفُوا فِي نَعِيمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعِيمُ بْنُ خَمَّارٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ابْنُ هَمَّارٍ وَيُقَالُ ابْنُ هَمَّارٍ وَيُقَالُ

ابْنُ هَمَّارٍ وَالصَّحِيحُ ابْنُ هَمَّارٍ ۝

وَأَبُو نَعِيمٍ وَهُوَ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ حِمَّازٍ وَآخِطَافِيهِ ثُمَّ تَرَكَ فَقَالَ نَعِيمٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَآخِبرَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ بْنُ حَمِيلٍ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আহমদ এই বিষয়ে উম্মু হানী (রা)-এর রিওয়াযাতটিকেই সর্বাধিক সহীহ বলে মনে করেন।

এই বিষয়ে একটি হাদীসের রাবী অপর এক সাহাবী নু'আয়ম (রা) (এর পিতার নাম) সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন নু'আয়ম ইবন খাম্মার কারো কারো মত হ'ল, ইবন আশ্কার, কেউ কেউ বলেন, ইবন হাম্মার, কারো কারো মতে ইবন হাম্মাম। তবে শুদ্ধ হ'ল ইবন হাম্মার।

রাবী আবু নু'আয়ম (রা) এই বিষয়ে সন্দেহের শিকার হয়েছেন। তিনি তাকে ভুল করে ইবন খাম্মার বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এর উল্লেখ ছেড়ে দেন এবং (পিতার নাম উল্লেখ করা ছাড়াই) নু'আয়ম....নবী ﷺ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন : আবদ ইবন হুমায়দ (র) আবু নু'আয়ম (রা) থেকে আমাকে এই সম্পর্কে রিওয়াযাত করেছেন।

٢٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السَّمَنَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَهَّرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بَحْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ

خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ

قَالَ ابْنُ آدَا أَرَكِعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفَلَ آخِرَهُ ۝

৪৭৫. আবু জাফর আস-সামনানী (র)....আবু দারদা ও আবু যর (রা) এর বরাতে রাসূল ﷺ সূত্রে আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকআত (নফল) আদায় করে নাও, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ۝

৪৭৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আ'লা আল-বাসরী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি চাশতের জোড় সালাত নিত্য সংরক্ষণ করবে, সমুদ্রের ফেনার মতও যদি তার গুনাহ হয়, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ وَالنَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, ওয়াকী, নাযর ইবন শুমায়ল (র) প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রের ইমাম নাহ্‌হাস ইবন কাহম (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসটি ছাড়া তার অন্য কোন হাদীস সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

২৮৭- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدْعُ وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّي ۝

৪৭৭. যিয়াদ ইবন আযুব আল-বাগদাদী (র)....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এমনভাবে সালাতুয-যুহা আদায় করতেন যে, আমরা বলতাম : তিনি হয়ত আর পরিত্যাগ করবেন না। আবার যখন তা আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন তখন আমরা বলতাম যে, হয়ত তিনি আর তা আদায় করবেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الزَّوَالِ

অনুচ্ছেদ : সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার সময় সালাত আদায় করা

৮৮৮- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْيَشْتِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْوَضَّاحِ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْهَوْدَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَحَبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ ۝

৪৭৮. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। বলতেন : এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উত্থিত হোক তা আমি ভালবাসি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَآبِي أَيُّوبَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِمْ ۝

এই বিষয়ে আলী ও আবু আম্মার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যাওয়াল বা সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর-চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এতে শেষ রাকআত ছাড়া আর কোথাও তিনি সালাম ফিরাতেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল হাজাত

৮৮৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى بْنُ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُشْرِ عَلَى اللَّهِ وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هُمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

৪৭৯. আলী ইবন ইসা ইবন ইয়াযীদ আল-বাগদাদী (র)....ফায়েদ ইবন আবদির রহমান ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবী আওফা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে, আল্লাহর কাছে বা কোন আদম-সন্তানের কাছে যদি কারো কোন প্রয়োজন হয় তবে সে যেন উযু করে এবং খুব সুন্দরভাবে যেন তা করে। পরে যেন দু'রাকআত সালাত আদায় করে, এরপর যেন আল্লাহর হামদ ও সানা করে ও রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ-সালামের পর এই দু'আটি পড়ে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هُمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

“আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি সহিষ্ণু ও দয়ালু, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র তিনি, মহান আরশের প্রভু। সকল প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সারা জাহানের রব্ব। আপনার কাছেই আমরা যাক্কা করি, আপনার রহমত আকর্ষণকারী সকল পুণ্যকর্মের ওয়াসীলায়, আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত আকর্ষণকারী সকল ত্রিয়াকান্ডের বরকতে, সকল নেক কাজ সাফল্য লাভের এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভের। আমার কোন গুনাহ যেন মাফ ছাড়া না থাকে। কোন সমস্যা যেন সমাধান ছাড়া না যায় আর আমার এমন প্রয়োজন যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি তা যেন অপূরণ না থাকে, হে আর রাহমানুর রাহিমীন; হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ۝

فَائِدَةُ بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ رِثَائُ شَرِّ النَّاسِ الرَّثَاءُ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব; এর সনদ প্রশ্নাতীত নয়।

রাবী ফায়েদ ইবন আবদির রহমান হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। এই ফায়েদ হলেন আবুল ওয়ারকা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْإِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ইস্তিখারা

২৪০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ

১. ভবিষ্যত কোন বিষয়ে কল্যাণকর কাজটি গ্রহণের তওফীক প্রদানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। এ কেবল মুবাহ কাজের ক্ষেত্রেই হয়।

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي
عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ
حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ ۝

৪৮০. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন আব্দিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে যেমন কুরআন করীমের সূরা শিখাতেন, তেমনিভাবে সকল বিষয়ে ইস্তিখারা করতেও শিখাতেন। তিনি বলতেন : তোমরা যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা কর তখন ফরয ছাড়া অন্য ধরনের (নফল) দুই রাকআত সালাত আদায় করবে। পরে এই দু'আটি পাঠ করবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا
أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ۝

“হে আল্লাহ! আপনার মহাজ্ঞানের ওয়াসীলায় আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আপনার মহাশক্তিতে শক্তি চাই, আর আপনার মহান অনুগ্রহ থেকে আপনার কাছেই কিছু যাঞ্চা করি। কারণ আপনি তো ক্ষমতা রাখেন, আমি তো কোন ক্ষমতা রাখি না, আপনিই জ্ঞানবান, আমি তো কোন জ্ঞান রাখি না; আপনি তো অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি (এই স্থানে বিষয়টি নাম বলবে বা মনে মনে ভাববে) আমার জন্য, আমার দীন, জীবিকা ও পরিণাম হিসাবে ভাল, তবে এটি আমার জন্য সহজ করে দিন, এরপর এতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি জানেন যে, এই বিষয়টি আমার জন্য, আমার দীন, জীবিকা ও পরিণাম হিসাবে মন্দ, তবে এটিকে আমার থেকে দূরীভূত করে দিন এবং আমাদেরও এটি থেকে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানে আমার জন্য মঙ্গল নিহিত তা আমার আয়ত্বাধীন করে দিন, অতঃপর তা দিয়ে আমাদেরকে আপনি সন্তুষ্ট করে দিন।”

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي ۝

وَهُوَ شَيْخٌ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ سَفِيَّانٌ حَدِيثًا وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ ۝
وَمَوْعِدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي ۝

রাসূল ﷺ বলেন : এই বিষয়টি-এর স্থলে স্ব স্ব প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আবু আইয়ুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির (র) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ-গারীব। আবদুর রহমান ইবন মাঝিল মাওয়ালীর সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

ইনি একজন নির্ভযোগ্য মাদানী শায়খ, ইমাম সুফইয়ান (র) তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই আবদুর রহমানের বরাতে হাদীসশাস্ত্রের একাধিক ইমামও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুত তাসবীহ

٢٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ حَمَلٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَتَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَلِمَنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ كَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلَى مَا شِئْتَ يَقُولُ نَعْرُ نَعْرُ ۝

২৮১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুসা (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু সলায়ম (রা) একবার রাসূল ﷺ থেকে ওয়াদা নিলেন। বললেন : আমাকে এমন কতগুলি কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি আমার গলাতে পাঠ করব। রাসূল ﷺ বললেন : দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করবে। পরে তোমার মন যা চায় তা আল্লাহর নিকট চাইবে। তিনি বললেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَافِعٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَلَا يُصَحُّ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ ۝

وَقَدْ رَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ وَذَكَرُوا الْفَضْلَ فِيهِ ۝

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو وَهَبٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَبِّحُ فِيهَا فَقَالَ يَكْبِرُ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ ثُمَّ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُهَا عَشْرًا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا فَلَكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكَعَةٍ يَبْدَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِخَمْسِ عَشْرَةِ تَسْبِيحَةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا فَإِنْ صَلَّى أَيْلًا فَاحْبُ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ ۝

قَالَ أَبُو وَهَبٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ يَبْدَأُ فِي الرُّكُوعِ بِسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَفِي السُّجُودِ بِسُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ ۝

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ إِنْ سَهَا فِيهَا يُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَي السُّهُوَ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ لَا إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ تَسْبِيحَةً ۝

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন আমর, ফযল ইবন আব্বাস ও আবু রাফি' (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে কিন্তু এর অধিকাংশই সহীহ নয়।

ইবন মুবারকসহ একাধিক আনিম সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে রিওয়াযাত করেছেন এবং এই বিষয়ে ফযীলতের উল্লেখ করেছেন।

আহমদ ইবন আবদা আয-যাব্বী (র) বর্ণনা করেন যে, আবু ওয়াহব বলেন, আমি ইবন মুবারক (র)-কে যে সালাতে (অতিরিক্ত) তাসবীহ পাঠ করা হয়, সে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : তাকবীর বলার পর বলবে :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۝

পরে পনরবার পাঠ করবে :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۝

পরে আউযু বিল্লাহ - বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, পরে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে দশবার পাঠ করবে :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۝

পরে রুকুতে যেয়ে দশবার, রুকু থেকে মাথা তুলে দশবার, সিজদায় গিয়ে দশবার, সিজদা থেকে মাথা তুলে দশবার। দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে দশবার পাঠ করবে। এইভাবে চার রাকআত আদায় করবে। এতে প্রতি রাকআতে মোট পঁচাত্তরবার তাসবীহ পাঠ করা হবে। পনরবার তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে শুরু হবে প্রতি রাকআত। পরে কির'আত হবে, এরপর হবে দশবার তাসবীহ পাঠ। রাতে এই সালাত আদায় করা হলে প্রতি দু'রাকআত পর সালাম ফিরান আমার নিকট অধিক প্রিয় বলে গণ্য। আর দিনে আদায় করা হলে ইচ্ছা করলে দু'রাকআত পর সালাম ফিরাতেও পার, ইচ্ছা হলে না-ও ফিরাতে পার।

আবু ওয়াহব (র) বলেন, আবদুল আযীয ইবন আবী রিয়মা (র) আমাকে আবদুল্লাহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : রুকুতে প্রথমে সুবহানা রাব্বিআল আযীম এবং সিজদায় প্রথমে সুবহানা রাব্বিআল আলা তিনবার পাঠ করে নিবে এরপর উক্ত তাসবীহসমূহ পাঠ করবে।

আহমদ ইবন আবদা (র)....আবদুল আযীয ইবন আবী রিয়মা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহু ইবন মুবারক (র)-কে বললাম, যদি এই সালাতে কারো সাহুউ হয়ে যায়, তবে সিজদা সাহুউ-এও কি দশবার করে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন : না, কারণ এই সালাতে মোট তাসবীহের সংখ্যা হ'ল তিনশত।

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَاعَمْرُؤَ لَا أَمْلِكَ إِلَّا أَحْبُوكَ إِلَّا أَنْفَعَكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَاعَمْرُؤَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدِ الثَّانِيَةَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَنِيْلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ وَهِيَ ثَلَاثِيَاةٌ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ فَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِي جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ ۝

৪৮২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)....আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একদিন আব্বাস (রা)-কে বললেন : হে আমার পিতৃব্য! আপনাকে কি আত্মীয়তার হক আদায় হিনাবে একটি জিনিস দিব, আপনাকে কি একটি বস্তু দান করব, আপনাকে কি উপকৃত করব?

আব্বাস (রা) বললেন : অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ্।

রাসূল ﷺ বললেন : হে পিতৃব্য! এমন ভাবে চার রাকআত সালাত আদায় করবেন যে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে রুকূর পূর্বে পনরবার পাঠ করবেন :

اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝

এরপর রুকূ করে তাতে পাঠ করবেন দশবার, পরে রুকূ থেকে মাথা তুলে পাঠ করবেন দশবার, পরে সিজদা করে পাঠ করবেন দশবার, পরে সিজদা থেকে মাথা তুলে পাঠ করবেন দশবার, পরে আবার সিজদা করে পাঠ করবেন দশবার, সিজদা থেকে মাথা তুলে কিয়ামের পূর্বে পাঠ করবেন দশবার। এইভাবে প্রতি রাকআত হবে পঁচাত্তরবার, আর চার রাকআতে হবে মোট তিনশতবার।

আপনার পাপরাশি স্তূপ দিয়ে সাজান বালুকারাশির টিলার মত যদি হয়, তবুও এতে আল্লাহ তা'আলা তা মফ করে দিবেন। আব্বাস (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! এমন কে আছে যে প্রতিদিন তা পাঠ করতে সক্ষম হবে?

রাসূল ﷺ বললেন : যদি প্রতিদিন আপনি তা না পারেন তবে প্রতি সপ্তাহে একবার করবেন। প্রতি সপ্তাহে একবার করে না পারলে প্রতি মাসে একবার। রাসূল ﷺ এইভাবে বলতে বলতে শেষে বললেন : অন্তত বছরে একবার তা পাঠ করবেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি আবু রাফি' থেকে বর্ণিত গারীব হাদীস।

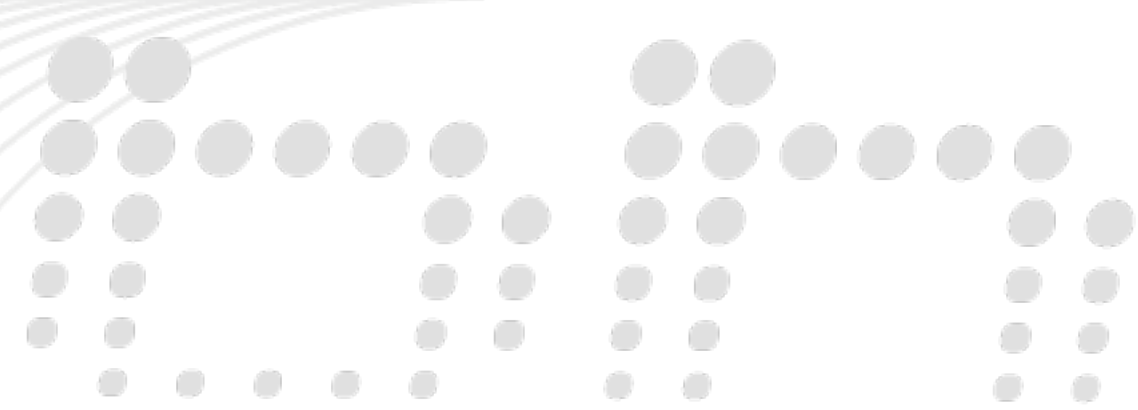
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠের নিয়ম

২৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ وَالْأَجْلَحِ وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَزَادَنِي زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

قَالَ وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُ ۝



বাংলা হাদিস

৪৮৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা একদিন রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর এই যে সালাম পাঠ করা, তা তো আমরা জানি কিন্তু আপনার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করব কি উপায়ে?

তিনি বললেন : তোমরা বলবে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○

মাহমূদ (র) বলেন : আবু উসামা (রা) বলেছেন যে, আমাশ....হাকাম-আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (রা) সূত্রে আরো একটু অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। তা হ'ল, আবদুর রহমান, ইবন আবী লায়লা বলেন : وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ -এর পর আমরা বলতাম : وَعَلَيْنَا مَعَهُم :

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَطَلْحَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَبُرَيْدَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ وَيُقَالُ ابْنُ جَارِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى كُنِينُهُ أَبُو عَيْسَى وَأَبُو لَيْلَى إِسْمُهُ يَسَارٌ ○

এই বিষয়ে আলী, আবু হুমায়দ, আবু মাসউদ, তালহা, আবু সাঈদ, বুরায়দা, যায়দ ইবন খারিজা-কথিত আছে ইনি হলেন : ইবন জারিয়া এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : কা'ব ইবন উজরা বর্ণিত হাদীস হাসান-সহীহ।

আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (র)-এর উপনাম হ'ল আবু ঈসা, আর আবু লায়লা (র)-এর নাম হ'ল ইয়াসার।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠের ফযীলত

২৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ ○

৪৮৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক সালাত পাঠ করে, কিয়ামতের দিন সে-ই আমার অধিকর নিকটবর্তী থাকবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

وَرَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا

عَشْرَ حَسَنَاتٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত করবেন এবং তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে।

২৪৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْعِيلُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى مَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ۝

৪৮৫. আলী ইবন হুজর (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত করবেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَنَسٍ

وَأَبِي بَكْرٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَرَوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا صَلَاةُ الرَّبِّ الرَّحْمَةِ وَصَلَاةُ

الْمَلَائِكَةِ الْإِسْتِغْفَارُ ۝

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবন আওফ, আমির ইবন রাবীআ, আম্মার, আবু তালহা, আনাস ও উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

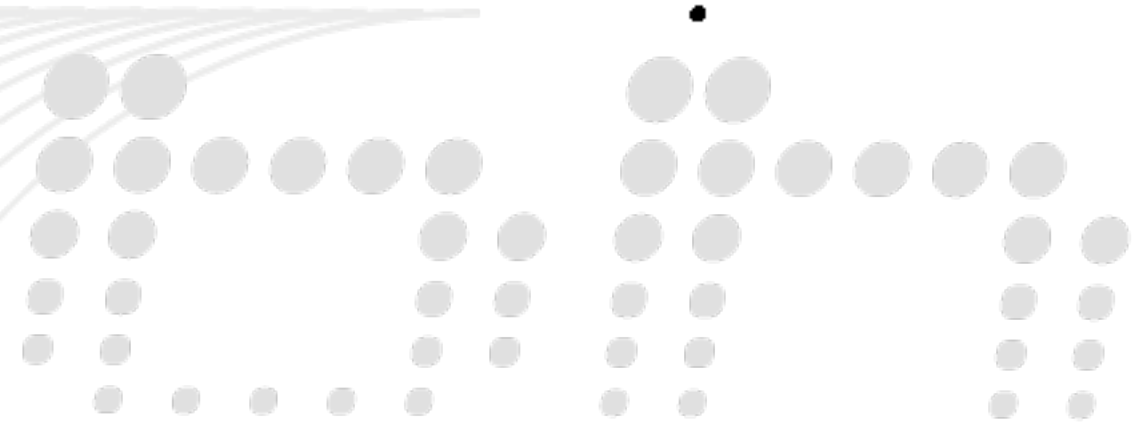
ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সুফইয়ান সাওরী (র) এবং আরো একাধিক আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন, আল্লাহ কর্তৃক সালাত পাঠ করা অর্থ হল রহমত নাযিল করা আর ফেরেশতাগণ কর্তৃক সালাত পাঠ করা অর্থ হল মাগফিরাত কামনা করা।

২৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْلٍ عَنْ أَبِي قُرَّةَ

الْأَسَدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ ۝



বাংলা হাদিস

৪৮৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন মুসলিম আল-মুসাহিফী আল-বালখী (র)....উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ না করা পর্যন্ত দু'আ আসমান ও যমীনের মাঝে ঐক্য অবস্থায় থাকে এবং এর কিছুই আল্লাহর দরবারে উত্থিত হয় না।

২৮৫- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ ۝

৪৮৭. আব্বাস ইবন আবদিল আযীম আল-আম্বারী (র) ইয়াকুব (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : দীন সম্পর্কে যার সম্যক জ্ঞান আছে সে ব্যতীত আর কেউ যেন আমাদের বাজারে লেনদেন না করে।

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ۝

قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ بْنُ يَعْقُوبَ وَهُوَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ وَالْعَلَاءُ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ ۝

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ وَالِدُ الْعَلَاءِ هُوَ أَيْضًا مِنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَيِّدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبْنِ عُمَرَ وَيَعْقُوبَ جَدَّ الْعَلَاءِ هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَيْضًا قَدْ أَذْرَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَوَى عَنْهُ ۝

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

আব্বাস হলেন ইবন আবদুল আযীম।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী আ'লা ইবন আবদির রহমান হলেন ইবন ইয়াকুব। তিনি ছিলেন াফার আযাদকৃত দাস। তিনি তাবিঈ। আনাস ইবন মালিক (রা) এবং অপর কতিপয় সাহাবী (রা) থেকে তিনি দীস শুনেছেন। তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইবন ইয়াকুব (র)-ও তাবিঈ। তিনি আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল রী (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন। ইয়াকুব (র)-ও ছিলেন জ্যেষ্ঠ তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি উমর (রা)-কে য়েছেন এবং তাঁর বরাতে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

জুমু'আ অধ্যায়

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জুমু'আর ফযীলত

২৮৮- حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلْقٌ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةُ وَفِيهِ أُخْرِجَ

مِنْهَا وَلَا تَقْوُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ۝

৪৮৮. কুতায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হ'ল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয়। এই দিনেই তাঁকে তা থেকে বের করা হয়। আর এই জুমু'আর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ وَسَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَأَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

এই নিম্নে আবু লুবাযা, সালমান, আবু যর, সা'দ ইবন উবাদা এবং আওস ইবন আওস (রা) থেকেও হাদীস

বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াওমুল জুমু‘আর যে মুহূর্তটিতে দু‘আ কবুলের আশা করা যায়

২৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ

الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ

قَالَ التَّمِسُّوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ۝

৪৮৯. আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ আল-হাশিমী আল-বসরী আল-আত্তার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জুমু‘আবারের যে মুহূর্তটিতে দু‘আ কবুলের আশা করা যায়, তোমরা সে মুহূর্তটিকে বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টিতে তালাশ কর।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ يُضَعِّفُ ضَعْفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَيُقَالُ لَهُ حَمَادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ

وَيُقَالُ هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ۝

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا بَعْدَ

الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ الشَّمْسُ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ۝

وَقَالَ أَحْمَدُ أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا إِبَابَةُ الدَّعْوَةِ أَنَّهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

وَتُرْجَى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সনদে হাদীসটি গারীব।

আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

রাবী মুহাম্মাদ ইবন আবী হুমায়দ হাচ্ছেন যঈফ। তার স্বরণশক্তির বিষয়ে হাদীস বিশেষজ্ঞ কতক আলিম তাকে ঈফ বলে মত দিয়েছেন। তাকে হাম্মাদ ইবন আবী হুমায়দও বলা হয়। কথিত আছে, তিনি হলেন আবু ইবরাহীম আল-আনসারী। ইনি হাদীসের ক্ষেত্রে মুনকার।

সাহাবী এবং পরবর্তী যুগের কতিপয় আলিমের অভিমত হ’ল, এই দু‘আ করার মুহূর্তটি বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় আশা করা যায়। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : দু‘আ করার মুহূর্তটি সম্পর্কে অধিকাংশ হাদীসই বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তবে যাওয়াল বা সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়ার পর থেকেও তা আশা করা যায়।

২৮০- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 بِنُ عَوْفٍ الْمَرْزِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ فِيهَا
 شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ حِينَ تَقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الْإِنْصِرَافِ مِنْهَا ۝

৪৯০. যিয়াদ ইবন আয়্যুব আল-বাগদাদী (র)....আমর ইবন আওফ আল-মুযানী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল
 ﷺ ইরশাদ করেন : জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা যদি সেই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু
 দু'আ করে, তবে অবশ্যই তিনি তার দু'আ বাস্তবায়িত করেন।

সাহাবীগণ আরয করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! কোনটি এই মুহূর্ত?

তিনি বললেন : জুমু'আর ইকামতে সালাত থেকে নিয়ে তা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

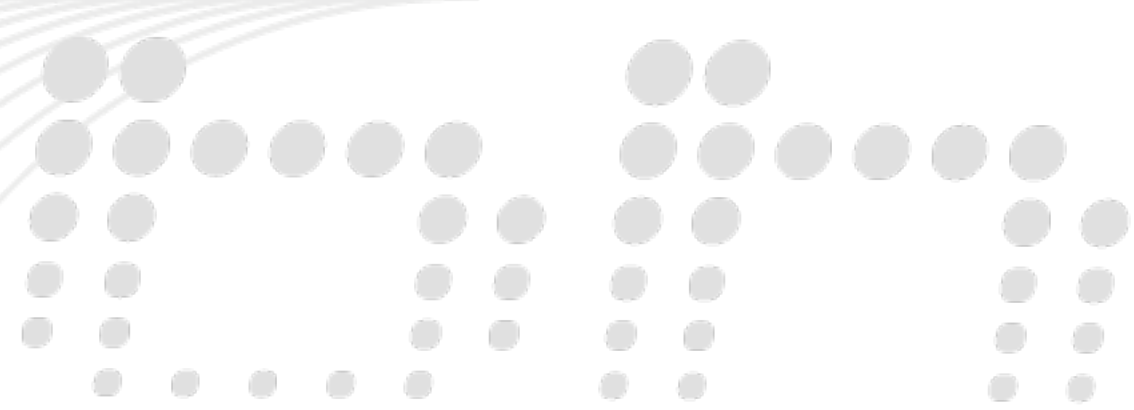
قَالَ وَفِي الثَّبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ ذَرٍّ وَسَلْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ لُبَابَةَ وَسَعْدِ بْنِ
 عِبَادَةَ وَابْنِ أُمَامَةَ ۝

قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

এই বিষয়ে আবু মুসা, আবু যর, সালমান, আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আবু লুবাযা, সাদ ইবন উবাদা ও আবু উমামা
 (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আমর ইবন আওফ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

২৮১- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ
 طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةُ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ
 مُسْلِمٌ يُصَلِّيُ فَيَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَذَكَرْتُ لَهُ
 هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضْنِ بِهَا عَلَيَّ قَالَ هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ
 إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ كَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ
 يُصَلِّيُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّيُ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ
 مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ ۝



৪৯১. ইসহাক ইবন মুসা আল-আনসারী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সূর্য উদিত হয় এমন সব দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হ'ল ইয়াওমুল জুমু'আ। এই দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়, এই দিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত বিদ্যমান কোন মুসলিম বান্দা যখন সালাতরত অবস্থায় এই মুহূর্তটি পায়, আর সে আল্লাহর কিছু যাত্রা করে, তখন অবশ্যই আল্লাহ তার এই যাত্রা পূরণ করেন।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর সাথে আমার মূলাকাত হলে তাঁকে আমি এই হাদীসটি বর্ণনা করি। তখন তিনি বললেন : আমি এই মুহূর্তটি সম্পর্কে সমধিক অবহিত।

আমি বললাম, আমাকে এই সম্পর্কে অবহিত করুন। এই বিষয়ে আমার সঙ্গে কার্পণ্য করবেন না।

তিনি বললেন : এটি হ'ল বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।

আমি বললাম : বাদ আসর কেমন করে হবে? রাসূল ﷺ তো বলেছেন, সালাতরত অবস্থায় যদি কোন মুসলিম বান্দা এই মুহূর্তটি পায়...। অথচ বাদ আসর তো (নফল) সালাত হয় না।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন : রাসূল ﷺ কি এই কথা বলেননি যে, সালাতের অপেক্ষায় যে ব্যক্তি পঙ্গু থাকবে, তাকে সালাতরত বলে গণ্য করা হবে? বললাম : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : এ-ও তা-ই।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَخْبَرَنِي بِهَا وَلَا تَضُنُّ بِهَا عَلَى لَا تَبْخُلُ بِهَا عَلَى وَالضَّنُّ الْبُخْلُ

وَالظَّنُّ الْمَتَمَرُّ ۝

হাদীসটিতে লম্বা কাহিনী রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অর্থ-কপণ। الظن অর্থ-কপণ। অর্থ হ'ল আমার সাথে এই বিষয়ে কার্পণ্য করবেন না। وَلَا تَضُنُّ بِهَا عَلَى ৷ সহদেহযুক্ত-সহদেহপ্রবণ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে গোসল করা

২৭২-- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ۝

৪৯২. আহমাদ ইবন মানী (র)....সালিম (র) তার পিতা (ইবন উমর) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আয় উপস্থিত হবে সে যেন গোসল করে নেয়।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَعَائِشَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, উমর, জাবির, বারাহ, আয়েশা ও আবুদ-দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

২৭৩- وَرَوَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا

الْحَدِيثُ أَيْضًا حَدَّثَنَا بِنُ لِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ ۝

৪৯৩. যুহরী...আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর...আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র)....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ كِلَا

الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْضًا هُوَ

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : যুহরী....সালিম....তার পিতা আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত এবং আবদুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ....তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত উভয় হাদীসই সহীহ।

ইমাম যুহরীর কোন ছাত্র তার সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

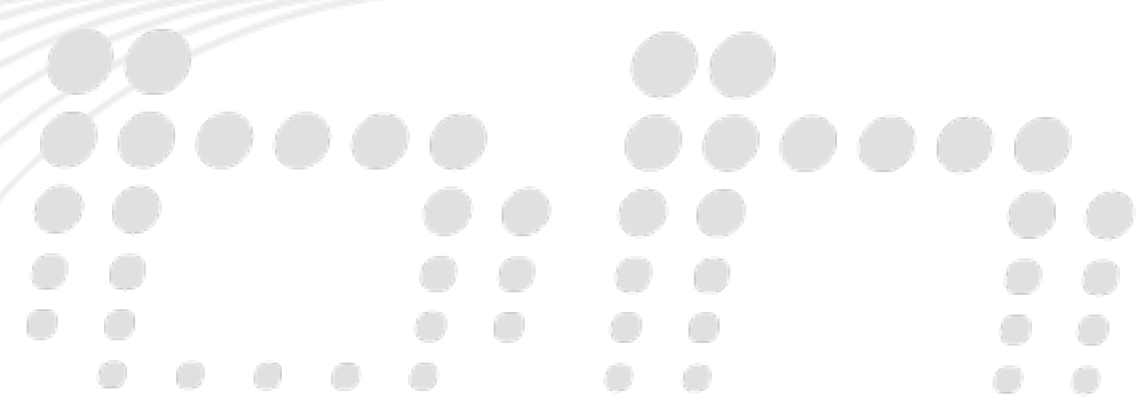
ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর....উমর (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুমু'আর গোসল সম্পর্কে বলেছেন। হাদীসটি হাসান-সহীহ।

২৭৩- وَرَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ آيَةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْغُسْلِ حَدَّثَنَا

بْنُ الْكَأْبُكَرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ۝



বাংলা হাদিস

৪৯৪. ইমাম যুহরী (র)-এর জনৈক শাগরেদ যুহরী....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এই সময় জনৈক সাহাবী এসে (মসজিদে) প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন : এখন কয়টা?

তিনি বললেন : এই তো কেবল আযানের আওয়ায শুনতে পেলাম। উযু ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছু করিনি।

উমর (রা) বললেন : কেবল উযু; অথচ আপনি জানেন যে, রাসূল ﷺ তো গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আবান (র)....যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৴৹৹- قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ۝

وَرَوَى مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ الصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ۝

قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُ هَذَا الْحَدِيثِ ۝

৪৯৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান (র)-ওযুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মালিক (র)-ও যুহরী থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উমর (রা) জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন.....।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আমি মুহাম্মদ আল-বুখারী (র)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন : যুহরী....সালিম তাঁর পিতা ইবন উমর (রা) সনদটি সর্বাপেক্ষা সহীহ।

মুহাম্মাদ (র) বলেন : ইমাম মালিক (র) ও যুহরী....সালিম....তার পিতা ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

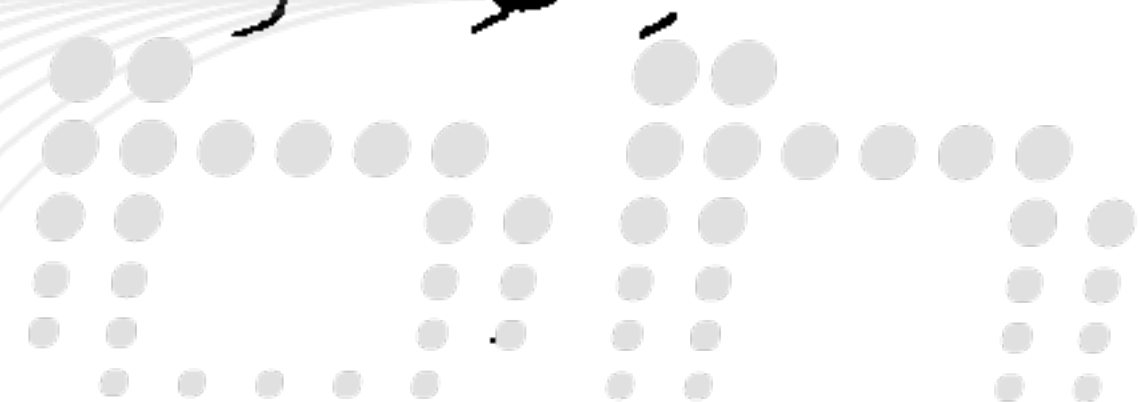
অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে গোসলের ফযীলত

৴৹৹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ

يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةِ مِيَامَهَا وَقِيَامَهَا ۝



বাংলা হাদিস

৪৯৬. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....আওস ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে জুমু'আর দিনে সকাল সকাল গোসল করল এবং গোসল করাল, তারপর ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল তার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে এক বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (সালাতের) সওয়াব।

قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ وَكَيْفَ اغْتَسَلَ هُوَ وَغَسَلَ امْرَأَتُهُ ۝

قَالَ وَيُرَوَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَغْنِي غَسْلَ رَأْسِهِ وَاغْتَسَلَ ۝

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَلْمَانَ وَابْنِ ذَرٍّ وَابْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ أَيُّوبَ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَأَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيُّ إِسْمُهُ شَرَّاحِيلُ بْنُ أَدَةَ ۝

وَأَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْقُصَّابُ الْكُوفِيُّ ۝

মাহমুদ (র) এ হাদীসে বলেন, ইমাম ওয়াকী' বলেছেন : যে নিজে গোসল করল এবং তার স্ত্রীকে গোসল করাল।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) সূত্রে এই হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে নিজে গোসল করল এবং (কাউকে) করাল অর্থাৎ সে তার মাথা ধৌত করল এবং সে গোসল করাল।

আবু বকর, ইমরান ইবন হুসায়ন, সালমান, আবু যর, আবু সাদ্দ, ইবন উমর ও আবু আযুব (রা) থেকেও এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দ্বিসা তিরমিযী (র) বলেন : আওস ইবন আওস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আবুল আশ'আস আস-সান'আনী (র)-এর নাম শুরাহিল ইবন আদা।

আবু জানাব হলেন ইয়াহইয়া ইবন হাবীব আল-কুসাব আল-কুফী।

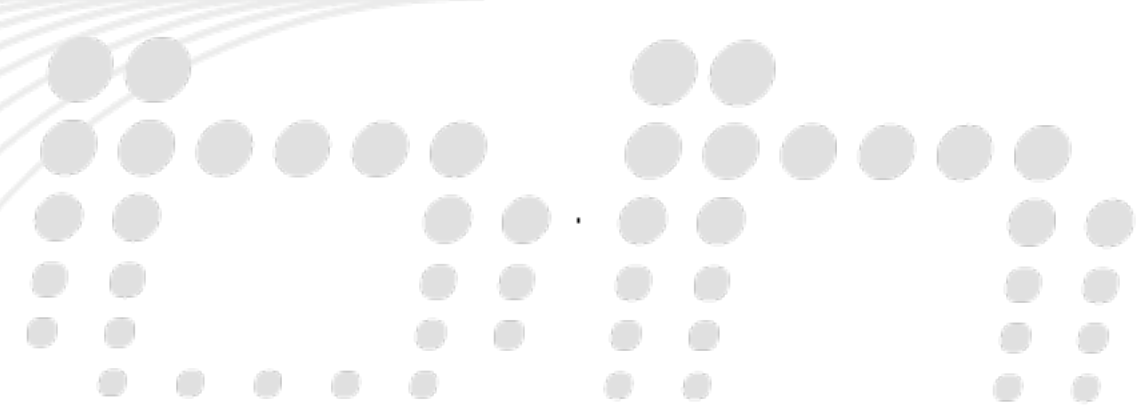
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে উযু করা

٢٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنْ

اغْتَسَلَ فَالْفُسْلُ أَفْضَلُ ۝



বাংলা হাদিস

৪৯৭. আবু মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি উযু করল, সে কতইনা ভাল ও সুন্দর কাজ করল। আর যদি সে গোসল করে, তবে তা তার জন্য আফযল ও অতি উত্তম।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنْسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ۝

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْسَلٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اخْتَارُوا الْغُسْلَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَرَأَوْا أَنْ يَجْزِيَ الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۝

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ عَلَى الْإِخْتِيَارِ لِأَعْلَى

الْوُجُوبِ حَدِيثُ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فَلَوْ عَلِمَا أَنَّ أَمْرَهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَعْلَى الْإِخْتِيَارِ لَمَّا يَتْرُكُ عُمَرُ عُثْمَانَ حَتَّى يَرُدَّهُ وَيَقُولَ لَهُ إِرْجِعْ

فَاغْتَسِلْ وَلَمَّا خَفِيَ عَلَى عُثْمَانَ ذَلِكَ مَعَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ

فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ وَجُوبٍ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِي ذَلِكَ ۝

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আয়েশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

কাতাদা (র)-এর কতক শাগরিদ এই হাদীসটি কাতাদা....হাসান সূত্রে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তারা জুমু'আর দিন গোসল করা পসন্দনীয় বলে বিধান দিয়েছেন। তবে তারা জুমু'আর দিন গোসলের স্থলে উযু যথেষ্ট বলে মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন : জুমু'আর দিন গোসল করা সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর নির্দেশটি ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় নয়, বরং তা পসন্দনীয় আমল বলে গণ্য। এর প্রমাণ হ'ল হযরত উমর (রা)-এর এই হাদীসটি। তিনি উসমান (রা)-কে বলেছিলেন : কেবল উযু করে এসেছেন? অথচ আপনি জানেন, রাসূল ﷺ জুমু'আর দিন গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশটি কেবল পসন্দনীয় হিসাবেই নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয়, এই কথা যদি তারা জানতেন তবে অবশ্যই হযরত উমর (রা) হযরত উসমান (রা)-কে এইভাবে ছেড়ে দিতেন না, বরং তাঁকে ফিরিয়ে দিতেন এবং বলতেন : ফিরে যান এবং গোসল করে আসুন। হযরত উসমান (রা)-এর কাছেও বিষয়টি গোপন থাকত না, বরং এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়, তবে তা ফযীলতের বিষয়।

২৭৮- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَنَا وَأَسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا ۝

৪৯৮. হান্নাদ (রা)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি উযু করে এবং খুব ভালভাবে তা করে জুমু'আয় হাযির হয় এবং ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে, তবে তার পূর্ববর্তী জুমু'আসহ আগের অতিরিক্ত তিন (মোট দশ) দিনের গুনাহ মাকফ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি তখন কংকর সরাল সে-ও অনর্থক কাজ করল।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَكُّيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : সকাল সকাল জুমু'আর সালাতে হাযির হওয়া

২৭৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ۝

৪৯৯. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি জুমু'আর দিন জানাবাতের (ফরয) গোসল করে প্রত্যুষে মসজিদে রওয়ানা হয়ে যায়, তবে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মুহূর্তে গেল, সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় মুহূর্তে গেল, সে যেন শিংওয়ালা একটি মেঘ কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ মুহূর্তে গেল, সে যেন একটি মুরগি কুরবানী (সাদকা) করল। যে ব্যক্তি পঞ্চম মুহূর্তে গেল, সে যেন একটি ডিম কুরবানী (সাদকা) করল। পরে ইমাম যখন (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে পড়েন, তখন ফেরেশতারা সালাতে উপস্থিত হয়ে খুতবা শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسِرَّةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ

অনুচ্ছেদ : বিনা এযরে জুমু'আর সালাত পরিত্যাগ করা

৫০০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُمَيْدَةَ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ يَعْنِي الضَّمْرِيَّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيهَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوَنَّا بِهَا سَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ۝

৫০০. আলী ইবন খাশরাম (র)....আবুল জা'দ আয-যামরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ব্যক্তি অবহেলা করে তিন জুমু'আ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তার হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।

قَالَ رَوَى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبَّاسٍ وَسُرَّةٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي الْجَعْدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِسْرَافِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ فَلَمْ يَعْرِفْ إِسْمَهُ ۝

وَقَالَ لَا أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا

مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর, ইবন আব্বাস এবং সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবুল জা'দ বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

তিনি আরো বলেন : আমি ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে আবুল জা'দ আয-যামরী (রা)-এর নাম স্পর্ক জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু তিনি তার নাম সম্পর্কে কিছু জানেন বলে বলতে পারলেন না।

এটি ছাড়া রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত তার আর কোন রিওয়াযাত আছে বলে আমার জানা নেই। আর এই হাদীসটিও রাবী মুহাম্মাদ ইবন আমর-এর সূত্রে ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَرْتِ تَوَاتِي الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : কতটুকু দূর থেকে জুমু'আর জন্য আসা জরুরী

৫০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَذْوِيهِ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكَيْنٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ

ثَوْبَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْهَ

الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءٍ ۝

৫০১. আব্দ ইবন হুমায়দ ও মুহাম্মদ ইবন মাযাওয়াযহ (র)....কুবাবাসী জনৈক ব্যক্তি তাঁর পিতা জনৈক সাহাবী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে কুবা থেকে এসেও জুমু'আয় হযির হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا وَلَا يَصِحُّ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَّا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئٌ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ ۝
وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ إِنَّمَا يَرَوِي مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ وَضَعَفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيَّ فِي الْحَدِيثِ ۝
قَالَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ۝

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ ۝

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّائِبِيِّ وَاحِدٍ وَإِسْحَاقُ ۝

অবশ্য এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তা সহীহ নয়।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সূত্রে ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে সহীহ কিছু বর্ণিত নেই।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি (জুমু'আর সালাত আদায় করে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারবে, তার জুমু'আ জরুরী।

এই হাদীসটির সনদ যঈফ। এটি মু'আরিক ইবন আব্বাদ....আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-মাকবুরী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইমাম ইয়াহইয়া সাঈদ আল-কাত্তান (র) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-মাকবুরী (র)-কে যঈফ বলে অভিহিত করেছেন।

জুমু'আর সালাত কার উপর ওয়াজিব এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যে ব্যক্তি (জুমু'আর সালাত শেষে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারে, তার জন্য সালাতুল জুমু'আ ওয়াজিব।

আর কেউ কেউ বলেন, যারা আযান শুনে পায়, কেবল তাদের উপরই জুমু'আ ওয়াজিব। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

৫০২ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَذَكَرُوا عَلَيَّ مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ

فَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيهِ عَنْ أَبِي

رُيُورَةُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ
 نَصِيرٍ حَدَّثَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
 الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ لِي اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ
 اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ ۝

৫০২. আহমদ ইবনুল হাসান (র)-কে বলতে শুনেছি : আমরা একদিন ইমাম আহমদ ইবন হাসল (র)-এর
 রবারে ছিলাম। উপস্থিত লোকজন জুমু'আ কার উপর ওয়াজিব এই সম্পর্কে আলোচনা তোলেন। কিন্তু ইমাম
 আহমদ এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর বরাতে কিছু উল্লেখ করলেন না। আমি তখন বললাম : এই বিষয়ে তো আবু
 হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ বলেন, রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত
 আছে? আমি বললাম : হ্যাঁ।

(আহমদ ইবনুল হুসায়ন বলেন :) হাজ্জাজ ইবন নুসায়র (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ
 রশাদ করেন, যে ব্যক্তি (জুমু'আর সালাত শেষে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারবে, তার উপর
 জুমু'আ জরুরী।

এই রিওয়াযাত শুনে ইমাম আহমদ (র) আমার উপর রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন : ইস্তিগফার কর,
 ইস্তিগফার কর।

قَالَ أَبُو عِيسَى إِنَّمَا فَعَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَعِدْ هَذَا الْحَدِيثَ شَيْئًا وَضَعَهُ
 لِحَالِ إِسْنَادِهِ ۝

ইমাম আহমদ ইবন হাসল (র)-এর এইরূপ করার কারণ হল, তিনি এই রিওয়াযাতটিকে ধর্তব্য বলে গণ্য
 করেন না এবং এটিকে সনদ হিসাবে যঈফ বলে মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর ওয়াক্ত

৫০৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَهِيلُ الشَّمْسُ

৫০৩. আহমদ ইবন মানী' (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সূর্য পশ্চিমদিকে
 হলে পড়ত, তখন রাসূল ﷺ জুমু'আর সালাত আদায় করতেন।

৫০৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

بْنِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ۝

৫০৪. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)....আনাস (রা) সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَوُتَتِ الظُّهْرُ وَهُوَ قَوْلُ

الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا ۝

وَقَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمُرِيرٌ عَلَيْهِ إِعَادَةً ۝

এই বিষয়ে সালমা ইবনুল আকওয়া, জাবির এবং যুবার ইবন আওয়ায (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে অধিকাংশ আলিম একমত যে যোহরের ওয়াক্তের মত সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর হ'ল জুম্মা'র ওয়াক্ত। এ হ'ল (ইমাম আবু হানীফা), ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম মনে করেন, যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও যদি জুম্মা'র সলাত পড়া হয় তবে তা আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও যদি কেউ জুম্মা'র সলাত আদায় করে নেয়, তবে তাকে আর তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিম্বরে উঠে খুতবা প্রদান

৫০৫- حَدَّثَنَا أَبُو جَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ الصِّيرِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ

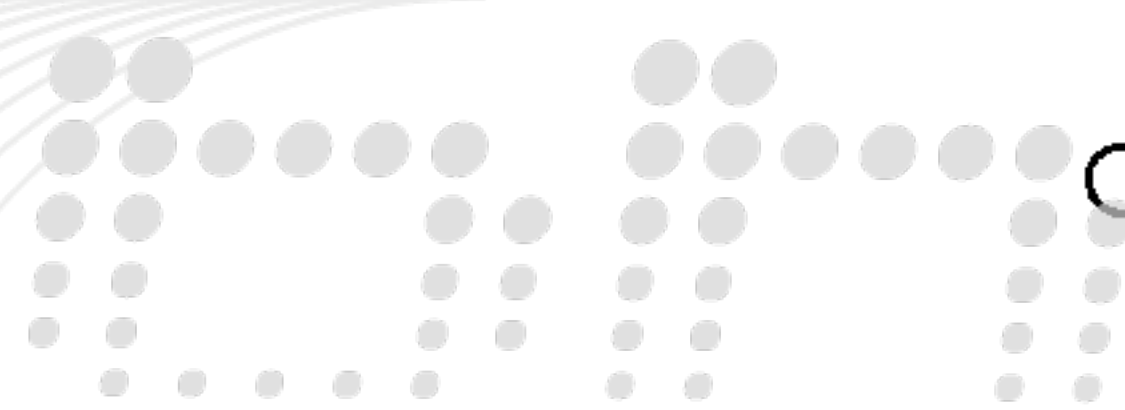
أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى

جَنْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ حَنَّ الْجَنْعُ حَتَّى آتَاهُ فَالْتَزَمَهُ فَسَكَنَ ۝

৫০৫. আবু হাফস আমর ইবন আলী আল-ফাল্লাস (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এক খর্জুর বৃক্ষ কাণ্ডে ঠেস দিয়ে খুতবা প্রদান করতেন। পরে মিম্বারে খুতবা দিতে আরম্ভ করলে এই কাণ্ডটি রোদন করতে থাকে। তখন রাসূল ﷺ এসে একে জড়িয়ে ধরেন। এতে সেটি থেমে যায়।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَسْلَمَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ۝



বাংলা হাদিস

وَمَعَاذُ بَنِي الْعَلَاءِ هُوَ بَصْرِيٌّ وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ۝

এই বিষয়ে আনাস, জাবির, সাহল ইবন সাদ, উবাই ইবন কা'ব, ইবন আব্বাস এবং উম্মু সালমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ।
রাবী মু'আয ইবন 'আলা হাফসন বসরী, আবু আমর ইবনু'র আলা-এর ভাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ " দুই খুতবার মাঝে বসা

৫০৬- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَالَ مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ ۝

৫০৬. হুমায়দ ইবন মাস'আদা আল-বাসরী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর সময় খুতবা দিতেন, পরে বসতেন, আবার দাঁড়াতেন এবং খুতবা দিতেন যেমন আজকাল তোমরা যা করে থাক।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَجَابِرِ بْنِ سُرَّةَ ۝

قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَهُوَ الَّذِي رَأَاهُ أَهْلُ الْعِلْرِ أَنْ يَفْصَلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ ۝

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, জাবির ইবন আবদিল্লাহ ও জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

মাঝে বসে দুই খুতবায় এইরূপ ব্যবধান করা সম্পর্কে আলিমগণ মত দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِصْرِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবা সংক্ষিপ্ত করা

৫০৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ قَالَ

كُنْتُ أَصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قِصْرًا وَخُطْبَتُهُ قِصْرًا ۝

৫০৭. কুতায়বা ও হান্নাদ (র)....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তাঁর সালাত ছিল সংক্ষিপ্ত এবং খুতবাও ছিল সংক্ষিপ্ত।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَاسِرٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُرَّةَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ مَحْبُوبٌ

এই বিষয়ে আম্ম'র ইবন ইয়াসির ও ইবন আবী আওফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির ইবন সামুরা (রা) ও হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিন্বরে উঠে কুরআন তিলাওয়াত

৫০৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَسْلَى بْنِ

أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَاوَا يَأْمَلُكَ

৫০৮. কুতায়বা (রা)....ইয়া'লা ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে মিন্বরে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে শুনেছি وَذَاوَا يَأْمَلُكَ

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ثَرْيَاحَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَسَنٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ مَحْبُوبٌ وَهُوَ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

وَقَدْ اخْتَارَ قَوَّامُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ مِنَ الْقُرْآنِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِذَا خُطِبَ الْإِمَامُ فَلْيَقْرَأْ فِي خُطْبَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ أَعَادَ الْخُطْبَةَ

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইয়া'লা ইবন উমায়্যা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব।

আর এটি হ'ল উমায়্যা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়াত।

ইমাম খুতবায় অন্তত একটি আয়াত পাঠ করবেন বলে আলিমগণ মত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন : ইমাম যদি তার খুত্বায় একটি আয়াতও পাঠ না করে খুত্বা দিয়ে দেন, তবে তাকে পুনরায় খুত্বা দিতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِذَا خُطِبَ

অনুচ্ছেদ : খুতবার সময় ইমামের সম্মুখে থাকা

৫০৯- حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَا بِوُجُوهِنَا

৫০৯. আবুদাউদ ইবন ইয়াকুব আল-শু'রী (র)... আবদুল্লাহ ইবন নাস্তিন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ যখন মিসরে সোজা হয়ে বসতেন তখন আমাদের চেহারা তাঁর সামনে থাকত।

قَالَ أَبُو عِيسَى رَفِيَ الْبَابِ عَنْ أَبِي عُمَرَ

وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةٍ
فَعِيفٌ ذَا عِبِّ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الْإِمَامِ إِذَا
خَطَبَ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে

হানসূর (রা) সূত্রে বর্ণিত এই রিওয়াযাতটি (৫০৭ নং) মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল ইবন আতিয়া-এর দ্বারা সনদে
অন্য কোন সনদে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল ইবন আতিয়া আমাদের হাদীস বিষয়াদে
ইমামগণের মতে দুর্বল এবং তার স্মরণশক্তি কম।

সাহাবী ও অন্যান্য ফকীহ আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। খুতবার সময় ইমামের
মুসল্লীনের দিকে ফিরে বসে মুস্তাহাব বলে তারা অভিমত দিয়েছেন। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী (ইমাম আবু হানীফা),
শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এরও অভিমত।

ইমাম আবু দাউদ তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে সহীহ কিছু বর্ণিত নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : ইমাম খুতবা দিচ্ছেন এই অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে আসে তবে
ঐ ব্যক্তির জন্য দু'রাকআত (তাহিয়াতুল মসজিদ) সালাত আদায় করা

৫১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ

ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ

৫১০. কুতায়বা (র)... জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : একবার জুমু'আর
দিন রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে এসে উপস্থিত হ'ল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন :
তুমি কি (তাহিয়াতুল মসজিদের দু'রাকআত) সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। রাসূল ﷺ বললেন : উঠ এবং
সালাত আদায় কর।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَمْحَ شَيْءٌ فِي هَذَا الْبَابِ

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে উপরোক্ত হাদীসটি অপেক্ষাকৃত সহীহ।

৫১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرَّ وَأَنْ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيَجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ اتَيْنَاهُ فَقُلْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَقْعُوا بِكَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ ۝

৫১১. মুহাম্মাদ ইবন আবী উমর (র)....ইয়ায ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবী সারহ (র) থেকে বর্ণিত যে, একবার জুমু'আর দিন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) মসজিদে এলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন পাহারাদাররা ছুটে এসে তাঁকে বসাতে চেষ্টা করল। তিনি সালাত শেষ না করে বসতে অস্বীকার করলেন। যা হোক, সালাত শেষে আমরা তাঁর কাছে এলাম। বললাম : আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। এরা তো আপনাকে প্রায় হামলাই করে বসেছিল।

তিনি বললেন : এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর আচরণ দেখার পর আমি তো কখনও তা ছাড়তে পারি না।

এরপর তিনি ঘটনা উল্লেখ করে বললেন : একবার জনৈক ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মসজিদে এসে প্রবেশ করল। এই সময় রাসূল ﷺ জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে তখন দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) আদায় করতে আদেশ দিলেন। সে দু'রাকআত আদায় করল আর তখন রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَكَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي يَرَاهُ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا فِي الْحَدِيثِ ۝

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبِهِلِ بْنِ سَعْدٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ ۝

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ يَجْلِسُ وَلَا يُمْصِلِي وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَمَّا

الْكُوفَةُ وَالْقَوَا: الْأَوَّلُ أَصَحُّ ۝

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ ۝

إِنَّمَا هُنَّ الْحَسَنُ إِتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ وَهُوَ رَوَى عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثُ ۝

ইবন আবী উমর (র) বলেন : ইবন উআয়না (র) যখনই আসতেন ইমামের খুতবারত অবস্থায়ও এই দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। আবু আবদির রহমান আল-মুকরী তাকে এরূপ করতে দেখেছেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আবী উমরকে বলতে শুনেছি যে, ইবন উআয়না বলেছেন : রাবী মুহাম্মাদ ইবন এজলান নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং হাদীসের বিষয়ে তিনি আস্থাভাজন।

এই বিষয়ে জাবির, আবু হুরায়রা এবং সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। ইমাম শফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

কতক আলিম বলেন : ইমামের খুতবা প্রদান অবস্থায় কেউ যদি মসজিদে এসে প্রবেশ করে, তবে সে বসে থাকবে, এমতাবশ্য সালাত আদায় করবে না। এ হল সুফইয়ান সাওরী এবং কূফাবাসী ফকীহদের [ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ] অভিমত। প্রথম মতটি অধিকতর সহীহ।

কুতায়বা বর্ণনা করেন, আলা ইবন খালিদ আল-কুরাশী (র) বলেন : আমি হাসান বসরী (র)-কে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর দিন মসজিদে এলেন তখন ইমাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন তার পর বসলেন।

হাসান বসরী (র) এই কাজ হাদীসের অনুসরণেই করেছেন। তিনি জাবির (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : ইমামের খুতবা প্রদানের সময় কথা বলা জায়েয নয়

৫১২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي ثَرْيَاحَةَ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَفَا ۝

৫১২. কুতায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ইমামের খুতবা প্রদানের সময় কেউ যদি (কাউকে) বলে : চুপ করুন, তবে সেও অনর্থক কাজ করল।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَوْفَى وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَمُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَقَالُوا إِنَّ تَكَلَّمَ غَيْرَهُ
فَلَا يَنْكَرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ ۝

وَأَخْتَلَفُوا فِي رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْيِيتِ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ۝

فَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْيِيتِ الْعَاطِسِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَهُوَ قَوْلُ
أَحْمَدَ وَاسْحَقَ ۝

وَكُرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ۝

এই বিষয়ে ইবন আবী আওফা এবং জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমামের খুতবা প্রদানের সময় কথা বলা নিন্দনীয় বলে তারা মনে করেন। যদি অন্য কেউ কথা বলে, তবে তাকেও কথায় নয়, ইশারায় নিষেধ করতে হবে।

এই অবস্থায় সালামের জবাব দান ও হাঁচি প্রদানের উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম ইমামের খুতবা প্রদানের সময় এইরূপ কাজের অনুমতি দিয়েছেন। এ হ'ল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

তাবিঈ ও অপরাপর কতক আলিম এমতাবস্থায় এইরূপ কাজ পসন্দনীয় নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ হ'ল (ইমাম আবু হানীফা) ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

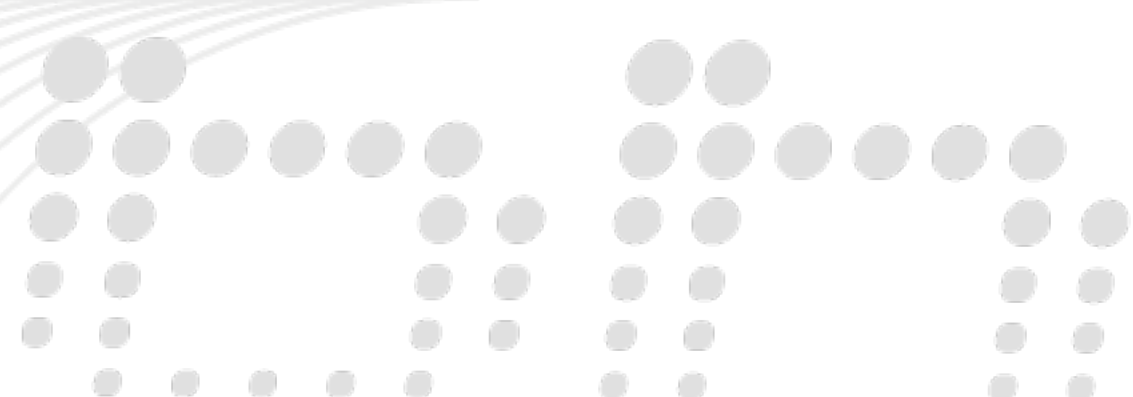
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّخَطُّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া পসন্দনীয় নয়

৫১৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ عَنْ أَنَسِ

الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ ۝

৫১৩. আবু কুরায়ব (র)....মু'আয ইবন আনাস আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে গেল, সে যেন জাহান্নামে যাওয়ার পুল বানাল।



বাংলা হাদিস

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ۝
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ

لِإِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ ۝
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَشَدَّوْا
بِذَلِكَ ۝

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رِشْدَيْنِ بْنِ سَعْدٍ وَضَعْفُهُ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ ۝

এই বিষয়ে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : মু'আয ইবন আনাস আল-জুহানী (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি গারীব।
রিশদীন ইবন সা'দ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নাই।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তারা জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় ডিসিয়ে সামনে
যাওয়া নিন্দনীয় বলে অভিমত দিয়েছেন। এই বিষয়ে তারা অত্যন্ত কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

হাদীস বিশেষজ্ঞগণের কেউ কেউ রিশদীন ইবন সা'দ-এর সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণশক্তির দিক দিয়ে
তিনি দুর্বল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : ইমামের খুতবা প্রদানের সময় ইহতিবা (দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর
বসে হাত দিয়ে বা কোন কাপড় দিয়ে হাঁটুদ্বয় বেষ্টন করে বসা) পসন্দনীয় নয়

৫১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْمُقَرِّي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ
الْحُبُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ ۝

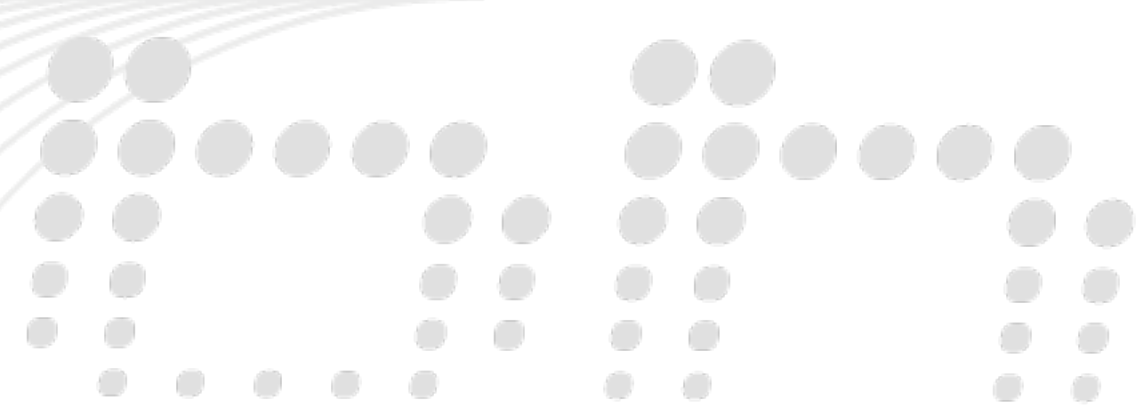
৫১৮. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী ও আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ-দাওরী (র)....মু'আয (রা) থেকে বর্ণনা
করেন যে, ইমামের খুতবা প্রদানের সময় (মুসল্লীদের) ইহতিবা অবস্থায় বসতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَأَبُو مَرْحُومٍ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُونٍ ۝

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحُبُوءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ۝ مِنْهُمْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ



বাংলা হাদিস

وَيَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَا يَرَيَانِ بِالْحَبْوَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بَأْسًا ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

রাবী আবু মারহূমের নাম হ'ল আবদুর রহীম ইবন মায়মুন।

আলিমগণের এক জামা'আত জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা শুনানের সময় ইহতিবা আকারে বসা পসন্দনীয় নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে কেউ কেউ যেমন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) প্রমুখ এই বিষয়ে অনুমতি নিয়েছেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই। তারা ইমামের খুতবার সময় ইহতিবা আকারে বসায় অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিন্বরের উপর দু'আর সময় হাত তোলা পসন্দনীয় নয়

১৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الشَّقْفِيَّ

وَبِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْتَيْنِ الْقَصِيرَتَيْنِ لَقَدْ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ هُشَيْرٌ بِالسَّبَابَةِ ۝

৫১৫. আহমদ ইবন মানী' (র).... হুশায়ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমারা ইবন রু'আয়বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একদিন বিশ্র ইবন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি দু'আ করতে গিয়ে হাত উঠান। এই দেখে উমারা বললেন : আল্লাহ তা'আলা এই নিকৃষ্ট দু'টি ছোট হাতের অমঙ্গল করুন। আমি রাসূল ﷺ-কে (এই ক্ষেত্রে শাহাদাত অঙ্গুলী দিয়ে) ইশারা করার অতিরিক্ত কিছু করতে দেখিনি।

রাবী হুশায়ম। أَنْ يَقُولَ هَكَذَا বলায় সময় শাহাদাত অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ سَيِّعٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর আযান

১৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى نَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَإِذَا

أَقِيمَتِ الْمَلَأَةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ النَّدَاءَ الثَّلَاثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ۝

৫১৬. আহমদ ইবন মানী' (র).... সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ, আবু বকর ও উমর (রা)-এর যুগে ইমাম যখন (হুজরা থেকে) বের হতেন তখন আযান হতো। এরপর (খুতবা হয়ে) সালাতের ইকামত হতো। কিন্তু উসমান (রা) এসে তৃতীয় একটি আযান (খুতবার আযান ও ইকামতের অতিরিক্ত) বাড়িয়ে দিলেন যা (মদীনার বাজার) যাওয়ায় প্রদান করা হতো।

○ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نَزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিন্বর থেকে ইমাম নেমে আসার পর কথা বলা

৫১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَوَادٍ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ ○

৫১৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ মিন্বর থেকে নেমে আসার পর প্রয়োজন হলে কথাবার্তা বলতেন।

○ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ○

○ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ وَهِيَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ

مُحَمَّدٌ وَالْحَدِيثُ شَرٌّ غَرَابًا ○

○ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ رَبَّمَا يَهْمُرُ فِي الشَّيْءِ وَهُوَ صَدُوقٌ ○

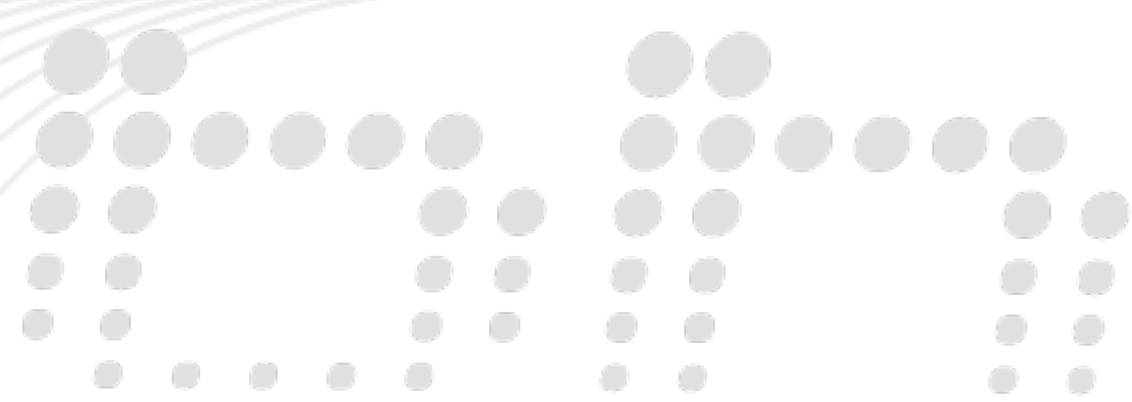
○ قَالَ مُحَمَّدٌ وَهِيَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقِيمَتِ

الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُرْوَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ

فَحَدَّثَ حَجَّاجُ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي فَوَهَمَ جَرِيرٌ فَظَنَّ أَنَّ ثَابِتًا حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ ○



বাংলা হাদিস

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : জারীর ইবন হাযিম-এর বরাত হাড়া এই হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, জারীর ইবন হাযিম হাদীসটির বিষয়ে ওয়াহম ও সন্দেহের শিকার হয়েছেন। সহীহ হ'ল সাবিত....আনাস (রা) সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল, আনাস (রা) বলেন : একদিন সালাতের ইকামতের পর এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-এর হাত ধরে কথা বলতে লাগল। এমনকি মুসল্লীদের কেউ কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : আসলে হাদীসটি হ'ল এ-ই। অনেক সময় জারীর ইবন হাযিম সন্দেহের শিকার হয়ে যান বটে, তবে তিনি সত্যবাদী।

মুহাম্মাদ বলেন : এমনভাবে জারীর ইবন হাযিম (র) সাবিত....আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদীসের ক্ষেত্রেও ওয়াহমের শিকার হয়েছেন। সেটি হ'ল, আনাস (রা) বলেন : সালাতে ইকামত হয়ে গেলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা (সালাতে) দাঁড়াবে না।

মুহাম্মাদ বলেন : আসলে রিওয়াযাতটি হ'ল হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) বলেন : আমরা সাবিত আল কুনী (র)-এর কাছে বসে ছিলাম। তখন তিনি হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ....ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর....আবদুল্লাহ ইবন আবী কাতাদা....তার পিতা আবু কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের ইকামত হয়ে গেলে পর আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। এখানে জারীর ওয়াহমের শিকার হয়ে গেছেন। ধারণা করেছেন সাবিত বুঝি আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫১৮- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْرَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا تَقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا يَزَالُ يَكَلِّمُهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضًا يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ ۝

৫১৮. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-কে দেখেছি ইকামত হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি কিবলা ও তাঁর মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। এত দীর্ঘক্ষণ সে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলছিল যে, মুসল্লীদের কতককে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেও দেখলাম।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর কিরাআত

৫১৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِرُ بْنُ إِسْعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَخْلَفَ رُوَّانُ أَبَاهُ رِزَّةً عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا

بُؤْهْرِيَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 إِذْ رُكْتُ أَبَاهُ يَوْمَ فَقُلْتُ لَهُ تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلَى يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا ۝

৫১৯. কুতায়বা (র)....রাসূল ﷺ-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস আবু রাফি (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : মারওয়ান আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনায তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে নিজের মক্কা যাত্রা করে। অন্তর আবু হুরায়রা (রা) একদিন আমাদের জুমু'আর সালাত পড়ালেন। এতে তিনি (প্রথম রাকআতে) সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাকআতে إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ তিলাওয়াত করেন।

উবায়দুল্লাহ বলেন : পরে আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম : আপনি এমন দু'টি সূরা (এই সালাতে) তিলাওয়াত করলেন যে দু'টি সূরা কুফায় আলী (রা) (এই সালাতে) তিলাওয়াত করতেন।

আবু হুরায়রা (রা) বললেন : আমি রাসূল ﷺ-কে এই দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَأَبِي عَنِيبَةَ الْخَوْلَانِيِّ ۝
 قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝
 وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
 الْغَاشِيَةِ ۝

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبٌ عَلَى بَنِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۝

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, নু'মান ইবন বাশীর এবং আবু উত্বা আল-খাওলানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

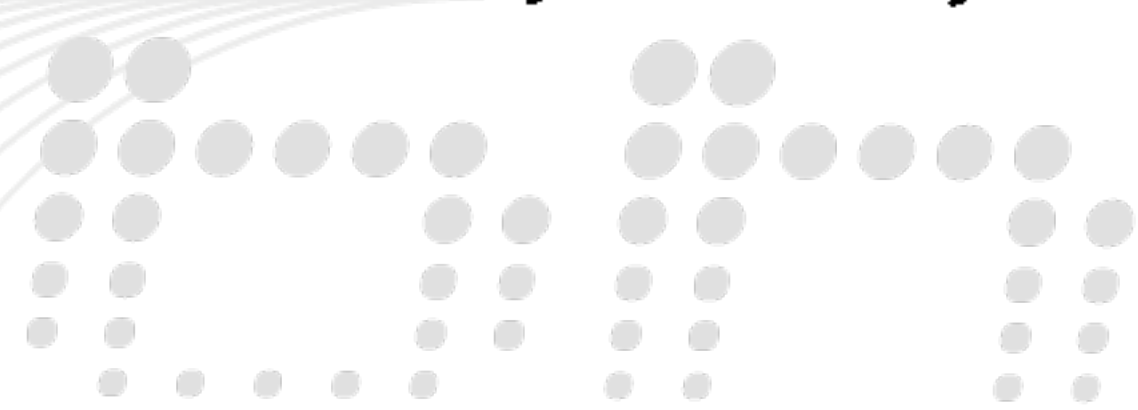
রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

উবায়দুল্লাহ ইবন আবু রাফি' আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর কাতিব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا يَقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কি তিলাওয়াত করা হবে

৫২০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي النَّظِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 الْمُبَيْتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الْمُرْتَنَزِلُ السَّجْدَةَ
 وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ۝



বাংলা হাদিস

৫২০. আলী ইবন হুজর (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে التَّيْمَةَ এবং التَّنْزِيلَ السَّجْدَةَ তিলাওয়াত করতেন।

- قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ○
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
 وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَخْوَلٍ ○

এই বিষয়ে সা'দ, ইবন মাসউদ এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সুফইয়ান সাওরী (র) বর্ণনা করেন, আরো একাধিক রাবী মুখাওওয়াল (র) সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর পূর্বের ও পরের সালাত

৫২১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ ○

৫২১. ইবন আবী উমর (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমু'আর পর দু'রাকআত (নত) সালাত আদায় করতেন।

- قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ○
 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
 وَقَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا ○
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ○

এই বিষয়ে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নাকি'....ইবন উমর (রা) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

কতক আলাম এই হাদীস অনুসারে আমলের মত ব্যক্ত করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ ও আহমদ এরও অভিমত।

৫২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْصَرَفَ

سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ ○

৫২২. কুতায়বা (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর সালাত শেষে তাঁর ঘরে ফিরে এসে দু'রাকাত (সুন্নত) সালাত আদায় করতেন। পরে বলেন : রাসূল ﷺ-ও তা করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৫২৩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ○

৫২৩. ইবন আবী উমর (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আর পর (সুন্নত) সালাত আদায় করতে চায় সে যেন তা চার রাকাত আদায় করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي

صَالِحٍ ثَبَتًا فِي الْحَدِيثِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ

الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ○

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

ثُمَّ أَرْبَعًا ○

وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ إِسْحَقُ إِنَّ صَلَاتِي فِي الْمَسْجِدِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَاتِي أَرْبَعًا وَإِنْ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ○

وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ

مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي

بَيْتِهِ وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ بَعْدَ الرُّكْعَتَيْنِ أَرْبَعًا ○

حَدَّثَنَا ابْنُ الْكَأْبِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جَرِيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمْرٍو
مَلَى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مَلَى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ۝

حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ
أَحَدًا أَتَى لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا الدَّنَانِيرُ وَالِدَرَاهِمُ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْهُ إِنْ كَانَتْ
الدَّنَانِيرُ وَالِدَرَاهِمُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْرِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ كَانَ عَمْرٍو بْنُ دِينَارٍ أَسَنَ
مِنَ الزُّهْرِيِّ ۝

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি হাসান-সহীহ।

হাসান ইবন আলী (র)....সুফইয়ান ইবন উআয়না (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমরা রাবী
সুহায়ল ইবন আবী সালিহকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আস্থাযোগ্য বলে গণ্য করতাম।

কতক আলাম এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন
মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর পূর্বে চার রাকআত এবং জুমু'আর পর চার রাকআত (সুন্নত)
আদায় করতেন।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর পর দু'রাকআত আদায় করে আরো চার রাকআত আদায়
করতে নির্দেশ দিতেন।

সুফইয়ান সাওরী এবং ইবন মুবারক (র)-ও ইবন মাসউদ (রা)-এর অভিমত গ্রহণ করেছেন।

ইসহাক (র) বলেন : যদি জুমু'আর দিন মসজিদে (সুন্নত) সালাত আদায় করে তবে চার রাকআত আদায়
করবে, আর যদি ঘরে (সুন্নত) সালাত আদায় করে তবে দু'রাকআত আদায় করবে। তিনি দলীল হিসাবে এই হাদীস
দু'টি পেশ করেন যে, রাসূল ﷺ জুমু'আর পর তাঁর ঘরে এসে দু'রাকআত আদায় করতেন। আরেকটি হাদীস হ'ল
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর পর (সুন্নত) সালাত আদায় করবে, তখন যে চার
রাকআত আদায় করে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) রাসূল ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি
জুমু'আর পর তাঁর ঘরে দু'রাকআত (সুন্নত) সালাত আদায় করতেন। অথচ ইবন উমর (রা) রাসূল ﷺ-এর
ইনতিকালের পর জুমু'আর পর মসজিদেই দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন এবং এরপর আরো চার রাকআত
আদায় করেছেন।

ইবন আবী উমর (র)....ইবন জুরায়জ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন, আমি দেখেছি ইবন উমর
(রা) জুমু'আর পর (প্রথমে) দু'রাকআত এবং এরপর চার রাকআত (সুন্নত) সালাত আদায় করেছেন।

সাইদ ইবন আবদির রহমান আল-মাখযুমী (র) সুফইয়ান ইবন উআয়না (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা
ইবন দীনার (র) বলেছেন : ইমাম যুহরীর মত উত্তম ও বিশুদ্ধরূপ হাদীস বর্ণনা করতে আর কাউকে আমি দেখিনি
এবং তাঁর মত টাকা-পয়সাকে এত মূল্যহীন মনে করতেও আর কাউকে পাইনি। তাঁর কাছে দিনার ও দ্বিহাম ছিল
উটের বিষ্ঠার মতই মূল্যহীন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আবু উমরের কাছে শুনেছি যে, সুফইয়ান ইবন উআয়না (র)
বলেছেন : আমরা ইবন দীনার (র) যুহরী (র)-এর তুলনায় অধিক বয়স্ক ছিলাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ أَدْرَاكِ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি জুমু'আর এক রাকআত পায়

৫২৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ۝

৫২৮. নাসর ইবন আলী, সাঈদ ইবন আবদির রহমান এবং আরো অনেকে (র) — আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কেউ যদি সালাতের এক রাকআত পায় তবে সে যেন সালাত পেল।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ۝

قَالُوا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا مَلَى أَرْبَعًا ۝

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী এবং পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমলের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তারা বলেন : কেউ যদি জুমু'আর এক রাকআত পায় তবে সে আরেক রাকআত আদায় করে তা পূরা করবে। আর যদি সালাতের শেষ বৈঠকে মুসল্লীদের পায়, তবে সে চার রাকআত পূরা করবে।

ইমাম সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّانِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন দুপুরের বিশ্রাম

৫২৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازٍ وَعَبْنُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنَّا نَتَغَنَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ۝

৫২৯. আলী ইবন হুজর (র)....সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূল

ﷺ এর যুগে জুমু'আর পরেই কেবল আহাৰ গ্রহণ করতাম এবং দুপুরের বিশ্রাম করতাম।

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন : সালাতের পূর্ণাঙ্গ পর্যন্তও যদি কেউ জামা'আতে শরীক হতে পারে, তবে সে জুমু'আর দু'রাকআত আদায় করবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

এই বিষয়ে আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : সাহল ইবন সাদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ نَعْسُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর সময় তন্দ্রা এলে জায়গা পরিবর্তন করে নিবে

৫২৬- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سَلِيمَانَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ

عَنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ○

৫২৬. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)...ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

জুমু'আর সময় যদি কারো তন্দ্রা আসে তবে সে যেন এই স্থান পরিবর্তন করে নেয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে সফর করা

৫২৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْجَعْفَارِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَا أَصْحَابَهُ فَقَالَ اتَّخَلَّفُ

فَأُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَأَاهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ

فَقَالَ أَرَأَيْتَ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ قَالَ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَذْرَكَتُ فَضْلَ غَدَوْتِهِمْ ○

৫২৭. আহমদ ইবন মানী' (র)...ইবন আব্বাস (রা)-থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একবার

আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন। সে দিন ছিল জুমু'আর দিন। অর সঙ্গীরা

সকলে ভোরেই রওয়ানা হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বলেন : আমি পিছনে রয়ে পলাম। (মনে করলাম) রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে

সালাত আদায় করে পরে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হব।

যা হোক, তিনি যখন রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন তখন তিনি তাকে দেখতে পেলেন। বললেন : তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে ভোরে রওয়ানা হতে তোমাকে কে বাধা দিল ?

তিনি বললেন : ইচ্ছা করেছিলাম আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করে পরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হব।

রাসূল ﷺ বললেন : পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব যদি তুমি বিলিয়ে দাও তবুও তুমি তাদের এই একটি সকালের ফযীলত ধরতে পারবে না।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْتَعِرْفَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَقَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مَقْسَرٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ وَعَدَّهَا شُعْبَةُ وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهَا عَنْ شُعْبَةَ ۝ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ الْحَكَمُ مِنْ مَقْسَرٍ ۝

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۝ فَلَمْ يَرِ يَعْظُمُهُمْ بَأْسًا بِأَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلَاةُ ۝

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَصْبَحَ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সনদ ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি না।

আলী ইবন মাদীনী (র) বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, শু'বা (র) বলেন : মিকসাম (র) থেকে হাকাম (র) মাত্র পাঁচটি হাদীস শুনেছেন। এরপর শু'বা (র) উক্ত পাঁচটির বিবরণ দেন, কিন্তু এই হাদীসটির উল্লেখ সেখানে নেই। এতে বুঝা যায়, মিকসাম (র) থেকে হাকাম (র) এই হাদীসটি শুনেনি।

জুমু'আর দিন (সকালে) সফর করা সম্পর্কে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। কতক আলিম [ইমাম আবু হানীফা (র) সহ] সালাতের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত সফরে রওয়ানা হওয়ায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

অপর কতক আলিম বলেন : রওয়ানা হতে হতে সকাল হয়ে গেলে জুমু'আর সালাত আদায় না করে বের হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّوَالِكِ وَالطَّيِّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা

৫২৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ يَزِيدَ

بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيَمَسَنَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طَيِّبٍ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طَيِّبٌ ۝

৫২৮. আবু ইবন হাসান আত-কুফী (র)...বারা ইবন আদিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : মুসলিমদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিধান হ'ল তারা যেন জুমু'আর দিন গোসল করে এবং তার পরিবারের সুগন্ধি ব্যবহার করে। যদি সে সুগন্ধি না পায় তবে পানিই হ'ল তার জন্য সুগন্ধি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَشَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ۝

এই বিষয়ে আবু সাঈদ এবং জনৈক আনসারী শায়খ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৫২৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا شَيْخٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ۝

৫২৯. আহমদ ইবন মানী'....ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ (র) সূত্রে অনুরূপ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে।

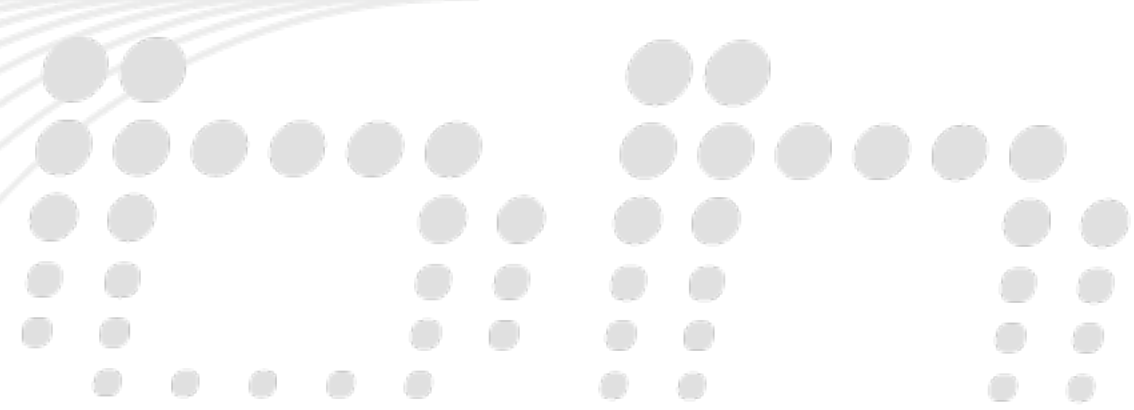
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَرَوَايَةُ شَيْخٍ أَحْسَنُ مِنْ رَوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التِّيمِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التِّيمِيِّ يَضَعُفٌ

فِي الْحَدِيثِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : বারা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আত-তায়মী (র)-এর রিওয়াযাতের তুলনায় ইশাযাস (র)-এর রিওয়াযাতটি অধিকতর উত্তম। ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আত-তায়মী হাদীস বর্ণনায় বর্জফ বলে গণ্য।



ابواب العیدین عن رسول الله ﷺ ঈদ অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইদগাহে হেঁটে যাওয়া

৫৩০- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

أَبِي طَالِبٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ۝

৫৩০. ইসমাইল ইবন মূসা আল-ফযারী (র)...আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুনন হল ইদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ঈদুল ফিতরে বের হওয়ার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا

وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া এবং উযর ছাড়া কোন বাহনে আরোহণ না করা পসন্দনীয় বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করা

৫৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ

لِخُطْبَةِ ثَمَّ يَخْطُبُونَ ۝

৫৩১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ, আবু বকর ও উমর (রা) খুত্বার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করতেন, পরে খুত্বা দিতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ۝

এই বিষয়ে জাবির ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীসের মর্মানুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন : খুত্বার পূর্বেই ঈদের সালাত আদায় করতে হবে।

বলা হয় মারওয়ান ইবনুল হাকামই সর্বপ্রথম (ঈদের) সালাতের পূর্বে খুত্বা দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَالْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতে আযান ও ইকামত নেই

৫৩২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ سَيَّالِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِتَامَةٍ ۝

৫৩২. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : এক-দুইবার নয়, বহুবার আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আযান ও ইকামত ছাড়া দুই ঈদের সালাত আদায় করেছি।

وَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يُؤْذَنُ لِمُحَمَّدٍ لِمُحَمَّدٍ

وَالشَّيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ ۝

এই বিষয়ে জাবির ইবন আবদিল্লাহ ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির ইবন সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর ফকীহ আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন : দুই ঈদের সালাত এবং কোন নফল সালাতের জন্য আযানের বিধান নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدِ يَعْنِي

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ঈদের কিরআত

৫৩৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ إِسْرَافِيلَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرَبَّهَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا ○

৫৩৩. কুতায়বা (র)....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ঈদ ও জুমু'আর সালাতে সَبْحِ إِسْرَافِيلَ এবং التَّغَاثِيَةِ হ'ল তিলাওয়াত করতেন। অনেক সময় ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে ঘটত, তখনও তিনি ঐ দুই সূরাই তিলাওয়াত করতেন।

○ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ وَسُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ○

○ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

○ وَكَذَلِكَ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ○
○ وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَيُخْتَلَفُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَةِ ○

○ يَرْوَى عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ○

○ وَلَا نَعْرِفُ لِحَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ رِوَايَةً عَنْ أَبِيهِ ○

○ وَحَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ هُوَ مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَرَوَى عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَحَادِيثَ ○

○ وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ نَحْوَ رِوَايَةِ هُؤَلَاءِ ○

○ وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَبِهِ يَقُولُ

○ الشَّافِعِيُّ ○

এই বিষয়ে আবু ওয়াকিদ, সামুরা ইবন জুন্দুব ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : নু'মান ইবন বাশীর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সুফইয়ান সাওরী এবং মিসআর (র) ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল মুন্তাশির (র) থেকেও আবু আওয়ানা (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতের (৫৩ নং) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবন উআয়না (র) থেকে রিওয়াযাতের ব্যাপারে বিভিন্নতা রয়েছে। তার এই রিওয়াযাত ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুন্তাশির....তথপিতা মুহাম্মাদ ইবন মুন্তাশির....হাবীব ইবন সালিম....তথপিতা সালিম....নুমান ইবন বাশীর (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু হাবীব ইবন সালিম এর কোন রিওয়াযাত তথপিতা সালিম থেকে পরিচিত নয়।

এই হাবীব ইবন সালিম হলেন নুমান ইবন বাশীর (রা)-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস এবং তিনি নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বহু হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

এমনিভাবে ইবন উআয়না (রা)-এর রিওয়াযাত ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুন্তাশির (র) থেকে তাদের (অর্থাৎ আবু আওয়ানা, সুফইয়ান সাওরী ও মিসআর-এর) অনুরূপ বর্ণিত আছে। [এই সনদে হাবীব ইবন সালিম-এরপর তথপিতা (সালিম) থেকে এই কথার উল্লেখ নেই।]

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতুল ঈদে সূরা ق এবং اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ তিলাওয়াত করতেন। ইমাম শাফিঈও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৫৩৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى قَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِقَافٍ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

৫৩৪. ইসহাক ইবন মুসা আল-আনসারী (র)....উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন ইবন উতবা (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকীদ আল-লায়সী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহায় রাসূল ﷺ কি তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন? রাসূল ﷺ ق এবং اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ তিলাওয়াত করতেন।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৫৩৫- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ○

৫৩৫. হান্নাদ (র)....যামরা ইবন সাঈদ (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى وَابْنُ وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِسْمُهُ الْحَرِثُ بْنُ عَوْفٍ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু ওয়াকীদ আল-লায়সী (রা)-এর নাম হ'ল হারিস ইবন আওফ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের তাকবীর

৫৩৬- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو عَمْرٍو الْحَنَازِيُّ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ

كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأَوَّلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي
الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ○

৫৩৬. মুসলিম ইবন আমর ও আবু আমর আল-হায্যা আল-মাদীনী (র)....আমর ইবন আওফ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতুল ঈদে তাকবীর পাঠ করতেন প্রথম রাকআত কিরআতের পূর্বে সাত তাকবীর; দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ পাঁচ তাকবীর।

○ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ○

○ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدَّثَنَا جَلْدٌ كَثِيرٌ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رَوَى فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ

عليه السلام ○

○ وَأَسْبَحَ عُمَرُ وَابْنُ عَوْفٍ الْمَزْنِيُّ ○

○ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ○

○ وَهَكَذَا رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ○ وَبِهِ

يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ○

○ وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرُّكْعَةِ

الْأَوَّلَى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي رُكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَكْبِرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ ○

○ وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ

سَيِّدُ الشُّرَى ○

এই বিষয়ে আয়েশা, ইবন উমর ও আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী কাসীরের পিতামহ [আমর ইবন আওফ (রা)] বর্ণিত হাদীসটি হাসান। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এই রিওয়ায়াতটিই অধিকতর উত্তম।

কাসীরের পিতামহের নাম হ'ল আমর ইবন আওফ আল-মুযানী (রা)।

কতক সাহাবী ও পরবর্তীযুগের আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের ফতওয়া দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি মদীনায়ে এই ধরনের সালাত আদায় করেছেন।

এ হ'ল মদীনাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইমাম মালিক ইবন আনাস, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্যও এ-ই।

ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : সালাতুল ঈদে তাকবীরের সংখ্যা হ'ল নয়। প্রথম রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর, দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে কিরআত পরে রুকু-এর তাকবীরসহ চার তাকবীর।

একাধিক সাহাবী থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত বিদ্যমান। এ হ'ল কূফাবাসী আলিম ও ফকীহ-এর অভিমত। (ইমাম আবু হানীফা) ও সুফইয়ান সাওরী (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ لِصَلَاةِ قَبْلِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ : ঈদের পূর্বে বা পরে কোন সালাত নেই

৫৩৮- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ

قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ○

৫৩৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একবার ঈদুল ফিত্রের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং দু' রাকআত সালাতুল ঈদ আদায় করলেন। এর আগে বা পরে কোন সালাত আদায় করলেন না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ يَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ○ وَبِهِ يَقُولُ

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ○

وَقَدْ رَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ

○ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীস অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (রা)-ও এই মত ব্যক্ত করেন।

অপর একদল সাহাবী ও ফকীহ আলিম সালাতুল ঈদের পূর্বে ও পরে (নফল) সালাত আদায় করা যায় বলে মতপোষণ করেন। তবে প্রথমোক্ত অভিমতই অধিক সহীহ।

৫৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حَرْيْثٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ ۝

৫৩৮. আবু আম্মার আল-হুসায়ন ইবন হুরায়স (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার ঈদের দিনে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু (সেদিন) তিনি সালাতুল ঈদের পূর্বে বা পরে কোন সালাত আদায় করলেন না। রাসূল ﷺ-ও এরূপ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ الْعِيدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ঈদায়নে শরীক হওয়ার জন্য মহিলাদের বহির্গমন

৫৩৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُعْطِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَاوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمَصَلَّى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَتْ فَلْتَعْرِهَا أُخْتَهَا مِنْ جَلَابِئِبِهَا ۝

৫৩৯. আহমদ ইবন মানী (র)....উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বালিকা, তরুণী, গৃহিণী, যুবতী সকল মহিলাকেই সালাতুল ঈদে বের হওয়ার জন্য বলতেন। তবে রজঃবতী মহিলারা সালাত-স্থল থেকে দূরে থাকতেন। তারা কেবল মুসলিমদের সঙ্গে দু'আয় শরীক হতেন।

জনৈক মহিলা একবার রাসূল ﷺ-কে বললেন, যদি কারো চাদর না থাকে (তবে সে কিভাবে বের হবে?), তিনি বললেন : তার কোন ভগ্নি তাকে একটি চাদর ধার দিয়ে দিবে।

৫৮০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُبَيِّ

عَطِيَّةَ بِنَحْوَةَ ○

৫৪০. আহমদ ইবন মনী' (র)...উম্মু আতিয়া (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

○ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ○

○ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا أُبَيُّ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ

وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ ○

وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ أَكْرَهُ الْيَوْمَ الْخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ فَإِنْ أَبَتْ

الْمَرْأَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي أَطْهَارِهَا الْخُلُقَانِ وَالْأَتَرِيزِينَ فَإِنْ أَبَتْ أَنْ

تَخْرُجَ كُنْ إِلَيْكَ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الْخُرُوجِ ○

وَيُرَوَّى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ

الْمَسْجِدَ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ○

○ وَيُرَوَّى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ الْيَوْمَ الْخُرُوجَ لِلنِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মু আতিয়া বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলাম এই হাদীস অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। তারা দুই ঈদের সালাতে মহিলাদের গমনের অনুমতি দিয়েছেন। আর কতক আলাম তা অপসন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই যুগে সালাতুল ঈদায়নের উদ্দেশ্যে মহিলাদের গমন করা আমি অপসন্দনীয় বলে মনে করি। মহিলারা যদি এই বিষয়ে বায়না ধরেন তবে তার স্বামী তাকে সাজ-সজ্জা না করে সাধারণ কাপড়ে বের হওয়ার অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু তারা যদি এইভাবে সাদাসিধে ধরনে বের হতে অস্বীকার করে তবে স্বামী তাদেরকে বের হতে নিষেধ করতে পারেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : বর্তমানে মেয়েরা কি করছে তা যদি রাসূল ﷺ দেখতেন তবে অবশ্যই তিনি মসজিদে যেতে তাদের নিষেধ করতেন যেভাবে বনী ইসরাঈল মহিলাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল।

সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতুল ঈদের উদ্দেশ্যে মহিলাদের গমন অপসন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَرَجُوعِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخَرَ

অনুবাদ : রাসূল ﷺ ঈদের সালাতে এক পথে যেতেন অন্য পথে আসতেন

৫৮১- مَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَائِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ

الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ ○

৫৪১. আব্দুল আ'লা ইবন ওয়াসিল ইবন আব্দিল আ'লা আল-কুফী ও আবু যুরআ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিন রাসূল ﷺ এক পথে যেতেন অন্য পথে আসতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي رَافِعٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ○

وَرَوَى أَبُو ثُمَيْلَةَ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ○

قَالَ وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلِإِمَامِ إِذَا خَرَجَ فِي طَرِيقٍ أَنْ يَرْجَعَ فِي غَيْرِهِ إِتِّبَاعًا لِهَذَا

الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ○

وَحَدِيثُ جَابِرٍ كَأَنَّهُ أَصَحُّ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর এবং আবু রাফিঈ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

আবু তুমায়লা ও ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ (র)-ও এই হাদীসটি ফুলায়হ ইবন সুলায়মান....সাদ্দ ইবন আল-হারিস....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসের অনুসরণে ইমামের জন্য এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে আসা মুস্তাহাব বলে কতক আলিম মত প্রকাশ করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

এই বিষয়ে জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

অনুচ্ছেদ : ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে আহার করা

৫৮২- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَبْطِئَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ ۝

৫৪২. হাসান ইবন সাব্বাহ আল-বায্যার আল-বাগদাদী (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ঘর থেকে বের হতেন না আর ঈদুল আযহার দিন সালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু আহার করতেন না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَانْسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بْنِ خُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۝

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أَعْرِفُ لِثَوَابِ بْنِ عُثْبَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ۝

وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا وَيُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَفْطَرَ عَلَى تَمَرٍ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ۝

এই বিষয়ে আলী ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : বুরায়দা ইবন খুসায়ব আল-আসলামী বর্ণিত এই হাদীসটি গারীব।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : এই হাদীসটি ছাড়া সাওয়াব ইবন উতবার অন্য কোন হাদীস সম্পর্কে আমরা জানি না।

আলিমগণের একদল ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু আহার না করা পর্যন্ত ঘর থেকে বের না হওয়া মুস্তাহাব বলে মনে করেন। তার জন্য খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব। এমনভাবে সালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত ঈদুল আযহার দিনে কিছু আহার করবে না।

৫৮৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ

مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى ۝

৫৪৩. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে গমনের পূর্বে কিছু খেজুর খেয়ে নিতেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ।

أَبْوَابُ السَّفَرِ

সফর অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ : সফরকালে কসর করা

৫৮৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَا تَمَّتْهَا ۝

৫৪৪. আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবন আবদিল হাকাম আল-ওয়াররাক আল-বাগদাদী (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ, আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গে সফর করেছি। তাঁরা যোহর ও আসরের সালাত দু'রাকআত করে আদায় করতেন। এর পূর্বে বা পরে কোন সালাত আদায় করতেন না।

আব্দুল্লাহ (ইবন উমর) বলেন : যদি এর পূর্বে বা পরে কোন সালাতই আদায় করতাম তবে তো এই সালাতই পূরা আদায় করতাম।

وَقَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ ۝
وَقَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ
بِشَلِّ هَذَا ۝

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْعِيلَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَّاقَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ۝

قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ رَوَى عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
وَبَعْدَهَا ۝

وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ۝
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتَرِّى الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ○

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ التَّقْصِيرُ رُخْصَةٌ لَدَى السَّفَرِ فَإِنْ أَتَمَّ

الصَّلَاةَ أَجَزَ عَنْهُ ○

এই বিষয়ে উমর, আলী, ইবন আব্বাস, আনাস, ইমরান ইবন হুসায়ন ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। ইয়াহইয়া ইবন সুলায়ম ছাড়া অন্য কোন সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র) বলেন : এই হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবন উমর....আল-সুরাকার জনৈক ব্যক্তি....ইবন উমর (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আতিয়া আল-আওফী....ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সফর অবস্থায়ও সালাতের পূর্বে ও পরে নফল আদায় করতেন। সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সফরে কসর করতেন।^১ আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা)-ও তাঁদের খিলাফতের শুরুতে কসর আদায় করেছেন।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফর অবস্থায় ও পূর্ণ সালাত আদায় করতেন।

রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে যা বর্ণিত আছে সে অনুসারেই তো আমল করা হবে।

এ হ'ল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত। তবে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : সফরে কসর আদায় করা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ কিন্তু পুরো সালাত আদায় করলেও জায়েয হবে।^২

৫৮৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ بْنُ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي

نُضْرَةَ قَالَ سَأَلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ حَجَّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْ رَكْعَتَيْنِ

وَحَجَّجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّيْ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّيْ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ سِتِّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ أَوْثَمَانِي

سِنِينَ فَصَلَّيْ رَكْعَتَيْنِ ○

৫৪৫. আহমদ ইবন মানী' (র)....আবু নাযরা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-কে মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি তখন বললেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছি, তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন। আবু বকর (রা)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি, তিনিও দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন। উমর (রা)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন। উসমান (রা)-এর সঙ্গে ও তাঁর খিলাফতের ছয় বছর (বর্ণান্তরে আট বছর) হজ্জ করেছি, তিনিও দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন।

১. قصر অর্থ হ্রস্ব করা। চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতসমূহ দু'রাকআত করে আদায় করা।

২. ইমাম আবু ইসা হানীফা (র)-এর অভিমত হ'ল সফরে কসর করা ওয়াজিব। উমর ও আলী (রা) সহ বহু সাহাবীগণও এই মত।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৫৮৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحَلِيفَةِ الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ ○

৫৮৬. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমরা মদীনায় রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যোহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেছি আর যুলহলায়ফায় আসরের সালাত দু'রাকআত আদায় করেছি।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

৫৮৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ○

৫৮৭. কুতায়বা (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। সেই সময় আল্লাহ রাসূল আলামীন ব্যতিরেকে আর কারো ভীতি তাঁর ছিল না, এতদসত্ত্বেও তিনি দু'রাকআত কসর সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْرِ تَقْصُرِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : কত দিন কসর সালাত আদায় করা হবে

৫৮৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ الْخَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ

بْنُ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْرًا أَقَامَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا ○

৫৮৮. আহমদ ইবন মানী' (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হই। তখন তিনি দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন।

আনাস (রা)-কে বললাম : রাসূল ﷺ কতদিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন ? তিনি বললেন : দশ দিন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَقَامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ○

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَحْنُ إِذَا أَقَيْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ

أَتَمَّيْنَا الصَّلَاةَ ○

وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ○

وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّي أَرْبَعًا ○

وَرَوَى عَنْهُ ذَلِكَ قَتَادَةُ وَعَطَاءُ الْخِرَاسَانِيُّ ○

وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ خِلَافَ هَذَا ○

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ فِي ذَلِكَ ○

فَإِذَا سَفَيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ فَذَهَبُوا إِلَى تَوْقِيتِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالُوا إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ

خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَآحِدٌ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَرَأَى أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ لِأَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ

أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمَعْ إِقَامَةٌ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سَنُونَ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর কোন এক সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং দু'রাকআত হিসেবে সালাত আদায় করেন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমরা যদি কোথাও উনিশ দিনের ভেতর অবস্থান করি তবে দু'রাকআত করে সালাত আদায় করি। আর এর বেশি অবস্থান করলে পুরো সালাত আদায় করি।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : কেউ যদি দশ দিন অবস্থান করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : কেউ যদি কোন স্থানে পনের দিন অবস্থান করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে। তার বরাতে বার দিনের কথাও বর্ণিত আছে।

সাদ্দিদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : যদি কেউ কোন স্থানে চার দিন অবস্থান করে তবে তাকে চার রাকআত আদায় করতে হবে।

কাতাদা এবং আতা আল-খুরাসানী (র) তার বরাতে উক্ত কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দাউদ ইবন আবী হিন্দ (র) তার বরাতে ভিন্নরূপে বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে ফকীহ আলিমগণেরও মতবিরোধ রয়েছে। সুফইয়ান সাওরী এবং কূফাবাসী আলিমগণ (ইমাম আযম আবু হানীফা সহ) পনের দিন সময়ে অবস্থানের অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন : কেউ যদি কোন স্থানে পনের দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম আওয়াঈ (র) বলেন : যদি কেউ কোন স্থানে বার দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ (র) বলেন : চার দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম ইসহাক (র) এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী অভিমত বলে মনে করেন। কারণ, একে তো তিনি এতদ্বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে একটি রিওয়াযাতও উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয়ত রাসূল ﷺ-এর ইত্তিকালের পর এতদনুসারে তিনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বলেছেন : উনিশ দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত করলে সালাত পুরা আদায় করতে হবে।

আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, যতদিন পর্যন্ত ইকামতের সিদ্ধান্ত না নিবে, ততদিন একজন মুসাফির কসর আদায় করবে। যদিও এভাবে বহু বছর কেটে যায়।

৫৮৭- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَفَرًا فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَحَنُّ نُصَلِّي فِيهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فَإِذَا أَقْمَنَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ۝

৫৪৯. হান্নাদ (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ এক সফরে বের হলেন এবং উনিশ দিন পর্যন্ত দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরাও উনিশদিন পর্যন্ত দু'রাকআত করে আদায় করতাম। এর বেশি যদি আমরা অবস্থান করতাম তবে চার রাকআত সালাত আদায় করতাম।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব-হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ : সফরে নফল সালাত আদায় করা

৫৪০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بَسْرَةَ الْغِفَارِيِّ
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَحَبَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرُّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ
الشَّمْسُ أَوْ الظُّلُّ ۝

৫৫০. কুতায়বা (র).... বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আঠারবার রাসূল
ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর যোহরের পূর্বে দু'রাকআত (নফল) সালাত পরিত্যাগ
করতে আমি কখনও তাকে দেখিনি।

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۝

قَالَ وَسَأَلْتُ هَمْدًا عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَلَمْ يَعْرِفْ إِسْرَافِي بَسْرَةَ

الْغِفَارِي ۝ وَرَأَاهُ هَمْدًا ۝

وَرَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا وَرَوَى عَنْهُ عُمَرُ

الْبَرْقِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ۝

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِي

السَّفَرِ وَيَذِي قَوْلَ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ ۝

وَلَمْ يَرَوْا نَفَقَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ۝

وَهَمْنِي مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ قَبُولُ الرَّخْصَةِ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيرٌ ۝

وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : বারী (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব।

এই বিষয়ে মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি লায়স ইবন সাদ-এর রিওয়াযাত ছাড়া
এটি সম্পর্কে কিছু জানেন না। এমনিভাবে আবু দুদরা আল-গিফারীর নামও তিনি জানেন না। তবে তিনি তাকে ভাল
মনে করেন।

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সফর অবস্থায় সালাতের পূর্বে বা পরে নফল আদায় করতেন না। আবার তাঁর বরাতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ সফর অবস্থায়ও নফল সালাত আদায় করতেন।

রাসূল ﷺ-এর পর বিষয়টি সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কতক সাহাবী সফর অবস্থায়ও নফল সালাত আদায়ের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এ হ'ল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এরও অভিমত।

আর একদল আলিম সফর অবস্থায় সালাতের পূর্বে বা পরে কোন নফল আদায় করতে হবে বলে মনে করেন না। তবে সফরে নফল আদায় না করা অর্থ হ'ল না পড়ার এই সুযোগকে গ্রহণ করা। কিন্তু কেউ যদি এই অবস্থায়ও নফল আদায় করে তবে তার জন্য প্রভূত ফযীলত রয়েছে।

অধিকাংশ আলিমের অভিমত এ-ই যে, তারা সফর অবস্থায় নফল আদায় করা পসন্দনীয় বলে মনে করেন।

৫৫১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ۝

৫৫১. আলী ইবন হুজর (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : সফরে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যোহর দু'রাকআত আদায় করেছি এবং এরপর আরো দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করেছি।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

ইবন আবী লায়লা (র)-ও এটিকে আতিয়া ও নাফি....ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ يَعْنِي الْكُوفِيَّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ

أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ

بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ وَهِيَ

وَتُرُّ النَّهَارَ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ۝

৫৫২. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ আল-মুহারিবী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সফর ও মুকীম সর্বাবস্থায় সালাত আদায় করেছি। মুকীম অবস্থায় যোহরের সালাত চার রাকআত এবং এরপর (সুন্নত) দু'রাকআত আদায় করেছি; কিন্তু সফর অবস্থায় যোহর দু'রাকআত এবং এরপর (সুন্নত) দু'রাকআত আদায় করেছি। এমনিভাবে আসরও দু'রাকআত আদায় করেছি, তবে এরপর আর কোন (সুন্নত বা নফল) সালাত আদায় করিনি। মাগরিবের সালাত সফর ও মুকীম সর্বাবস্থায়ই এক বরাবর, সব সময় তা তিন

রাকআতই, সফর বা মুকীম কোন অবস্থায় এতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এ হ'ল দিনের বিতর। এরপর রয়েছে দু'রাকআত (সুন্নত)।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ○

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ مَارَوْيَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا وَلَا أَرَوِي عَنْهُ شَيْئًا ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এ হাদীসটি হাসান।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ইবন আবী লায়লা (র) এর চেয়েও অধিক পসন্দনীয় :কান রিওয়াযাত আমাকে গুনাননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা

৫৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ هُوَ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ ○

৫৫৩. কুতায়বা (র).... মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাবুক যুদ্ধের সফরকালে রাসূল ﷺ সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার আগে যাত্রা করতেন তবে যোহরের সালাত বিলম্ব করে আসরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন এবং উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর যাত্রা করলে আসরের সালাত যোহরের ওয়াক্তে এগিয়ে নিয়ে আসতেন এবং যোহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতেন। এরপর গন্তব্য স্থানের দিকে চলতেন। এমনভাবে তিনি যদি মাগরিবের পূর্বে যাত্রা করতেন তবে মাগরিবের সালাত বিলম্ব করতেন এবং তা এশার সঙ্গে একসাথে আদায় করতেন। আর যদি মাগরিবের পর যাত্রা করতেন তবে এশার সালাত ত্বরান্বিত করতেন এবং তা মাগরিবের সঙ্গে আদায় করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنَ

زَيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَالصَّحِيحُ عَنْ أُسَامَةَ ○

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ قُتَيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثِ ○

আলী ইবনুল মাদীনী (র)-ও এই হাদীসটি আহমদ ইবন হাম্বল....কুতায়বা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫৫৪. আবদুস্ সামাদ ইবন সুলায়মান (র)....মু'আয (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত।

৫৫৫. হান্নাদ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তাঁর পরিবারের জনৈক সদস্যের^১ বিপদে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁকে দ্রুত সফরে যেতে হয়েছিল। তখন তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করতে এত বিলম্ব করলেন যে, শাফাক (সূর্যাস্তের পরবর্তী লালিমা) অন্তর্মিত হয়ে গেল। পরে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে এশা ও মাগরিব একত্রে মিলিয়ে আদায় করলেন এবং বললেন : রাসূল ﷺ-এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন এইরূপ করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَحَدِيثُ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইয়াযীদ সূত্রে লায়স (র) বর্ণিত হাদীসটিও হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ইস্তিসকা^২

৫৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ

عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِمِرْرَكَتَيْنِ جَهْرًا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوْلَ رِدَاعِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى وَالسَّتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ○

৫৫৬. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)....আব্বাদ ইবন তামীম তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ লোকজন সহ ইস্তিসকার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছিলেন। পরে তিনি তার চানর উলটিয়ে পরলেন ও দুই হাত তুলে কিবলামুখী হয়ে ইস্তিসকার (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করলেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي اللَّحْمِ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ○

وَعَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَامِرٍ الْمَازِنِيُّ ○

১. তাঁর স্ত্রী সাকিয়া বিনত আবী উবায়দ অসুস্থ হয়ে মদীনার বাইরে ছিলেন।

২. বৃষ্টির জন্য দুই রাকআত নফল সালাত আদায় করে দু'আ করা।

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা, আনাস এবং আবিল লাহম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন যায়দ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকেরও এই অভিমত।

আব্বাদ ইবন তামীমের চাচার নাম হ'ল আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম আল-মায়িনী।

৫৫৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ عَنْ أَبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنَعٌ بِكَفِّهِ يَدْعُو ۝

৫৫৭. কুতায়বা (র).... আবিল লাহম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (মদীনার) আহজারুয্ যায়ত নামক স্থানে রাসূল ﷺ কে ইস্তিসকা আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তখন তাঁর দু'হাত তুলে দু'আ করছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى كَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي اللَّحْمِ وَلَا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ ۝

وَعُمَيْرٌ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ وَلَهُ صُحْبَةٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, কুতায়বা (র) এই হাদীসটিকে আবিল লাহম (রা) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূল ﷺ থেকে তাঁর এই একটি রিওয়াযাত ছাড়া অন্য কোন রিওয়াযাত আছে বলে আমরা জানি না।

এই আবুল লাহম (রা)-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস উমায়র (রা)-এর বরাতে রাসূল ﷺ-এর কিছু হাদীস বর্ণিত আছে। তিনিও সাহাবী ছিলেন।

৫৫৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي الْوَالِدُ بْنُ عُقَبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ إِسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَلَمَّا يَخْطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ۝

৫৫৮. কুতায়বা (র).... ইসহাক ইবন আবদিল্লাহ ইবন কিনানা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : মদীনার আমীর ওয়ালীদ ইবন উক্বা আমাকে ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে রাসূল ﷺ-এর ইস্তিসকা সম্পর্কে জানতে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার নিকট এসে তা জানতে চাইলে তিনি বললেন : রাসূল ﷺ এই উদ্দেশ্যে অতি সাধারণ বেশে, বিনীত ভঙ্গীতে, রোনাযারীর সাথে ঘর থেকে বের হতেন, সালাতগাহে আসতেন। তোমাদের মত এই ধরনের

খুতবা দিতেন না; বরং দু'আ, রোনাযারী ও তাকবীর-এ ব্যস্ত থাকতেন। ঈদের সালাতের মত দুই রাকআত (ইস্তিস্কার)-সালাত আদায় করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৫৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ

عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ مُتَخَشَّعًا ○

৫৫৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র).... আব্দুল্লাহ ইবন কিনানহু (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতে (খুশু-খুযু সহকারে) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْإِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا

وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ

الْعِيدَيْنِ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى خَالَفَ السُّنَّةَ ○

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমতও এইরূপ। তিনি বলেন, সালাতুল ঈদায়নের মত ইস্তিস্কা-এর সালাত আদায় করা হবে। এতে প্রথম রাকআতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচবার তাকবীর বলা হবে। তিনি ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সালাতুল ঈদায়নের তাকবীরের মত সালাতুল ইস্তিস্কায়ে কোন তাকবীর নেই।

আবু ইসা (র) বলেন, তিনি সুন্নাতের বিপরীত করেছেন।

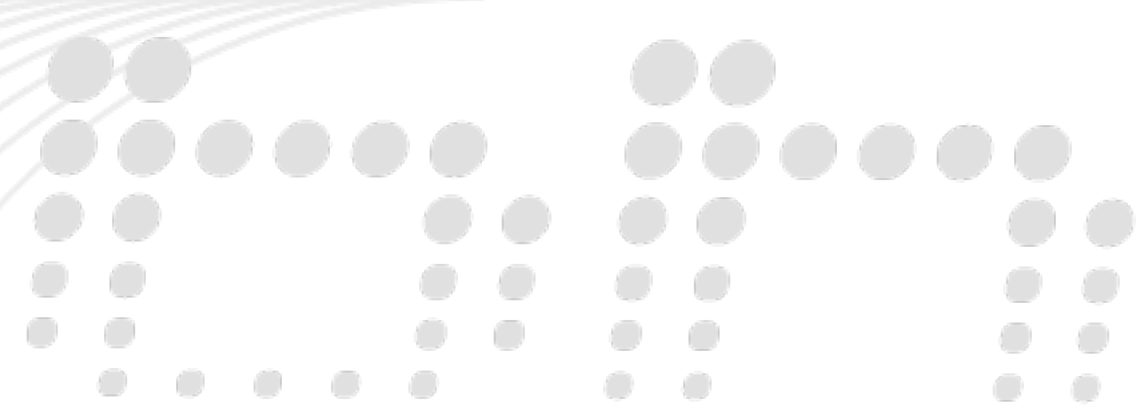
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের সালাত

৫৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

طَاوُسِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ تَمْرَرَكْعَ تَمْرَرَكْعَ تَمْرَرَكْعَ تَمْرَرَكْعَ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَمْرَرَكْعَ سَجْدَتَيْنِ وَالْآخَرَى مِثْلَهَا ○



বাংলা হাদিস

৫৬০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)...ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ কুসুফের সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি কিরাআত পাঠ এবং রুকু করলেন, পরে আবার কিরাআত পাঠ করলেন এবং রুকু করলেন। পরে আবার কিরাআত পাঠ করলেন এবং রুকু করলেন। এরপর দুই সিজদা দিলেন। পরবর্তী রাকআতও তদ্রূপভাবে আদায় করলেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْمَغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَ أَبِي مَسْعُودٍ وَ أَبِي بَكْرَةَ وَ سَمُرَةَ وَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ وَ ابْنَ عُمَرَ وَ قَبِيصَةَ الْهَلَالِيِّ وَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ سُرَّةٍ وَ أَبِي بَكْرٍ كَعْبٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ○
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ○

قَالَ وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ ○

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُسَرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا بِالنَّهَارِ ○

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا كَنَحْوِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ

وَإِسْحَقُ يَرَوْنَ الْجَهْرَ فِيهَا ○

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجْهَرُ فِيهَا ○

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كِلْتَا الرُّوَايَتَيْنِ مَعَهُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ○

وَصَحَّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ○

وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَائِزٌ عَلَى قَدَرِ الْكُسُوفِ إِنْ تَطَاوَلَ الْكُسُوفُ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ

سَجَدَاتٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَهُوَ جَائِزٌ ○

وَيَرَوْنَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ تَصَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فِي جَمَاعَةٍ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ○

এই বিষয়ে আলী, আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবন আমর, নু'মান ইবন বাশীর, মুগীরা ইবন শু'বা, আবু মাসউদ, আবু বাকরা, সামুরা ইবন জুনদুব, ইবন মাসউদ, আসমা বিনত আবী বাকর, ইবন উমর, কাবীসা আল-হিলালী, জাবির ইবন আব্দিল্লাহ, আব্দুর রহমান ইবন সামুরা এবং উবাই ইবন কার (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীনা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ

ইবন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ চার সিজদায় চার রাক'আত আদায় করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (রা)-এর বক্তব্য।

সালাতুল কুসূফের কিরাআত সম্পর্কে আন্নিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন সালাতের রীতি অনুসারে এতে অনুচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করা হবে। আর কতক আন্নিম বলেছেন যে, কুসূফের সময় এতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করতে হবে। এ হ'ল ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রা)-এর বক্তব্য। এতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করতে হবে বলে মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন, এতে সশব্দে কিরাআত হবে না। রাসূল ﷺ থেকে উভয় ধরনের কিরাআত সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে।

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি চার সিজদায় চার রাক'আত কুসূফ সালাত আদায় করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি চার সিজদায় ছয় রাক'আত সালাতুল কুসূফ আদায় করেছেন।

কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের সময়ের পরিমাণ অনুসারে আন্নিমদের নিকট তদ্রূপ সালাত জায়েয আছে। যদি কুসূফ দীর্ঘ হয় আর চার সিজদায় চার রাক'আত আদায় করা হয় তবে তা জায়েয আছে। আর যদি চার সিজদায় চার রাক'আত আদায় করে এবং কিরাআত দীর্ঘ করে তবে তা-ও জায়েয আছে।

আমাদের ইমামগণ সূর্য গ্রহণ হোক বা চন্দ্র গ্রহণ, উভয় সালাতই জামাআতে আদায় করতে হবে বলে মনে করেন।

৫৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّازِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ

الرُّمَيْثِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ

فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَدُونَ الْأُولَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِيَةِ ۝

৫৬১. মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল মালিক ইবন আবিশ্ শাওয়ারিয (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ দেখা দেয়। তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। এতে তিনি দীর্ঘ কিরাআত তিলাওয়াত করেন, এর পর দীর্ঘ রুকু করেন। পরে মাথা উঠালেন, পরে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন তবে প্রথমবারের তুলনায় কিছুটা কম দীর্ঘ। এরপর দীর্ঘ রুকু করলেন তবে প্রথমবারের তুলনায় কিছু কম দীর্ঘ পরে মাথা তুললেন এবং সিজদা করলেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرُونَ سَلَاةَ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي

أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ۝

قَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْرَأُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ سِرًّا إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَائَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرٍ وَثَبَتَ قَائِمًا كَمَا هُوَ وَقَرَأَ أَيْضًا بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ الرَّعْزَانِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَائَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ تَامَتَيْنِ وَيُقِيمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا أَقَامَ فِي رُكُوعِهِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَنَحْوًا مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَائَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرٍ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْهَائِدَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَائَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّم ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই হাদীস অনুসারেই শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা সালাতুল কুসূফ (সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ) চার সিজদায় চার রাক'আত বলে মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : প্রথম রাক'আতে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা এবং দিনের বেলায় (সূর্য গ্রহণের সময়) হলে অনুচ্চ শব্দে সূরাতুল বাকারা পরিমাণ কিরাআত করবে এবং কিরাআতের সমপরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকু করবে। পরে তাকবীর দিয়ে মাথা তুলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং উম্মুল কুরআন সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করে আলে-ইমরানের পরিমাণ কিরাআত তিলাওয়াত করবে। পরে কিরাআতের সমপরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকু করবে, পরে মাথা তুলবে বলবে, সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)। এর পর পূর্ণ দুই সিজদা দিবে এবং রুকুতে যতক্ষণ অবস্থান করেছিল, সিজদায়ও ততক্ষণ অবস্থান করবে। পরে সিজদা থেকে দাঁড়াবে। উম্মুল কুরআন ও সূরাতুল নিসা পরিমাণ কিরাআত করবে। এর পর কিরাআতের সমপরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকু করবে। পরে তাকবীর বলে মাথা তুলবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং সূরাতুল মায়িদা পরিমাণ কিরাআত পাঠ করবে, এরপর কিরাআত পরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকু করবে। অতঃপর মাথা তুলবে। বলবে সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ পরে দুই সিজদা দিবে। এরপর তাশাহুদ পাঠ করবে ও সালাম ফিরাবে।^১

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফের কিরাআত

৫৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ

عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ فِي كُسُوفٍ لَأَنْسَمِعَ لَهُ صَوْتًا ۝

১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই সালাত অন্যান্য সালাতের মতই। তবে এতে কিরাআত, রুকু ও সিজদা তুলানামূলকভাবে সুদীর্ঘ হবে।

৫৬২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)...সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে সালাতুল কুসূফ আদায় করেছেন। আমরা তাঁর কিরাআতের আওয়ায শুনতে পাইনি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ نَسَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ۝

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের কতক এতদনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ (র)-এরও বক্তব্য।

৫৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ

لِزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا ۝

৫৬৩. আবু বাকর মুহাম্মদ ইবন আবান (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সালাতুল কুসূফ আদায় করেছেন। এতে তিনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ نَحْوَهُ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু ইসহাক আদ-কাযারী (র)-ও সুফইয়ান ইবন ইসহাক (র)-এর বরাতে উক্তরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্য এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল খাওফ

৫৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَّازِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْآخَرَى

مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ ثُمَّ انصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ

فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ ۝

৫৬৪. মুহাম্মদ ইবন আবদিল মালিক ইবন আবিশ-নাওয়ারিয (র)...সালিম তখপিতা ইবন উমর (রা) দ্বারা বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এইভাবে সালাতুল খাওফ^১ আদায় করেছেন যে, (পুরো দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করে) এক দলকে নিয়ে এক রাকআত পড়েছেন। এই সময়ে অপর একদল শত্রুর সামনে থেকেছেন। এরপর যে দল এক রাকআত সালাত আদায় করেছেন তারা যে দল শত্রুর সামনে রয়েছেন তাদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন আর শত্রুর সম্মুখে অবস্থারত দল সালাতে এসে শরীক হয়েছেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে নিয়ে অপর এক রাকআত সমাধা করেছেন এবং নিজে সালাত ফিরিয়ে নিয়েছেন (কারণ তাঁর সালাত শেষ হয়ে গেছে)। এরপর সালাতরত দল দাঁড়িয়ে তাদের এক রাকআত পূরা করেছেন এবং শত্রুর সম্মুখে যারা অবস্থানরত ভাবাও দাঁড়িয়ে তাদের (অবশিষ্ট) এক রাকআত পূরা করে নিয়েছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مِثْلَ هَذَا ○
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدِيفَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي عَبَّاسٍ وَأَبِي ذُرَيْبَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ وَأَسْمَةَ زَيْدِ بْنِ صَامِتٍ وَأَبِي بَكْرَةَ ○
قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ○
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ○

وَقَالَ أَحْمَدُ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى أَوْجِهِ وَمَا أَعْلَمَ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا مَعْنِيهَا وَاخْتَارَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ○
وَهَذَا قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَبَتَ الرُّوَايَاتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَرَأَى أَنَّ كُلَّ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهَذَا عَلَى قَدْرِ الشَّرَفِ ○
قَالَ إِسْحَقُ وَلَسْنَا نَخْتَارُ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الرُّوَايَاتِ ○

ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি (৫৬১নং) হাসান-সহীহ। মুসা ইবন উকবা (র)-ও এটি নafi ইবন উমর...রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেন : এই বিসয়ে জাবির, ছুযায়ফা, যায়দ ইবন সাবিত, ইবন আব্বাস, আবু ছুরায়রা, ইবন মাসউদ, সাহল ইবন আবু আয়্যাদ আয-যুরাকী-তাঁর নাম হ'ল যায়দ ইবন সামিত এবং আবু বাকরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইমাম মালিক (র) সালাতুল খাওফ-এর ব্যাপারে সাহল ইবন আবী হাসমা (রা) বর্ণিত হাদীস অনুসারে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এটা ইমাম শাফিঈ (র)-এরও অভিমত।

১. শত্রুর আশংকা ও ভয় থাকাকালে বিশেষ এক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা হয়। একে সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত বলা হয়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : রাসূল (স) থেকে কয়েকভাবে সালাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ বলেই আমি জ্ঞানি। তবে আমি সাহল ইবন আবী হাসমার বর্ণিত পদ্ধতিটাই গ্রহণ করেছি।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও এইরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন : সালাতুল খাওফ সম্পর্কিত রিওয়াতসমূহ সহীহ বলে প্রমাণিত। এই বিষয়ে রাসূল (স) থেকে যতগুলো পদ্ধতি বর্ণিত আছে, সবগুলোই জায়েয। এই বিচ্ছিন্নতা হ'ল খাওফ বা ভীতির পরিমাণের ভারতম্য হিসাবে।

ইসহাক বলেন : আমরা অন্যান্য রিওয়াতসমূহের উপর নতুন ইবন আবী হাসমার রিওয়াতটির অগ্রাধিকার দেই না।

৫৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ جَبْرِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقْرَأُ طَائِفَةٌ مِنْهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوَرَاءَهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِنَّ رُكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَنْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ وَتَجُوزُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِنَّ رُكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِنَّ سَجْدَتَيْنِ فَهُوَ لَهُ ثَلَاثُونَ وَلَوْ هُوَ وَاحِدٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رُكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ ○

৫৬৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...সাহল ইবন আবী হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সালাতুল খাওফ বিষয়ে বলেন : ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। তার সাথে একদল মুসল্লী शामिल হবেন। আরেক দল থাকবেন শত্রুর সামনে তাদের দিকে মুখ করে। ইমাম তার সঙ্গে शामिल দলকে নিয়ে এক রাকআত আদায় করবেন আর মুসল্লীরা নিজেরা এক রাকআত আদায় করবেন এবং নিজেরা নিজের দুই নিজ্জাদা দেবেন। এরপর তারা শত্রুর সম্মুখে অবস্থানরত দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন এবং ওরা এসে ইমামের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করবেন। ইমাম তাদের নিয়ে (অবশিষ্ট) এক রাকআত আদায় করবেন ও দুই নিজ্জাদা দিবেন। এতে ইমামের হবে পূর্ণ দু'রাকআত আর এই দলের হবে এক রাকআত। সুতরাং এঁরা রুকু ও দুই নিজ্জাদা দিবেন ও তাদের সালাত পূর্ণ করবেন।

৫৬৬- (قَالَ أَبُو عِيَسَى) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ ثَنَيْتُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ لِي يَحْيَى أَكْتُبُهُ إِلَيْ جَنْدٍ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ○

৫৬৬. (ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেন) মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) বলেন : ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র)-কে আমি এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে তা শু'বা... আব্দুর রহমান ইবন আল-কাসিম-পিতা কাসিম-সালিহ ইবন খাওওয়াজ-সাহল ইবন আদী হানআ (রা) সূত্রে মারফু হিসাবে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর রিওয়াযাত (৫৬৫নং)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : এটি (৫৬৬নং)-কে ওটি (৫৬৫ নং) এর পার্শ্বে লিখে নাও। আমি এই রিওয়াযাত (৫৬৬ নং)-টির দশ পুরাপুরি সংরক্ষণ করতে পারি নাই তবে এটিও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর রিওয়াযাত (৫৬৫ নং)-টির অনুরূপই।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

لَمْ يَرْفَعْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ يَحْيَى بْنِ

سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَوْثُوقًا وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এটিকে কাসিম ইবন মুহাম্মদ সূত্রে মারফু হিসাবে রিওয়াযাত করেন নি। এমনভাবে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর শাগরিদগণও একে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র) আব্দুর রহমান ইবন কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে এটিকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

৫৬৭- وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ مَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ

ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَلَذَكَرَ نَحْوَهُ ○

৫৬৭. মালিক ইবন আনাস (র)...সালিহ ইবন খাওওয়াজ (র)-সূত্রে যিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন এমন এক ব্যক্তি থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ○

وَرَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَةً رُكْعَةً فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ

رُكْعَتَانِ وَلَهُمَا رُكْعَةٌ رُكْعَةٌ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى أَبُو عِيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ أَسْبَدُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র) এই হাদীস অনুসারে অভিযত ব্যক্ত করেছেন।

একাধিক রাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী এক-এক দলের সঙ্গে এক-এক রাকআত করে আদায় করেছেন।

এতে রাসূল ﷺ-এর হয়েছে দু'রাকআত আর মুসল্লীদের হয়েছে এক এক রাকআত।

আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু অযান আয-যুরাকীর নায হলো যায়দ ইবন সামিত।

باب ما جاء في حق القرآن

আনুচ্ছেদ : কর্তৃত্বাশ্রয় বিজ্ঞান-এ-তিলাওয়াত মণ্ডল

۱۶۸- سید کاغذیوں کے ہاتھوں میں حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس مشہور بین الحرمین کی تعمیر میں آئی

فَلَا يَمْلِكُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَلَوْ جَاءَ بِالسُّحْرِ وَالْحِكْمِ وَكَانَ مِنَ الْغَاثِ الْبَاسِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ بِهِ رَبُّهُ إِنَّهُ لَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَحَدٌ) مُشْرَكَةٌ
بَيْنَهُ الرَّبُّ وَالْبَاقِي الْجَبَرُ ۝

৫৬৮. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (রা)...আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এগারটি কিনাওয়াতের সিফদা আদায় করেছি। এগুলোর একটি হ'ল সূরা আন-নাযম-এর সিজদা।'

وَقَدْ كُنَّا عِندَ اللَّهِ بِرَحْمَةِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِحٍ عَنْ ثَمَّارِ بْنِ لَيْثٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ خَالِدٍ

ابن يزيد عن سفيان بن أبي هلال عن عمرو بن دينار عن ابن جابر التميمي قال سمعت سفيان يقول يفتخر عن أبي
انذروا عن أبي النضر عن النبي ﷺ نَحْوُ بَلْعَةٍ ۝

(১৬) স্বাক্ষর : শেখ আব্দুল রহমান (স)...আবুল কালাম (স) মুহঃ নবী (স) আবুল কালাম (স)
 স্বাক্ষর : _____

قال أبو موسى هذا أصح من حديث عثمان بن عفان عن عبد الله بن مسعود

[illegible]

وتبين القاصي

قال أبو عيسى حمزة بن أبي الدرداء حمزة بن غزيب لا تعرفه إلا من حمزة بن عوف بن أبي مالك

عن عبد الله بن عيسى

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই রিওয়াযাতি সূফিয়ান ইবন ওয়াকী ... আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহব (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতি (৫৬৮ নং) থেকে অধিক নইহ।

এই বিষয়ে আলী, ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা, ইবন মাসউদ, যাক্বদ ইবন সারিত ও আবু ইয়্যাদ (রা.) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসহাক ডিরসিমী (র) বলেন : আবুদ-দাউদ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি গারীব। স্যাদিন ইবন আবু হিনাদ.... উমার সিআশকী (রা) এর সূত্র দ্বারা এটি নসবুর্কে আমরা কিছু জানি না।

১. বিভিন্ন সমীচ রিপোর্টারের উপর ভিত্তি করে ইমাম আহমদ আবু হানীফা (র) বলেন : কুরআনে নিজদা তিনাওয়ার সংখ্যা হ'ল চৌদ্দটি

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের মসজিদে গমন

৫৬০- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ نَزَّوُا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَخَذْنَ دَعْلًا فَقَالَ فَعَلَّ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَتُوبُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ؟

৫৬০. নাসর ইবন আলী (র)...মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা একদিন ইবন উমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা মহিলাদেরকে রাতে মসজিদে যেতে অনুমতি দিও। তখন তার ছেলে (বিলাল) বললেন : আল্লাহর কসম, আমরা তাদের অনুমতি দিব না। কারণ এটিকে তারা একটা বাহানা বানিয়ে নিবে।

এই শুনে ইবন উমর (রা) বললেন : আল্লাহ তোমার সাথে যা করার করুন। আমি বলছি রাসূল ﷺ (অনুমতি দিতে) বলেছেন, আর তুমি বলছ আমরা অনুমতি দিব না?

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ مَكِّي ○

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ-এর স্ত্রী যয়নব এবং যায়দ ইবন খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُرَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে থু থু ফেলা শাকরুহ

৫৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَسَى اللَّهِ الْمُخَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْرُقْ عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تَلْفَاءَ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى ○

৫৬১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...তারিক ইবন আব্দিল্লাহ আল-মুহারিবি (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যখন সালাতরত থাকবে তখন তোমার ডানে থু থু ফেলবে না, (যদি অগত্যা ফেলতেই হয় তবে) তোমার পিছনে বা বামে বা বাম পায়ে নীচে ফেলবে।^১

১. মসজিদের ভিটি বালুর ছিল বলে এককালে অনন্যোপায় অবস্থায় তা জায়েয ছিল। বর্তমানে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে ফতওয়া হ'ল, রুমালে ফেলবে আর রুমাল যদি না থাকে তবে কাপড়ের এক কোণে ফেলে তা পরে ধুয়ে নিবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَأَبِي تَرْبِطَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدَّثَنَا طَارِقٌ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝

قَالَ وَسَمِعْتُ الْعَمَّارَ بْنَ يَاقَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ لَمَّا كُنَّا بِرَيْثِ بْنِ حِرَاشٍ فِي الْإِسْلَامِ كُنَّا بَنَةً ۝

قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْسَى أَثْبَتَ أَنَّ الْكُوفَةَ مَلُصَّةٌ بِنِ الْمَعْتَمِرِ ۝

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, ইবন উমর, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : তারিক (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন।

আল-জারুদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি ওয়াকী (র)-কে বলতে শুনেছি : রিবঈ ইবন হিরাশ ইসলামে কোন দিন মিথ্যা বাক্য দি। আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র) বলেন, কূফাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত হলেন মনসূর ইবনুল মুতাযির।

৫৮২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْبِرَّاقُ فِي الْمَسْجِدِ عَظِيمَةٌ وَكَفَّارَتُهَا ذَنْبُهَا ۝

৫৭২. কুতায়রা (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : মসজিদে থুথু ফেলা অপরাধ। আর এর কাফফারা হ'ল তা মুছে ফেলা।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

অনুবাদ : সূরা ইনশিকাক এবং সূরা আলাক-এর সিজদা

৫৮৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَوْسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ

أَبِي تَرْبِطَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝

৫৭৩. কুতায়রা ইবন সাঈদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর

সঙ্গে إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (সূরা আলাক) এবং إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (সূরা ইনশিকাক) সূরার সিজদা করছি।

عَمْرٍو بْنُ حَرْزَاقٍ عَنْ زَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي سُرَيْةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ○

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا أَكْثَرُ أَمَلِ الْعُلَمَاءِ يَرْوُونَ السَّجْدَةَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَقْرَأَ بِإِسْمِ رَبِّكَ ۝
وَفِي هَٰذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ۝

অধিকাংশ আনিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। اِذَا السَّيِّءُ انْشَقَّ

এই রিওয়াযাত (৫৭৪) টিতে চারজন তাবিঈ (ইয়াহিয়া ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযম, উমর ইবন আবদিল আযীয, আবু বাকর ইবন আব্দির রহমান ইবন আদ-হারিন ইবন হিশাম) পরস্পর পরস্পর থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجَّةِ فِي النُّجُومِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আন-আজমের শির্জা

أَبِي عَنْ أَبِي رَبِيعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا يَغْنَبِي النَّجْمُ وَالْمُسْلِمُونَ
وَالْمَشْرُكُونَ وَالْحَرِيُّ وَالْإِنْسُ ۝

৫৭৫. হাক্কান ইবন আব্দিল্লাহ আল-বায়হার আল-বাগদাদী (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল
 ﷺ এতে অর্থাৎ সূরা আন-নাযমে সিজদা করেছেন। তাঁর সঙ্গে মুসলিম, যুযরিফ, জিন্ন ও মানুষ (যারা ছিল) সবাই
 সিজদা করেছে।

قال ولي الكعبة من ابي مسعود واخي مزينة

قال أبو عيسى: حدثني أبو عباس جليلي حسن صحيح ○

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ مَا أَتَىٰ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَبُذْنُ السَّجُودَ فِي سُورَةِ النَّجْمِ ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ فِي الْمَفْصَلِ سَجْدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ۝

وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ۝

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ۝

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু সৈদা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলাম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা সূরা আন-নাযমে সিজদা-এ-তিলাওয়াত রয়েছে বলে মনে করেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলাম বলেন : আল-মুফাসসাল সুরাসমূহে কোন সিজদা নাই। এ হ'ল ইমাম মালিক (র) এর বক্তব্য। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সহীহ।

ইমাম সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ (র) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : এতে সিজদা নাই বলে যারা মনে করেন

৫৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْبَطٍ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ۝

৫৭৬. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র)...যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-কে আমি সূরা আন-নাযম পাঠ করতে শুনেছি। তিনি এতে কোন সিজদা দেননি।

قَالَ أَبُو حَيْسَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَتَأْوَلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّهَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجُودَ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

حِينَ قَرَأَ فَلَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ ۝

وَقَالُوا السَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا فَلَمْ يَرْخَصُوا فِي تَرْكِهَا وَقَالُوا إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ

وَضْعٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ سَجَدَ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا وَالْتَمَسَ فَضْلَهَا وَرَخَّصُوا فِي

تَرْكِهَا إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ ۝

وَأَدْعُوا بِالْعُرْوَةِ الْمَرْتُوعَةِ حَتَّى يَزِيلَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَبْثٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّعْثَرَ

الَّذِي يَسْجُدُ فِيهِ

قَالُوا أَوْ كَأَنَّهُ السَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ لِمَنْ يَتَرَكُ النَّبِيَّ ﷺ زَيْنًا حَتَّى كَانَ يَسْجُدُ النَّبِيُّ ﷺ

وَالْحَقُّ بِحَدِيثِهِمْ أَنَّ قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الرَّبِّ فَتَزَلُ فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ مَا فِي الصِّفَةِ الثَّانِيَةِ فَتَهْمَأُ

النَّاسُ لِلسَّجْدَةِ فَقَالَ إِنَّمَا لِمَنْ تَكْتَسِبُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوا

فَلَمْ يَكُنْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَمَوْ قَوْلِ الثَّانِيَةِ وَأَحْمَدُ

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : যায়দ ইবন সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কোন কোন আশিম এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন : এখানে রাসূল ﷺ সিজদা করেন নি, কারণ যায়দ ইবন সাবিত (রা) তিলাওয়াত করার সময় সিজদা করেন নি, তাই রাসূল ﷺ-ও সিজদা করেন নি।

আশিমগণ বলেন : সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতে যে ব্যক্তি শুনবে, তার উপরও সিজদা করা ওয়াজিব। তারা এই ব্যক্তির জন্যও সিজদা না করার অনুমতি দেন নি। তারা আরো বলেন : কারো যদি সিজদার আয়াত শোনার সময় উঠে না থাকে তবে সে যখন উঠে করে তখন সে সিজদা করবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী, কুযাযালী আশিমগণ (ইমাম আবু হানীফা) ও ইমামক (র)-এর অভিमत।

কতক আশিম বলেন : কেউ যদি সিজদা করতে চায় এবং ফযীলাতের প্রত্যাশী হয়, তবে সে সিজদা করবে। আর যদি সে সিজদা করতে না চায়, তবে তার জন্য তা না করারও অনুমতি রয়েছে (অর্থাৎ তাদের মতে সিজদা তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়)। তারা যায়দ ইবন সাবিত বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সূরা আন-নাযম তিলাওয়াত করে শুনিয়েছি কিন্তু তিনি এতে সিজদা করেন নি। তারা বলেন, সিজদা তিলাওয়াত যদি ওয়াজিব হতো তবে রাসূল ﷺ যায়দকে সিজদা না করা পর্যন্ত ছেড়ে দিতেন না এবং তাকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি নিজেও সিজদা করতেন।

এই আশিমগণ উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মিসরে (খুতবারত অবস্থায়) সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন তিনি নাচে নেমে এসে সিজদা করলেন। পরে দ্বিতীয় জুমু'আতেও তখন এটি তিলাওয়াত করেন। তখন লোকজনও সিজদা করার জন্য প্রস্তুত হয়। এতে তিনি বললেন : এ আমাদের ফরয করা হয়নি। হ্যাঁ, আমরা যদি চাই তবে তা করতে পারি। যা হোক, এই দিন উমর (রা)-ও সিজদা করেন নি এবং লোকজনও সিজদা করলেন না।

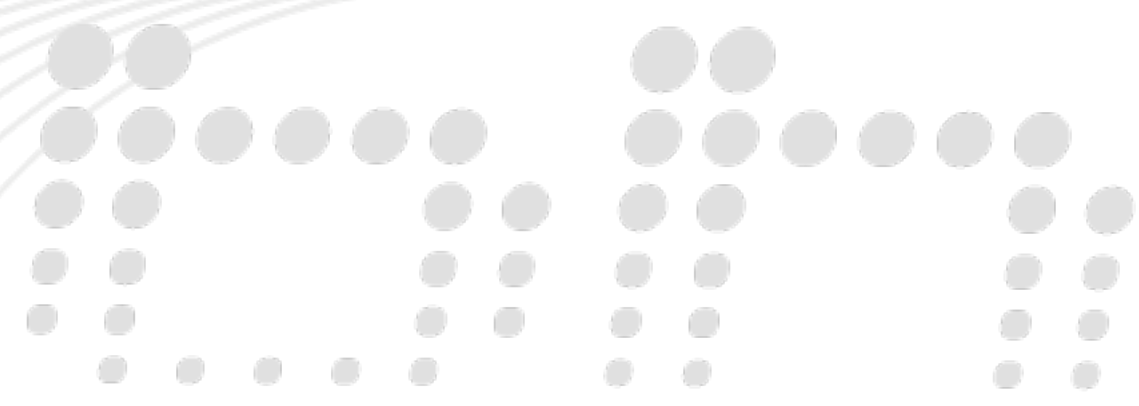
কতক আশিম এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এর বক্তব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : সূরা সোয়াদ (স)-এ সিজদা

৫৫৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السَّجْدَةِ



বাংলা হাদিস

৫৭৭. ইবন আবী উমর (রা)...আবদাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সূরা সোয়াদ-এ সিজদা করতে দেখেছি। ইবন আবদাস (রা) বলেন : এটি জরুরী সিজদার অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ۝

لَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَسْجُدَ فِيهَا ۝

وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا تَرْتَبُ نَبِيٍّ وَلَسْتَ يَزُوا السُّجُودَ فِيهَا ۝

ইমাম আবু ইসা তিবমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর আলামগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলাম বলেন : এতে সিজদা করা হবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী (ইমাম আবু হানীফা), ইবনুল মুবারক, শাফি'ই, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

আর কতক আলাম বলেন : এখানে জনৈক নবী (আ)-এর তওবা কবুলের বিবরণ বিদ্যুত। সুতরাং তারা এতে সিজদা করতে হবে বলে মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

অনুবাদ : সূরা হাজ্জ-এ সিজদা

৫৭৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِثْرَجِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأَهُمَا ۝

৫৭৮. কুতায়বা (র)...উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ! সূরা হাজ্জকে তো বেশ ফযীলত প্রদান করা হয়েছে। এতে রয়েছে দুটো সিজদা। তিনি বললেন : হ্যাঁ, কেউ যদি এই দুটো সিজদা না করে সে যেন এই দুই আয়াত তিলাওয়াত না করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِإِلَّا الْقَوِيُّ ۝

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَنْ أَفْرُومٍ عَنْ مُرَّ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا فُضِّلَتْ سُورَةُ

الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ۝ وَيَذِيْقُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ۝

وَرَأَى بَعْضُهُمْ فِيهَا سَجْدَةً ۝ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ۝

ইমাম আবু ইম্রা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটির সনদ তত শক্তিশালী নয় ।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে । উমর ইবনুল খাত্তাব ও ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেনছেন : সূরা হাজ্জকে ফযীলত প্রদান করা হয়েছে; এতে রয়েছে দুটো সিজদা । ইবন মুবারক (যাকিউন আহমদ ও ইব্রাহীম (র))-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ।

কতক আলিম বলেন : একে রয়েছে একটি সিজদা । এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী, ডালিক ও কুফবানী আলিমগণ (ইমাম আবু হানীফা সহ)-এর অভিমত ।

بَابُ مَا يَقُولُ فِي سَجْدَةِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : সিজদা-এ কুরআনের দু'আ

৫৬৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ خُنَيْسٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُدَيْجٍ يَأْحَسَنُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُمْلِي خَلْفًا شَجَرَةً فَسَجَدْتُ فَسَجَدْتُ الشَّجَرَةَ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزُرًّا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا خَبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ ○

৫৬৯. কুতায়বা (র)...হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দিল্লাহ ইবন আবী ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমাকে ইবন জুরায়জ বর্ণনেন । হে হাসান, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবন আবী ইয়াযীদ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : একবার জমৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল । আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একটা গাছের পিছনে সালাত আদায় করছি । অনন্তর যখন সিজদা (তিলাওয়াত) করলাম, তখন গাছটিও আমার সিজদার সাথে সিজদা করল । আমি এটিকে সিজদার বলতে শুনলাম :

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزُرًّا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا

تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ ○

“হে আল্লাহ ! এর মাধ্যমে আপনার নিকট আমার জন্য সওয়াব লিখে নিন । এর মাধ্যমে আমার পাপ দূরীভূত করুন; এটিকে আপনার নিকট আমার সঞ্চয় বলে গ্রহণ করুন এবং আমার থেকে এটিকে এভাবে কবুল করুন যেভাবে আপনি আপনার বান্দা দাউদ (আ) থেকে কবুল করেছিলেন ।”

[illegible]

قال أبو عبد الله هذا الحديث حسن عريب من حديث أبي عبد الله لا يعرفه إلا من هذا الوجه ○

ইসলাম আবু সিনা তিরমিযী (রা) বলেন : ইবন আক্বাস (রা)-এর বর্ণিত হিসাবে এই হাদীসটি গরিব। এই দুই ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَقَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَذَّادِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي سَجْدَةِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجْدَةً وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ
سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ○

৫৮০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রাতে কুরআন তিলাওয়াতে সিজদায় এ দুই দ'আ পড়াতেন :

سبحن وجبى لنزلى خلقه وثق مهده وبهرة إدوله وقوته ○

“আমার মুখমণ্ডল প্রণত সেই সন্তার উদ্দেশ্যে যিনি তাঁর প্রতিভা তাকে বানিয়েছেন। তার কামও তার চোপ
খুলে দিয়েছেন।”

قال ابو الحسن في كتابه حاشية على شرح

ইমাম আবু হুনা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا نُكْرِ فِيهِمْ فَأَتَتْهُ جُزْءُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : যদি কারো দ্বারের জন্য নির্ধারিত ইবাদতের কিছু অংশ ফওত হয়ে যায় তবে সে দিনের বেলায় তা পূরণ করবে

٥٨١ - عَنْ ثَنَا قُتَيْبَةَ عَنْ ثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي شَهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعَبِيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَبَأَ عَنْ جَزِيرٍ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ○

৫৮১. কুতায়বা (র)...উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কারো যদি ত্বাহের জন্য নির্ধারিত ইবাদত বা এর কিছু অংশ ফওত হয়ে যায়, আর পরে সে যদি সালাতুল ফজর ও সালাতুল খাহরের মাঝে তা আদায় করে নেয়, সে যেন রাতেই তা আদায় করল, অল্পপ সওয়াব তার জন্য লিখা হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

قَالَ أَبُو صَفْوَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَكِّيُّ وَرَوَى عَنْهُ الْحَمِيدِيُّ وَكِبَارُ النَّاسِ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবু সাফওয়ানের নাম হল আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-মক্কী। হুমায়দী (র) এবং আরো বহু প্রবীণ ঐবিঈ তাঁর বরাতে হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের পূর্বে যে মাথা উঠায় তার সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী

৫৮২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ أَبُو الْحَرِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ عَرَفَ

أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحْوِلَ اللَّهُ رَأْسًا رَأْسَ جِمَارٍ ○

৫৮২. কুতায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে তার মাথা উঠায় সে কি এ কথার ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথারূপে পরিবর্তিত করে দিবেন?

قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَادٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَإِنَّمَا قَالَ أَمَا يَخْشَى ○

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ بَصْرِيُّ ثِقَةٌ وَيَكْنَى أَبَا الْحَرِثِ ○

কুতায়বা (র) বলেন : হাম্মাদ বলেছেন যে, আমাকে মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ রিওয়াযাত করেছেন :

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ হলেন বসরী। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর উপনাম হল আবুল হারিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَوُأُّ النَّاسَ بَعْدَ مَا صَلَّى

অনুচ্ছেদ : নিজে ফরয আদায় করার পর কেউ যদি লোকদের ইমামতি করে

৫৮৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ مَعَاذَ بْنَ

جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَوْمُئِهِمْ ○

৫৮৩. কুতায়বা (র)...জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইবন জাবাল (রা) রাসূল ﷺ এর সঙ্গে আগরিবের সালাত আদায় করতেন, পরে স্বীয় কওমের কাছে ফিরে যেতেন এবং তাদের ইমামতি করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَالْحَدِيثُ عَلَى مَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا إِسْنَادُهُ وَرَأْسُهُ ۝

قَالُوا إِذَا أَمَرَ جُلُوسُ الْقَوْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ كَانَ مَلَأًا قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ مَلَأَهُ مِنْ انْتِرَافِهِ جَائِزَةٌ ۝

وَاسْتَحْتَمُوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي فَصْلِ مَعَاذٍ ۝

وَمِنْ حَدِيثِ صَحِيحٍ وَقَدْ رَوَى مِنْ شَيْخٍ وَجَدَ عَنْ جَابِرٍ ۝

وَرَوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ يَحْسَبُ

أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ فَأَتَرَ بِهَمٍّ قَالَ مَلَأَتْهُ جَائِزَةٌ ۝

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِذَا انْتَرَقُوا بِأَمَامٍ وَهُوَ يَصَلِّي الْعَصْرَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ

فَصَلَّى بِهَمٍّ وَاقْتَنَى وَابِدٌ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُتَقَلِّبِ فَاسِدَةٌ إِذَا اخْتَلَفَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَنِيَّةُ الْمَأْمُورِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র) প্রমুখ আমাদের ফকীহ আনিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমনের অতিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : কোন ব্যক্তি যদি পূর্বে সালাত আদায় করে পরে সেই ফরয সালাতের ক্ষেত্রে কোন জাম্মাতের ইমামতি করে, তবে যারা তার ইজিদায় সালাত আদায় করবে, তাদের সালাত আদায় হয়ে যাবে। এই ফকীহগণ মু'আয (রা) সম্পর্কে জাবির (রা)-এর হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

এই হাদীসটি সহীহ। একাধিক সূত্রে জাবির (রা) থেকে এটির রিওয়াযাত আছে।

আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি মসজিদে আসল। এ সময় নোকেরা সালাতুল আসর আদায় করছিল কিন্তু সে এটিতে যোহরের সালাত মনে করে ইজিদা শুরু করে দিল। এটা কি জায়েয হবে? তিনি উত্তরে বললেন : এ ব্যক্তির সালাত জায়েয হয়ে যাবে।

কূফাবাসী একদল আনিম ইমাম আযয আবু হানীফা (র) সহা বলেন : কেউ যদি যোহরের সালাত আদায় করছে বলে মনে করে এমন এক ইমামের ইজিদা করে যিনি আসলে আসরের সালাত আদায় করছেন, তবে মুজাদির সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ এখানে ইমাম ও মুজাদির নিয়্যাতের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান।

بَابُ مَا ذَكَرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثُّرْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

অনুচ্ছেদ : শীত ও গ্রীষ্ম কাপড়ের উপর সিজদা এদানের অবকাশ প্রসঙ্গে

৫৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

حَدَّثَنِي عَالِبُ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ

ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا إِتْقَاءَ الْحَرِّ ۝

৫৮৪. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা যখন দুপুরের প্রচণ্ড গরমে রাসূল ﷺ-এর পিছনে যোহরের সালাত আদায় করতাম, তখন গরমের তাপ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

○ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ

○ وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে জাবির ইবন আবদিল্লাহ ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ওয়াকী (র) হাদীসটি খালিদ ইবন আবদির রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ ذِكْرِ مَا يَسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা মুস্তাহাব

৫৮৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ سَيَّالٍ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مَسَلَّةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ○

৫৮৫. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাঁর মুসল্লায় বসে থাকতেন।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৫৮৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو

زَلَّالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَنْكُرُ اللَّهَ حَتَّى

تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَامَّةٌ تَامَّةٌ ○

৫৮৬. আব্দুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া আল-জুমাহী আল-বসরী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকর করবে এবং এরপর দু'রাকআত সালাত (ইশ্রাক) আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও উমরা পালনের সওয়াব হবে।

আনাস (রা) বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : ঐ ব্যক্তির জন্য হজ্জ ও উমরার পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝
 قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي ظَلَّالٍ فَقَالَ هُوَ مَقَارِبُ الْحَدِيثِ قَالَ مُحَمَّدٌ
 وَأَسْمُهُ هِلَالٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

আমি মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র)-কে রাবী আবু যিলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন :
 ইনি হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যের নিকটবর্তী। তিনি আরো বলেন : এর নাম হ'ল হিলাল।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে চোখ ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখা

৫৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ
 عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا
 وَشِمَالًا وَيَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ۝

৫৮৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) এবং আরো অনেকে...ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ সালাতে ডানে-বামে চোখ ঘুরিয়ে দেখতেন।^১ তবে তিনি পিছনের দিকে ঘাড় ঘুরাতেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۝
 وَقَدْ خَالَفَ وَكِيعٌ الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى فِي رَوَايَتِهِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব।

ওয়াকী (র) এটির রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে রাবী ফযল ইবন মুসার খেলাফ করেছেন।

৫৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ بَعْضِ
 أَصْحَابِ عِكْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ۝

৫৮৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...ইকরামা (র)-এর জনৈক শাগরিদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ সালাতে
 চোখ ঘুরিয়ে দেখতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ ۝

এই বিষয়ে আনাস ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

৫৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُسْلِمٌ عَنْ حَاتِمِ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ
 وَالْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ ۝

১. সাহাবীগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নফল সালাতে মাঝে মাঝে এরূপ করতেন।

৫৮৯. আবু হাতিম মুসলিম ইবন হাতিম আল-বসরী (র)...আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে বললেন : প্রিয় বৎস, সালাতে এদিক সেদিক দেখা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সালাতে এদিক সেদিক দেখা ধ্বংসের কারণ। যদি (বিশেষ কোন প্রয়োজনে) এরূপ করতেই হয় তবে তা নফলের ক্ষেত্রে করবে, ফরযের ক্ষেত্রে নয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

৫৯০- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْصَى عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ إِيْتِلَافٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ ۝

৫৯০. সালিহ ইবন আবদিল্লাহ (র)...আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সালাতে এদিক সেদিক তাকান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : এ হ'ল এক ধরনের ছোঁ মারা। এতে শয়তান একজনের সালাত থেকে কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا ذَكَرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি ইমামকে সিজদারত পায় তবে কি করবে

৫৯১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ ۝

৫৯১. হিশাম ইবন ইউনুস আল-কূফী (র)...মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি সালাতে শরীক হতে আসে এবং ইমাম যদি (সালাতের) কোন এক অবস্থায় থাকেন তবে সে ইমাম যা করছেন তাই করবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَلِمَ أَحَدًا أَسْنَدُهُ إِلَّا مَا رَوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ۝

অর্থাৎ সালাতের মনোবোগ বিনষ্ট করে দেয়।

قَالُوا إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلَا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الْإِمَامِ ۝
 وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ ۝
 وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يَنْفَرَلَهُ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গরীব। এই সনদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি মুসনাদরূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের সিজদার অবস্থায় যদি কেউ জামাআতে শরীক হতে আসে, তবে সেও সিজদায় শরীক হয়ে যাবে। তবে ইমামের সাথে রুকু না পাওয়ায় বর্তমান রাকআত পাওয়ার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) এই রকম ক্ষেত্রে সে ইমামের সঙ্গে সিজদায় শরীক হওয়ার কথা গ্রহণ করেছেন।

জমৈক রাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : হয়ত এই সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَاءٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের শুরুতে দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরুহ

৫৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ ۝

৫৯২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের ইকামত যখন হয় তখন আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَحَدِيثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَاءٌ ۝
 وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّمَا يَقُومُونَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ۝

এই বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি মাহফূয (সংরক্ষিত) নয়।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আবু কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। একদল সাহাবী ও আলাম দাঁড়িয়ে ইমামের ইত্তিজার করা মাকরুহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন : ইমাম মাসজিদে অবস্থানরত থাকা অবস্থায় যদি সালাতের ইকামত হয় তবে মুআযযিন যখন **قَامَتِ الصَّلَاةُ قَامَتِ الصَّلَاةُ** বলবে, তখন মুসল্লীরা দাঁড়াবে। এ হ'ল ইবন মুবারক (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَا ذَكَرَ فِي الدَّاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : দু'আর পূর্বে আল্লাহর সানা ও গুণকীর্তন করা এবং নবীজী **ﷺ**-এর জন্য সালাত পাঠ করা

৫৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِدَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيَّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَلْ تُعْطَهُ ۝

৫৯৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)...আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি সালাত আদায় করছিলাম, আবু বকর ও উমর (রা)-সহ রাসূল **ﷺ** ও তখন সেখানে ছিলেন। যা হোক, সালাত শেষে যখন বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর সানা-সিফাত (গুণকীর্তন) করলাম এবং রাসূল **ﷺ**-এর জন্য সালাম পাঠ করলাম, এরপর আমার নিজের জন্য দু'আ করলাম। এই সময় রাসূল **ﷺ** বললেন : প্রার্থনা কর, তোমাকে তা দেওয়া হবে, প্রার্থনা কর, তোমাকে তা দেওয়া হবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِدَا مُخْتَصَرًا ۝

এই বিষয়ে ফাযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আহমদ ইবন হাম্বল (র) এই হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবন আদম (র) সূত্রে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا ذَكَرَ فِي تَطْيِيبِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে সুগন্ধি লাগান

৫৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْهَوْدَبِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ الزُّبَيْرِيُّ هُوَ مِنْ

وَلَدِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوَرِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ ۝

৫৯৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম আল-মুতাদার আল-বাগদাদী আল-বাসরী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ গৃহে মসজিদ বানাতে এবং তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও তাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৯৫. হান্নাদ (র)....উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই রিওয়ায়াতটি প্রথমটির তুলনায় অধিকতর সহীহ।

৫৯৬. হান্নাদ (র)....উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

فَذَكَرَ نَحْوَهُ ۝

৫৯৭. ইবন আবী উমর (র)....উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ سُفْيَانُ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوَرِ يَعْنِي الْقَبَائِلَ ۝

সুফইয়ান (র) বলেন : স্ব স্ব গৃহে মসজিদ নির্মাণ করার অর্থ হল স্ব স্ব কবীলায় মসজিদ নির্মাণ করা।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى

অনুচ্ছেদ : রাত ও দিনের সালাত হ'ল দুই দুই রাকআত করে

৫৯৮. হান্নাদ (র)....উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

عَلَى الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى ۝

৫৯৯. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন : রাত এবং দিনের (নফল) সালাত হল দুই দুই রাকআত করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ ۝

وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ۝

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى ۝

وَرَوَى الثَّقَاتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ ۝

وَقَدْ رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا ۝
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ۝

فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ۝
وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَرَأَوْا صَلَاةَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا مِثْلَ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ
وغيرَهَا مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ۝ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَقَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত এই হাদীসটির সনদে শু'বা-এর শাগিরদদের মতবিরোধ রয়েছে। এটিকে কেউ কেউ মারফু হিসাবে আর কেউ কেউ মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-উমারী....নাবি....ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

“রাতের সালাত হল দুই দুই রাকআত করে”....ইবন উমর (রা)-এর এই মর্মে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি হল সহীহ রিওয়ায়াত। একাধিক সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী ইবন উমর (রা) সূত্রে এই হাদীসটির রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু তাঁরা “দিনের সালাত” কথাটি উল্লেখ করেন নি।

উবায়দুল্লাহ....নাবি (র) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইবন উমর (রা) রাতে দুই রাকআত করে আর দিনে চার রাকআত করে (নফল) সালাত আদায় করতেন।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : রাত ও দিনের (নফল) সালাত হ'ল দুই দুই রাকআত করে। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এর অভিমত।

আর কতক আলিম বলেন : রাতে সালাত দুই দুই রাকআত করে আর দিনের নফল সালাত হল চার রাকআত করে। যেমন যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং অন্যান্য নফল সালাত। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

بَابُ كَيْفَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ কেমন করে দিনের নফল সালাত আদায় করতেন

৫৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ

ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّوَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ أَقَلُّنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ

وَنَا فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا

كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَصَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْعَلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْقَرِيبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ○

৫৯৮. মাহমুদ ইবন গায়লান (র)....আসিম ইবন দাম্রা (র) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন : আমরা হযরত আলী (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর দিনের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা তা পারবে না। আমরা বললাম : আমাদের মধ্যে যে তা পারবে (সে তা অবলম্বন করবে)।

তিনি বললেন : সূর্য যখন (পূর্বদিকে) সেইখানে উঠে আসে, যেইখানে আসরের ওয়াক্তে (পশ্চিমদিকে) থাকে, তখন রাসূল ﷺ দুই রাকআত (সালাতুল ইশরাক) আদায় করতেন। আর সূর্য যখন (পূর্বদিকে) সেইখানে উঠে আসে। যেইখানে যোহরের ওয়াক্তে (পশ্চিমদিকে) থাকে, তখন তিনি চার রাকআত (সালাতুয-যুহা) আদায় করতেন। তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকআত, পরে দু' রাকআত এবং আসরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। আর প্রতি দু' রাকআতের মাঝে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতা, নবী, রাসূল ও তাঁদের অনুসরণকারী মুমিন মুসলিমদের প্রতি সালাম প্রেরণের মাধ্যমে (অর্থাৎ তাশাহুদদের মাধ্যমে) ব্যবধান করতেন।

৫৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ○

৫৯৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ○

وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رَوَى فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهَارِ هَذَا ○

وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ عِنْدَنَا ○ وَاللَّهُ

أَعْلَمُ ○ لِأَنَّهُ لَا يَرَوَى مِثْلَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ○

وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَّةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ○

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : قَالَ سُفْيَانُ كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ

بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الْحَارِثِ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) বলেন : রাসূল ﷺ-এর দিনের নফল সালাত সম্পর্কে বর্ণিত রিওয়াযাতসমূহের মধ্যে এই রিওয়াযাতটিই সবচে' উত্তম।

ইবন মুরাজ্জ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই রিওয়াযাতটিকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করতেন। আমাদের মতে তাঁর যঈফ বলার কারণ হল এই যে, আসিম ইবন যাম্রা....আলী (রা) সূত্র ব্যতীত আর কোন সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে ইদৃশ রিওয়াযাত বর্ণিত নাই, আল্লাহ্ তা'লাম (আল্লাহই মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত)।

আসিম ইবন যামরা কোন কোন হাদীস বিগারদের মতে সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।

আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন যে, সুফইয়ান (র) বলেছেন : হারিস-এর রিওয়াযাতের উপর আসিম ইবন যামরা-এর রিওয়াযাতের মর্যাদা আমরা স্বীকার করতাম।

بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لُحْفِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের চাদরে সালাত আদায় করা মাকরুহ

১০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي لُحْفِ نِسَائِهِ ○

৬০০. মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আ'লা (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূল ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের চাদরে (সাধারণত) সালাত আদায় করতেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○
وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَخَصَةً فِي ذَلِكَ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে অনুমতি প্রদানের রিওয়াযাতও রয়েছে।

بَابُ ذِكْرِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

অনুচ্ছেদ : নফল সালাতরত অবস্থায় হাঁটা ও কাজ করা

১০১. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ بَرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ الْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ ○

৬০১. আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার আমি আসলাম, রাসূল ﷺ তখন ঘরে (নফল) সালাত আদায় করছিলেন আর দরজা ছিল বন্ধ। সুতরাং তিনি সামনে কিছু হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন, এরপর আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : দরজাটি ছিল কিবলার দিকে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ : এক রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা

৬০২- حَدَّثَنَا مَكْحُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وائِلٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ غَيْرَ أَسِيٍّ أَوْ يَاسِيٍّ قَالَ كُلُّ الْقُرْآنِ قَرَأْتَ غَيْرَ هَذَا الْحَرْفِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنْ قَوْمًا يَقْرَءُونَهُ يَنْشُرُونَهُ نَشْرَ الدَّقْلِ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ إِنِّي لَا أَعْرِفُ السُّورَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَنُ بَيْنَهُمْ قَالَ فَأَمَرْنَا عُلُقِيَّةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمَفْصَلِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ○

৬০২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র).... আবু ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি একবার আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : শব্দটি **يَاسِيٍّ** না **غَيْرُ أَسِيٍّ** ? তিনি বললেন : এটি ছাড়া কুরআনের সব কিছুই কি তুমি পড়ে ফেলেছ ? সে বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কোন কোন সম্প্রদায় কুরআন পড়ে এবং রদী খেজুরের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করে না তা। আমি তো সেই সাদৃশপূর্ণ সূরাগুলি সম্পর্কে জানি, যেগুলিকে রাসূল ﷺ একত্রিত (পাঠ) করতেন।

আবু ওয়ায়ল বলেন : আমরা আলাকামা (র)-কে ঐগুলি সম্পর্কে ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ইবন মাসউদ (রা) বললেন : এ হল মুফাস্সান পর্যায়ে বর্ণিত বিশটি সূরা। রাসূল ﷺ প্রতি রাকআতে এই সূরাসমূহের দুটি দুটি সূরা করে একত্রিত (পাঠ) করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي خُطَاةٍ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত এবং এতে প্রতি কদমে কত বিনিময় লিখা হয়

৬০৩- حَدَّثَنَا مَكْحُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ سَمِعَ ذَكَوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُخْرِجُهُ أَوْ قَالَ لَا يُنْهِزُهُ إِلَّا إِيَّاهَا لَمْ يُخْطِ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ○

৬০৩. আহম্মদ ইবন গায়লান (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি উযু করে এবং ভাল করে তা করে, এরপর সালাতের জন্য বের হয়ে যায়, এ ছাড়া তার বের হওয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে এমন কোন কদম সে তুলে না যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার দরজা বৃন্দ করবেন না বা তার কোন গুনাহ ক্ষম করেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ [أَنَّهُ] فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের পরে (নফল) নামায ঘরে পড়া উত্তম

৬০৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ [الْبَصْرِيُّ ثِقَةً] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ ○

৬০৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)...কা'ব ইবন উজ্জরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একবার বনু আবদিল আশহাল মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। অন্তর লোকেরা (সেখানেই) নফল আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূল ﷺ বললেন : এই সালাত (নফল) তোমাদের ঘরেই আদায় করা উচিত।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ○
وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ○
قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ○

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

সহীহ রিওয়ায়াত হল সেটি, যেটি ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ তাঁর গৃহে বাদ মাগরিব দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন।

হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূল ﷺ মাগরিবের সালাত আদায় করলেন এবং পরে এশার সালাত পর্যন্ত মসজিদেই (নফল) সালাত আদায় করতে থাকলেন।

এই হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ বাদ মাগরিব মসজিদে দুই রাকআত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ مَا يَسْلِمُ الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা

৬০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْرَبِيِّ بْنِ الصَّبَّاحِ

عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حَصِينٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ اسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ○

৬০৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র).... কায়স ইবন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল ﷺ তাঁকে পানি ও বদরী পত্র দিয়ে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○

يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا اسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ ○

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে ফতওয়া গ্রহণ করেছেন। তারা ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা ও কাপড় ধৌত করা মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ تَخَوُّلِ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : শৌচাগারে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা

৬০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا خَلَادُ الصَّفَّارُ عَنْ

الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جَحْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَتَرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ

بِسْمِ اللَّهِ ○

৬০৬. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জিন্নদের চোখ ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হল এই যে, কেউ যখন শৌচাগারে প্রবেশ করবে, তখন সে বলবে “বিসমিল্লাহ”।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيُّ
وَتَدْرُؤُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْيَاءٌ فِي هَذَا ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান নাই। এর সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

হযরত অনাস (রা) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে এই বিষয়ে কিছু বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ سِيمَا هَذِهِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَثَارِ الْجُودِ وَالطَّهْوَرِ

অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন এই উম্মতের বিশেষ নিদর্শন হবে উযু ও সিজদার চিহ্ন

৬০৬- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ

عَمْرٍو أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرْمِنَ السَّجْدِ
مُعْجَلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ ۝

৬০৭. আবুল ওয়ালীদ আদ-দিমশকী (র).... আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন সিজদার কারণে আমার উম্মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট এবং উযুর কারণে উজ্জ্বল হাত-পা বিশিষ্ট হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা)-এর হাদীস হিসাবে এই সনদে এটি গারীব।

بَابُ مَا يَسْتَكْبِ مِنَ التَّيْمَنِ فِي الطَّهْوَرِ

অনুচ্ছেদ : উযুতে ডানদিক অবলম্বন করা মুস্তাহাব

৬০৮- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيْمَانَ فِي طَهْوَرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرْجَلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ
إِذَا انْتَعَلَ ۝

৬০৮. হান্নাদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ডানদিক অবলম্বন করা ভালবাসতেন—যখন উযু করতেন তখন উযুর ক্ষেত্রে, যখন চিরুণী করতেন তখন চিরুণী করার ক্ষেত্রে, যখন জুতা পরতেন তখন জুতা পরার ক্ষেত্রে (তা পসন্দ করতেন)।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ إِسْمُهُ سُلَيْمٌ بْنُ أَسْوَادٍ الْحَارَبِيُّ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবু শ-শা'সা (র)-এর নাম হল সুলায়ম ইবন আসওয়াদ আল-মুহারিরী।

بَابُ قَدْرِ مَا يَجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : কতটুকু পানি উযূর জন্য যথেষ্ট

৬০৭- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُجْزِي فِي الْوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ ۝

৬০৯. হান্নাদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন : উযূর জন্য দুই রতল^১ পরিমাণ পানিই যথেষ্ট।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ۝

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ

بِالْمَكْوَلِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِي ۝

وَرَوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ۝

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكَ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব। এই শব্দে রাবী শারীক ছাড়া অন্য কোন সনদে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

শু'বা (র) আব্দিল্লাহ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন জাবর সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এক মাক্কূক^২ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং পাঁচ মাক্কূক পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

সুফইয়ান সাওরী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এক মুদ্ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

এই হাদীসটি শারীক-এর হাদীস অপেক্ষা অধিকতর সহীহ।

১. رطل — ৫৬৪ গ্রাম

২. مكوك — এক ধরনের পাত্র। এতে বর্ণনাভেদে এক সা' বা অর্ধ সা' পরিমাণ বস্তু ধরে।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرِّضِيعِ

অনুচ্ছেদ : দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাব (পাক করার জন্য) পানি ছিটিয়ে দেওয়া

৬১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرِّضِيعِ يَنْصَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمًا فَإِذَا طَعِمًا غُسِلَ جَمِيعًا ○

৬১০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)...আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাব (পাক করা) সম্পর্কে বলেছেন : ছেলে শিশুর প্রস্রাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হবে আর মেয়ে শিশুদের প্রস্রাব ধুতে হবে।

কাতাদা (র) বলেন : এই পার্থক্য বিবেচ্য হবে যতদিন তারা (প্রচলিত) খাদ্য গ্রহণের উপযুক্ত না হবে, ততদিন। আর যখন তারা খাদ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে, তখন উভয়ের প্রস্রাবই ধুতে হবে।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

رَفَعَ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ وَأَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কাতাদা (র) সূত্রে রাবী হিশাম আদ-দাস্তাওয়াঈ এটিকে মারফু' হিসাবে এবং তাঁরই সূত্রে সাঈদ ইবন আবী আকুবা মওকুফ হিসাবে রিওয়াযাত করেছেন। পরবর্তীজন এটিকে মারফু' রূপে বর্ণনা করেন নি।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرِّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ : যার উপর গোসল করা ফরয সে যদি উযু করে নেয় তবে তার জন্য খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রা গমনের অনুমতি রয়েছে

৬১১- حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ

عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ○

৬১১. হানাদ (র)...আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ জুবুৰী (যার উপর গোসল ফরয) ব্যক্তির জন্য অবকাশ দিয়েছেন। সে যদি আহাৰ করতে বা পান করতে বা নিদ্রাগমন করতে চায়, তবে সে সালাতের উযূর মত উযু করে নিবে।

○ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا ذَكَرَ فَضْلُ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের ফযীলত

১১২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا غَالِبٌ أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِلٍ الطَّائِيِّ عَنْ تَيْسَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أَمْرٍ أَنْ يَكُونُوا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ غَشَى أَبَوَاهُمَا فَصَلَّاهُمَا فِي كُزْبِهِمَا وَأَعَانَهُمَا عَلَى ظُلْمِهِمَا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرُدُّ عَلَى الْخَوْضِ وَمَنْ غَشَى أَبَوَاهُمَا أَوْ لَمْ يَغْشَ فَلَمْ يَصَلِّ قَهْمَهُمَا فِي كُزْبِهِمَا وَلَمْ يُعِنَهُمَا عَلَى ظُلْمِهِمَا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسِيرِدُ عَلَى الْخَوْضِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ بَرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ حَصِينَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ۝

৬১২. আব্দুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদ (র)....কা'ব ইবন উজ্জরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমাকে একদিন রাসূল ﷺ বললেন : হে কা'ব ইবন উজ্জরা, আমার পরে কিছু আমীর হবে তাদের (অমঙ্গল) থেকে আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিচ্ছি। যে ব্যক্তি তাদের দরজায় যাবে এবং তাদের মিথ্যাচারে তাদের সমর্থন দিবে, তাদের যুলমে তাদের সহযোগিতা করবে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক নেই। সে হাওযে কাওসারে পানি পান করতে আমার নিকট আসতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের দরজায় যাবে না এবং তাদের মিথ্যাচারে তাদের সমর্থন করবে না, তাদের যুলমে তাদের সহযোগিতা করবে না, সে আমার এবং আমি তার। অবশ্যই সে হাওযে কাওসারে পানি পান করতে আমার নিকট আসবে।

হে কা'ব ইবন উজ্জরা, সালাত হল দলীল, সাওম হল রক্ষাকরী বর্ম, পানি যেমন আগুন দ্বিতিয়ে দেয়, তেননি দান-সদকাও গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দেয়।

হে কা'ব ইবন উজ্জরা, হারাম খেয়ে যে গোশ্বতের বৃদ্ধি ঘটেছে, জাহান্নামাগ্নিই হল তার যোগ্য।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ۝

وَأَيُّوبُ بْنُ عَائِلٍ الطَّائِيُّ يُضَعَّفُ وَيُقَالُ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْإِرْجَاءِ ۝
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَاسْتَفْرَبَهُ جِدًّا ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

রাবী আহিযুব ইবন আয়েয যঈফ। তিনি মুরজি আ-পস্থি ছিলেন বলেও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা-এর সূত্র হাড়া এটি সম্পর্কে কিছু জানেন না। তিনি এই সনদটি অত্যন্ত গারীব বলে অভিহিত করেছেন।

৬১৮- وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ غَالِبٍ بِهَذَا ۝

৬১৩. মুহাম্মাদ (র) বলেন : ইবন নুমায়র.....উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা....গালিব সূত্রে এটি আমার মিলে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ

৬১৮- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ أَخْبَرَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةٍ رَدَاعٍ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ تَجَنُّونَ رَبَّكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ مَنُذُكُمْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ ثَلَاثِينَ سَنَةً ۝

৬১৪. মুসা ইবন আবদির রহমান আল-কুফী (র)...আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল-কে আমি বিদায় হজ্জের খুতবায় বলতে শুনেছি : তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তো তোমাদের রব। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, তোমরা রমযান মাসের সিয়াম পালন করবে, তোমাদের সম্পদের যাকাত দাবে, তোমাদের শাসনকর্তাদের আনুগত্য করবে, তা হলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জানাতে দাখিল হতে পাবে। রাবী বলেন, আমি আবু উমামা (রা)-কে বললাম : কতদিন আগে আপনি এই হাদীসটি শুনেছেন ? তিনি বললেন : আমার বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন আমি এই হাদীসটি শুনেছিলাম।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।